বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ

আনুমানিক রচনাকাল ১৮০৭—১১ খ্রীষ্টাব্দ

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

তারাপদ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL.
LIBRARY.
RAJA RAMMOHANPUR.

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

মুদ্রাকর
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাঃ লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

© তারাপদ মুখোপাধ্যায়

ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পূজ্যবরেষু

অশীতি বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের প্রেরণায় এবং তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালা ব্যাকরণের এই অজ্ঞাত পুথিখানি সম্পাদিত ও প্রকাশিত হলো। অজ্ঞাতনামা বৈয়াকরণের নাম-কালহীন এই রচনাটিকে বাঙ্গালা 'শব্দবিদ্যা'-র ইতিহাসে ঠাঁই ক'রে দিতে যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া অনুমানের উপরও অনেকখানি নির্ভর করতে হয়েছে। আশঙ্কা ছিলো, অনুমানই একমাত্র নির্ভর না হয়। তা হয়েছে কি হয়নি, সে-বিচার পাঠকের। স্বপন মজুমদারের যত্নে এবং শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের তৎপরতায় বইখানি শোভনরূপে প্রকাশিত হতে পারল।

সম্পাদনাকালে কিছু অতিরিক্ত বিরাম-চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে এবং এ-যুগের পাঠকের কথা মনে রেখে রচনাটিকে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে।

২ বৈশাখ ১৩৭৭
কলকাতা

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ-অভিধান সঙ্কলন শুরু হয়েছিলো বিদেশীদের চেষ্টায়। ধর্ম প্রচার, ব্যবসায় এবং পরে প্রশাসনের সুবিধার জন্য বাঙ্গালাদেশে আগত ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞানলাভের প্রয়োজন হয়েছিলো। এই প্রয়োজনের তাগিদে প্রথমে তাঁরা নিজেরাই, পরে দেশীয় লোকও, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ-অভিধান সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় লেখা প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ ব'লে যে-বইখানিকে জানি, রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-ও "ইউরোপীয়দিগের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার সাহায্যার্থে" রচিত। ইউরোপীয়দের রচিত এবং ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীর রচিত ব্যাকরণ-অভিধান দিয়েই বাঙ্গালা 'শব্দবিদ্যা'-র সূচনা। যে বাঙ্গালা ব্যাকরণখানি এখানে প্রথম মুদ্রিত হলো সেখানিও ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা শিক্ষার সাহায্যার্থে কোনো অজ্ঞাতনামা বাঙ্গালীর রচনা ব'লে অনুমান হয়।

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে বাঙ্গালা ব্যাকরণের এই পুথিখানি সংরক্ষিত আছে। পুথি না ব'লে অবশ্য একে খাতা বলা উচিত। পাতার আকার (৯$\frac{১}{৪}$″ × ৬$\frac{১}{৪}$″) বই-এর মতো। মোট পত্র সংখ্যা ২২ ; দু-পিঠে লেখা, পত্র-সংখ্যা একপিঠে। সুতরাং মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪। বাঁধানো খাতা, বাঁদিকে সেলাই। বাঁধাই এবং সেলাই দুই-ই জীর্ণ। কাগজ দেশী, মোটা, কর্কশ এবং হলদে রঙের। খাতার প্রথম দিকে ২০টি, মাঝে ২৮টি, শেষের দিকে ৩৩টি ক'রে লাইন। লিপিকরের হস্তাক্ষর স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন। গোটা খাতাটি এক হাতের লেখা। লিপিকর-প্রমাদ দুর্লক্ষ্য না হ'লেও অসংখ্য নয়। খাতায় গ্রন্থকার, লিপিকর, রচনাকাল বা লিপিকালের উল্লেখ নেই। হস্তাক্ষর বাঙ্গালীর, সম্ভবত পণ্ডিতের। লিপিকর এবং গ্রন্থকার একই ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে এই খাতাটির সংখ্যা S. 2895a। ব্লুমহার্ট[১]-কৃত ক্যাটালাগে খাতার সংখ্যার নীচে [Leyden] কথাটি আছে। এ-থেকে

১. J. F. Blumhardt, *Catalogue of the Bengali and Assamese Manuscripts in the Library of the India Office*, 1924, p. 15.

জানা গেলো খাতাটি Leyden-এর সংগ্রহ থেকে ইণ্ডিয়া আপিসে এসেছে। বাংলা ব্যাকরণ অংশটি মূল খাতার এক তৃতীয়াংশ। প্রথম অংশে (পত্র সংখ্যা ১-২২) বাংলা ব্যাকরণ, দ্বিতীয়াংশে (পত্র সংখ্যা ২৩-৩৮) ওড়িয়া অক্ষরে, ওড়িয়া ভাষায়, ওড়িয়া ব্যাকরণ এবং সেই সঙ্গে 'interlinear Roman transcription', তৃতীয়াংশে (পত্র সংখ্যা ৩৯-৪৬) সংস্কৃত-প্রাকৃত-বাঙ্গালা-ওড়িয়া শব্দকোষ। শব্দকোষে সংস্কৃত-প্রাকৃত শব্দগুলি দেবনাগরী অক্ষরে, বাঙ্গালা বঙ্গাক্ষরে এবং ওড়িয়া শব্দগুলি ওড়িয়া অক্ষরে। যতোদূর অনুমান করা যায় খাতার তিনটি অংশ একজন লিপিকরের লেখা। খাতাটি এখন যে-অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তাতে খাতার সঙ্গে অতিরিক্ত আরো কিছু আছে, প্রথমাংশের পরই পস্তু ভাষার কিছু রচনা আছে, শেষের দিকে আরো অতিরিক্ত কিছু। এ-থেকে অনুমান করতে পারি খাতাটির বাঁধাই এবং সেলাই পরবর্তীকালের। খাতাটির সঙ্গে পস্তু ভাষার যে-রচনা পাওয়া যাচ্ছে তা Leyden-এর সম্পত্তি হ'লেও বাঙ্গালা ব্যাকরণের সঙ্গে অসম্পৃক্ত। দপ্তরীর কারসাজিতে খাতার মধ্যে অন্য বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে পত্র সংখ্যার ক্রমানুসারে (১-২২, ২৩-৩৮, ৩৯-৪৬) মূল খাতার অংশ তিনটি চিনে নেওয়া কঠিন নয়। বাঙ্গালা ব্যাকরণের এই খাতাটি যাঁর সংগ্রহে ছিলো এবং সম্ভবত যাঁর জন্য এটি লেখা হয়েছিলো সেই Leyden-এর নাম প্রাচ্যবিদ্যা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তেমন সুপরিচিত নয়। তাই খাতাটি তাঁর সংগ্রহে কিভাবে এলো, তিনিই যদি এটি কাউকে দিয়ে লিখিয়ে থাকেন তাহলে কেনই বা লেখালেন, কাকে দিয়ে কোন্ সময় লেখালেন ইত্যাদি প্রশ্নগুলির নিশ্চিত বা আনুমানিক উত্তর পাওয়া দরকার।

John Leyden (১৭৭৫-১৮১১)-এর জন্ম স্কটল্যাণ্ডে। তাঁর শিক্ষা এডিনবরা এবং সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুস বিশ্ববিদ্যালয়ে, পেশা ডাক্তারি। এম. ডি. ডিগ্রী পাওয়ার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকরী নিয়ে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাসে আসেন। পেশা ডাক্তারি বটে, কিন্তু ভাষাই তাঁর অধ্যয়নের বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ছুটিতে তিনি পড়তেন 'Natural Science and the Scandinavian and modern languages, besides Hebrew, Arabic and Persian'। ভারতবর্ষে আসবার আগেই তিনি 'zealously studied Oriental languages'।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পৌঁছোবার এক বছরের মধ্যেই কমিশনারের সঙ্গী হয়ে তিনি মহীশূর যান এবং সেখানকার সমাজব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, ভাষা, ধর্ম, রীতি-নীতি সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রস্তুত করেন। শ্রমসাধ্য কাজ, পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ায় যে-অবসর পাওয়া গেলো সেই অবসরে তিনি পণ্ডিত রেখে সংস্কৃত পড়তে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে ফার্সী এবং হিন্দুস্থানী থেকে কিছু কিছু অনুবাদের কাজও চলতে লাগলো। সুস্থ হয়ে হাওয়া বদলের জন্য তিনি পেনাং গেলেন (১৮০৫) এবং সেখানে গিয়ে লিখলেন একটি দীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধ 'Dissertation on the Languages and Literatures of the Indo-Chinese Nations'। Leyden ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন ক'রে কলকাতায় বসবাস করতে লাগলেন (১৮০৬)। এক বছর তিনি বেকার। তখন তিনি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের কাছে একটি গবেষণা নিবন্ধ পাঠালেন। বিষয়, 'Indo-Persian, Indo-Chinese and Dekkani Languages'। প্রায় দুশো পৃষ্ঠার এই দীর্ঘ নিবন্ধ প'ড়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কাউন্সিল Leyden-কে কলেজের হিন্দুস্থানী অধ্যাপক পদের জন্য সুপারিশ করলেন (১৮০৭)। সেই সঙ্গে Leyden এশিয়াটিক সোসাইটীর সভ্যও মনোনীত হলেন। Henry Colebrooke তখন সোসাইটীর সভাপতি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে Leyden কয়েক মাস মাত্র ছিলেন। অবিলম্বে লর্ড মিণ্টো তাঁকে ২৪ পরগণা জেলার বিচারপতি নিযুক্ত করলেন (১৮০৭), পরে Commissioner of the Court of Requests (১৮০৯); এই শেষোক্ত পদে নিয়োগের জন্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অধিকার থাকার প্রয়োজন ছিলো। এই পদে নিযুক্ত থাকার সময় Leyden কিছু কিছু অনুবাদ ছাড়া মালয় এবং প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে Leyden কলকাতা মিণ্ট-এর assay-master নিযুক্ত হন। এক বছর পরে (১৯১১) লর্ড মিণ্টোর সঙ্গী হয়ে তিনি জাভা যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।[২]

২. Leyden-এর জীবনের তথ্যগুলি *The Dictionary of National Biography*, vol. XI এবং *The Poetical Remains of the Late Dr. John Leyden*, 1819-এর Rev. James Morton লিখিত Leyden-এর জীবনী থেকে গৃহীত।

Leyden একজন বিশিষ্ট কবি, অনুবাদক এবং ভাষা-বিশেষজ্ঞ। কবি এবং অনুবাদক হিসাবে Leyden-এর গুরুত্ব বিচার এ-আলোচনায় অবান্তর।[৩] ভাষা বিষয়ে একটি ছাড়া Leyden-এর আর কোনো রচনা মুদ্রিত হয়েছিলো ব'লে জানা নেই। তবে সমসাময়িকেরা Leyden-এর ভাষা-জ্ঞান সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছিলেন তার সবটাই হয়তো বন্ধুকৃত্য নয়। তাঁর মুদ্রিত রচনাটি খুঁটিয়ে পড়লে তাঁর গবেষণার সূক্ষ্মতা, ব্যাপকতা এবং গভীরতা উপলব্ধ হয়। William Erskine-এর মন্তব্যটি "in 8 years he had done almost as much for Asia as the combined scholarship of centuries had done for Europe, he had nearly affected a classification of its various languages and their kindred dialects" যদি Leyden-এর 'Dissertation on the Languages and Literatures of the Indo-Chinese Nations' প্রবন্ধটির[৪] সঙ্গে পড়ি তাহলে এটিকে অতিশয়োক্তি ব'লে মনে হবে না। কেরী Leyden-কে "totally destitute of Religion" ব'লে মনে করলেও Leyden-এর ভাষাজ্ঞানকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কেরীর মতে[৫] Leyden-এর ছিলো "a faculty of acquiring languages exceeding that of any person with whom I am aquainted." বাইবেলের এক বা একাধিক gospel

৩ কৌতূহলী পাঠক এই বই এবং প্রবন্ধগুলি দেখতে পারেন। *The Poetical Remains of the Late Dr. John Leyden*, with memoirs of his life, by the Rev. James Morton, London, 1819., M. R. Dobie, 'Dr. John Leyden and Sir William Burroughs', *Bengal Past and Present*, vol. LII, 1936, p. 67., *Malay Annals*: Translations from the Malay Language, by Dr. J. Leyden, with an Introduction by Sir R. S. Raffles, London, 1821., *Memoirs of Babur* : A New Translation of Babur-nama, incorporating Leyden and Erskine's of 1826 A. D., by A. S. Beveridge, London, 1919.

৪. *Asiatic Researches*, vol. X, প্রবন্ধটি রচিত হওয়ার বহু পরে প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রকাশের আগে এশিয়াটিক সোসাইটীর মাসিক অধিবেশনেও পঠিত হয়েছিলো। প্রবন্ধটিতে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, এবং বাংলা শব্দও বার্মা-মালয় ভাষায় কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। Marsden-এর মালয় ভাষা সম্বন্ধে যে-গবেষণা Leyden-এর আগে প্রকাশিত হয়েছিলো প্রবন্ধের মধ্যে তার নিপুণ সমালোচনা আছে।

৫. Carey Letters, Carey to Sutcliffe, May 1810, David Kopf-এর *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, 1969. p. 79., নামক বইতে উদ্ধৃত।

Leyden পাঁচটি ভাষায়— Pushtu, Maldivian, Balloch, Macassar, Bugis— অনুবাদ করেছিলেন।[৬] মর্টন লিখেছেন : "There are among his Mss. many valuable philological tracts, and several grammars completed, particularly one of the Malay language, and of the Prakrit. To the latter task he had been prompted by his friend Mr. Colebrooke."

Leyden-এর ভাষাজ্ঞানের পরিচয় নিতে গেলে দেখা যায় তিনি পাঁচটি ভাষায় বাইবেলের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন, Indo-China, Indo-Persian এবং Dekkani ভাষা বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করেছেন, মালয় এবং প্রাকৃত ভাষার দু'খানি ব্যাকরণ রচনা সম্পূর্ণ করেছেন। অর্থাৎ এদিকে Maldivian, ওদিকে Pushtu, আর একদিকে Mon-Khmer, মালয় প্রভৃতি ভাষাবর্গ, সেই সঙ্গে দ্রাবিড় এবং প্রাচীন-মধ্য-নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহ। সিংহল-আফগানিস্থান-ভারতবর্ষ-ব্রহ্মদেশ-মালয়— এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ভাষা সম্বন্ধে Leyden-এর কৌতূহল ছিলো। ভাষাবিশেষের গভীরে প্রবেশ না ক'রে বহু ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা এবং সেই বৈশিষ্ট্য-সূত্রে ভাষাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কারই Leyden-এর অনুসন্ধানের বিষয় ছিলো। Leyden ভাষার তুলনাত্মক আলোচনার যে-ধারা অনুসরণ করেছিলেন সেই ধারাই পরবর্তীকালে Beames, Hunter, Hornle প্রভৃতি সমৃদ্ধ করেছেন। Indo-China, Indo-Persian এবং Dekkani প্রবন্ধ রচনার পর Leyden সম্ভবত Indo-Aryan ভাষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনার উপাদান সংগ্রহ করছিলেন এবং খুব সম্ভব এই উদ্দেশ্যেই বাংলা-ওড়িয়া ব্যাকরণখানি লেখানো হয়েছিলো, সংস্কৃত-প্রাকৃত-বাংলা-ওড়িয়া শব্দকোষ সঙ্কলিত হচ্ছিল। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে Leyden-এর অকাল মৃত্যুতে তিনি এই কাজ সম্পূর্ণ ক'রে যেতে পারেননি।

এখন পূর্বে উত্থাপিত প্রশ্নগুলি বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার। Leyden-এর সংগ্রহে বাঙ্গালা ব্যাকরণের এই খাতাটি কোন্ সূত্রে কিভাবে এলো? বাঙ্গালা

৬. *Reports and Proceedings of the British and Foreign Bible Society* (1811-12).

পুথি অনুসন্ধান করতে গিয়ে কি তিনি খাতাখানির সন্ধান পেয়েছিলেন ? অথবা, খাতাটি তাঁর নির্দেশে কোনো বাঙ্গালী পণ্ডিতের লেখা ? যদি বাঙ্গালী পণ্ডিতের লেখা হয়, তিনি কে এবং কোন্ সময় তিনি এটি লিখেছিলেন ? হ্যালহেড, উইল্‌কিন্‌স্, কোলব্রুক, ম্যাকেন্‌জি প্রভৃতির মতো Leyden বাঙ্গালা পুথির অনুসন্ধান করেছিলেন বা পুথির প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিলো, এমন প্রমাণ নেই। তাছাড়া, ইণ্ডিয়া আপিসের খাতাখানিতে যেভাবে বিষয় বিন্যস্ত হয়েছে, অর্থাৎ প্রথমে বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পরে ওড়িয়া ব্যাকরণ, শেষে সংস্কৃত-প্রাকৃত-বাঙ্গালা-ওড়িয়া শব্দকোষ তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এটি কোনো ব্যক্তি-বিশেষের নির্দেশে একটি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে লেখা। সম্ভবত সেই ব্যক্তিবিশেষের অভিপ্রায় ছিলো সংস্কৃত-প্রাকৃত-বাঙ্গালা-ওড়িয়া—এই ভাষা-গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা এবং সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত, প্রাকৃত থেকে বাঙ্গালা-ওড়িয়ার বিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করা। সেই ব্যক্তিবিশেষ Leyden ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নন ব'লে মনে হয়। কারণ, ভাষার এই দিকটিতে Leyden-এর কৌতূহল। তাছাড়া অন্য ব্যক্তির নির্দেশে লেখা খাতা Leyden-এর ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে এসে পড়া অস্বাভাবিক। সুতরাং অনুমান করতে বাধা নেই যে বাঙ্গালা ব্যাকরণখানি Leyden-এর নির্দেশে বাঙ্গালী পণ্ডিতের লেখা। কিন্তু প্রশ্ন, কোন্ সময় লেখা এবং কোন্ বাঙ্গালী পণ্ডিতের লেখা।

Leyden-এর জীবনের ৩৬ বছরের ৮ বছর কেটেছিলো ভারতবর্ষে, তার মধ্যে পাঁচ বছর কলকাতায়—১৮০৬ (৮ ফেব্রুয়ারী) থেকে ১৮১১ (৯ মার্চ)। সুতরাং ১৮০৬-১১—এই সময়ের মধ্যেই খাতাটি লেখা হয়েছিলো সন্দেহ নেই।

কলকাতায় এসে Leyden এক বছর (১৮০৬) কোনো চাকরী পাননি। অনুমান করতে পারি এই এক বছর তিনি 'Indo China, Indo-Persian ও Dekkani languages' প্রবন্ধটির 'Indo-Persian' ও 'Dekkani' অংশ রচনায় ব্যস্ত ছিলেন (Indo-China অংশ আগেই রচিত হয়েছিলো)। এই গবেষণা-প্রবন্ধের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তাঁর চাকরী। সুতরাং বেকার অবস্থায় (১৮০৬) এই প্রবন্ধ-রচনা ছাড়া অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দেওয়ার

অবসর হয়ত তাঁর ছিলো না। এই প্রবন্ধের জন্যই আবার Leyden এশিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য নির্বাচিত হন (১ অক্টোবর ১৮০৬)। কোলব্রুকের সঙ্গে সম্ভবত এই সময়ই তাঁর যোগাযোগ এবং পরে বন্ধুত্ব। কোলব্রুকের নির্দেশেই Leyden প্রাকৃত চর্চায় উৎসাহী হন। এ-অনুমান করাও অসঙ্গত নয় যে আধুনিক ভারতীয় ভাষার ইতিহাস আলোচনায় প্রাকৃতের গুরুত্ব সম্বন্ধে কোলব্রুকই Leyden-কে অবহিত করিয়েছিলেন। বাঙ্গালা ব্যাকরণের খাতার তৃতীয়াংশে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ওড়িয়ার সঙ্গে প্রাকৃত শব্দগুলিও পাশাপাশি লেখা আছে। সুতরাং অনুমান করতে পারি কোলব্রুকের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বন্ধুত্ব হওয়ার পর Leyden খাতাটি লিখিয়েছিলেন। তাই ১৮০৭-১১-কে খাতার রচনাকাল ব'লে অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

রচনাকালের কালসীমা সংক্ষিপ্ততর করা যায় কিনা দেখা যাক। ব্যাকরণে সূত্রের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ উদাহরণগুলি বৈয়াকরণের নিজের উদ্ভাবন। সাতটি উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'বত্রিশ সিংহাসন' থেকে নেওয়া। উদাহরণ কটি এই :

১. 'তোমা হইতে গুরুর ও পুত্রের প্রাণ রক্ষা হইল' (পৃ. ১২)

২. 'রাজা পণ্ডিতের পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া মন্ত্রীদের বাক্য আদর না করিয়া পণ্ডিতকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন' (পৃ. ৪৪)

৩. 'বনরাজী নবীন পল্লব ফল পুষ্প স্তবক মঞ্জরী ভারেতে পরম শোভা-বিশিষ্ট হইয়াছে' (পৃ. ৪৮)

৪. 'অভিষেকার্থ সিংহাসন সমীপোপস্থিত শ্রীভোজরাজাকে দেখিয়া পঞ্চদশী পুত্তলিকা কহিলেন' (পৃ. ৫০)

৫. 'যে মানুষের বিদ্যা না হইল সে পশু কেন নয়' (পৃ. ৫৩)

৬. 'ভৃত্যেরা এই সকল শাস্ত্রোক্ত রাজাভিষেক সামগ্রী আয়োজন করিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল' (পৃ. ৫৩)

৭. 'তোমায় যদি এ সকল গুণ থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও' (পৃ. ৫৩)

'বত্রিশ সিংহাসন' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয়-তৃতীয়

30064
18 JAN 1971
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
LIBRARY.
RAJA RAMMOHUNPUR

সংস্করণের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮০৮ ও ১৮১৮। প্রত্যেকটি সংস্করণেই পাঠের অল্পবিস্তর পরিবর্তন হয়েছিলো ; অর্থাৎ দ্বিতীয়-তৃতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের পাঠের পুনর্মুদ্রণ নয়। সেই কারণে ব্যাকরণের উদাহরণগুলি 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর কোন্ সংস্করণ থেকে নেওয়া জানতে পারলে ব্যাকরণের রচনাকাল সম্বন্ধে অনুমান স্পষ্টতর হয়। বলা বাহুল্য, এ-অনুমান নিছক অনুমান, প্রমাণ নয়। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর—ব্যবহৃত হতে বাধা নেই। একটি সংস্করণ নিঃশেষ হওয়া মানে এই নয় যে সেই সংস্করণের সব বইগুলি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেলো। সুতরাং বাঙ্গালা ব্যাকরণের উদাহরণগুলি যদি দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া হয় তাহলেও জোর ক'রে বলা চলে না ব্যাকরণের রচনাকাল ১৮০৮-এর পরে তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে 'বত্রিশ সিংহাসন' এবং 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এর গ্রন্থকার যদি একই ব্যক্তি হন তাহলে তাঁর পক্ষে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর প্রথম সংস্করণ থেকে উদাহরণ সংগ্রহ একটু অস্বাভাবিক। বহু অনুসন্ধান ক'রেও 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ সংগ্রহ করা যায়নি। তাই ব্যাকরণের উদ্ধৃতির সঙ্গে প্রথম[৭] ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠের তুলনা করেছি।

প্রথম উদ্ধৃতি : ব্যাকরণের পাঠ, ১ম ও ৩য় সংস্করণের পাঠ অভিন্ন।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি : ব্যাকরণের পাঠ "পণ্ডিতের পূর্ব্বোপকার", ১ম ও ৩য় সংস্করণের পাঠ "ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোপকার"। ব্যাকরণের পাঠ "মন্ত্রীদের", ১ম ও ৩য় সংস্করণের পাঠ "মন্ত্রীলোকেরদের"। ব্যাকরণের পাঠ "বাক্য", ১ম সংস্করণের পাঠ "বাক্য", ৩য় সংস্করণের পাঠ "বাক্যে"। ব্যাকরণের পাঠ "পণ্ডিতকে", ১ম-৩য় সংস্করণের পাঠ "ব্রাহ্মণকে"।

৭. ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে প্রথম সংস্করণ পাওয়া গেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুদ্রিত পুস্তক তালিকায় ভুল ক'রে তৃতীয় সংস্করণকে প্রথম সংস্করণ বলা হয়েছে। বই-এর টাইটেল-পেজ নেই, "ইং ১৮০২ সালে শ্রীরামপুরে ছাপা হইল" এই সংবাদটি কার হস্তাক্ষরে জানি না, ইচ্ছা বা ভ্রম ক্রমে বই-এর সঙ্গে যোগ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদের উপর নির্ভর ক'রেই মুদ্রিত পুস্তক তালিকায় একখানি 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর পাশে ১৮০২ প্রকাশকাল ছাপা হয়েছে। এতে অসতর্ক পাঠক অবশ্যই বিভ্রান্ত হবেন।

তৃতীয় উদ্ধৃতি : ব্যাকরণের পাঠ "বনরাজী", ১ম-৩য় সংস্করণের পাঠ "বনরাজি"। ব্যাকরণের পাঠ "পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে", ১ম সংস্করণের পাঠ "পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছেন", ৩য় সংস্করণের পাঠ "পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে"।

চতুর্থ উদ্ধৃতি : ব্যাকরণের পাঠ "শ্রীভোজরাজাকে", ১ম সংস্করণের পাঠ "শ্রীভোজরাজাকে", ৩য় সংস্করণের পাঠ "শ্রীভোজরাজকে"। ব্যাকরণের পাঠ "সিংহাসন সমীপোপস্থিত", ১ম সংস্করণের পাঠ "সিংহাসন সমীপোস্থিত", ৩য় সংস্করণের পাঠ "সিংহাসন সমীপোপস্থিত"।

পঞ্চম উদ্ধৃতি : ব্যাকরণের পাঠ, ১ম ও ৩য় সংস্করণের পাঠ অভিন্ন।

ষষ্ঠ উদ্ধৃতি : ব্যাকরণের পাঠ "ভৃত্যেরা", ১ম-৩য় সংস্করণের পাঠ "ভৃত্যবর্গেরা"।

সপ্তম উদ্ধৃতি : ব্যাকরণের পাঠ, ১ম ও ৩য় সংস্করণের পাঠ অভিন্ন।

দুটি শব্দে ব্যাকরণের এবং ১ম সংস্করণের পাঠে মিল (তু. "বাক্য", "শ্রীভোজরাজাকে")। দুটি শব্দে ব্যাকরণের এবং ৩য় সংস্করণের পাঠে মিল (তু. "সিংহাসন সমীপোপস্থিত", "হইয়াছে")। পাঁচটি শব্দে ১ম-৩য় সংস্করণের পাঠে মিল, ব্যাকরণের পাঠে অমিল (তু. "পণ্ডিতের", "মন্ত্রীদের", "পণ্ডিতকে", "বনরাজি", "ভৃত্যেরা")।

ব্যাকরণের উদাহরণের পাঠ এবং 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর প্রথম-তৃতীয় সংস্করণের পাঠের তুলনা ক'রে ব্যাকরণের রচনাকাল সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হচ্ছে না। দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠের সাক্ষ্য পাওয়া গেলে হয়তো নির্দিষ্ট কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যেতো। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো Leyden-এর কলকাতায় আগমনের (১৮০৬) চার বছর আগে (১৮০২), তৃতীয় সংস্করণ Leyden-এর মৃত্যুর (১৮১১) সাত বছর পরে (১৮১৮) প্রকাশিত হয়েছিলো। সুতরাং ব্যাকরণের উদাহরণগুলি দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮০৮) থেকে নেওয়াই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠের সঙ্গে উদাহরণগুলির মিল না হ'লে বুঝতে হবে উদাহরণের পাঠ ব্যাকরণকার পরিবর্তন করেছেন। 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এর রচনাকাল ধরতে হবে ১৮০৭-১১ খ্রীষ্টাব্দ।

ব্যাকরণের রচয়িতা কে—এ-ব্যাপারেও অনুমান-যুক্তির আশ্রয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। এক এক ক'রে অনুমান-যুক্তির কথাগুলি বলছি।

প্রথম, ব্যাকরণকার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ব'লে মনে হয়। এ-অনুমানের পক্ষে একাধিক যুক্তি।

১. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকগুলির দাম বেশি ছিলো ব'লে সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সেগুলির প্রচার ছিলো[৮] না। নবোদ্‌গত বাঙ্গালা গদ্য এবং নব প্রবর্তিত ছাপার অক্ষরের সঙ্গে অপরিচয়ের জন্য এ-বইগুলি সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকেরও নিত্য পঠনীয় ছিলো না। তাই সাধারণের মধ্যে স্বল্প পরিচিত বা অপরিচিত 'বত্রিশ সিংহাসন' থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করা হয়েছে ব'লে অনুমান করা যেতে পারে, ব্যাকরণকার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং সম্ভবত ঐ কলেজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও ছিলো।

২. Leyden যখন কলকাতায় এসেছেন তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ভারতীয় ভাষা চর্চার কেন্দ্রস্থল হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। উইলিয়াম কেরী তখন পাদ্রী হিসাবে নয়, বাঙ্গালা তথা ভারতীয় ভাষায় বিশেষজ্ঞরূপে বিখ্যাত। একাধিক দেশীয় পণ্ডিত তখন কেরীর পরিচালনাধীন। অল্পকালের জন্য হ'লেও Leyden ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, কেরীর সঙ্গে তাঁর অবশ্যই পরিচয় ছিলো। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ছেড়ে দেওয়ার পরও এশিয়াটিক সোসাইটীতে অবশ্যই কেরী-Leyden-এর দেখা-সাক্ষাৎ হতো। এঁরা দু-জনেই সোসাইটীর Literary Committee-র সদস্য। Leyden কলকাতায় অপেক্ষাকৃত নবাগত, কেরী বাঙ্গালাদেশের এবং কলকাতার পুরনো লোক। এ-অবস্থায় Leyden-এর যখন একজন বাঙ্গালী পণ্ডিতের প্রয়োজন হলো তখন কেরী ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়ার কথা তাঁর মনে আসা অস্বাভাবিক। যদি অনুমান করি বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন বাঙ্গালী পণ্ডিতের

৮. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', ১৯৬৬, পৃ. ৩৩।

জন্য Leyden কেরীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন তাহলে কোন্ বাঙ্গালী পণ্ডিতের নাম কেরীর মনে প্রথমেই আসা স্বাভাবিক ? অনেকের নামই কেরীর মনে আসতে পারতো। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বিদ্যার উপর বোধকরি কেরীর সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা ছিলো। অনেক পণ্ডিত-মুন্সী সত্ত্বেও

Mr. Carey sat under his [মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার] instructions two or three hours daily when in Calcutta, and the effect of this intercourse was speedily visible in the superior accuracy and purity of his translations.[৯]

দ্বিতীয়, এই 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এর রচয়িতা এমন একজন ব্যক্তি যিনি সংস্কৃত-প্রাকৃত-ওড়িয়া ভাষায় পারদর্শী এবং নাগরী-বাঙ্গালা-ওড়িয়া লিপি ব্যবহারে সক্ষম। Leyden যখন কেরীর কাছে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিতের জন্য শরণাপন্ন হয়েছিলেন তখন বাঙ্গালা-সংস্কৃত ছাড়া ওড়িয়া ভাষার যোগ্যতার কথাটিও বোধহয় Leyden উল্লেখ করেছিলেন। সে-কারণেও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে কেরী Leyden-এর যোগ্যতম সহায়কে ব'লে মনে ক'রে থাকতে পারেন। কারণ, অনেকের ধারণা ছিলো মৃত্যুঞ্জয় ওড়িয়া। বাঙ্গালার মতো ওড়িয়া ভাষায় তাঁর পারদর্শিতার কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন।

The chief pundit, Mrityunjay, skilled in both dialects, first adapted the Bengali version to the language of the Ooriyas which was his own.[১০]

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায়[১১] প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে :

১৭৬২।৬৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে মৃত্যুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় তাঁহার জীবনকাল যাবৎ মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল, সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে

৯. J. C. Marshman, *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, vol. I, 1859, p. 180.

১০. George Smith, *The Life of William Carey*, D. D., 1885, p. 257.

১১. মাঘ, ১২৯৫ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', ১৩৪৬, পৃ. ।৶-তে উদ্ধৃত

একভাগ বাঙ্গালা, একভাগ হিন্দী, একভাগ উড়িয়া একরূপ ত্র্যহস্পর্শ ভাষা প্রচলিত ছিল। এই কারণেই মার্শমান সাহেব মৃত্যুঞ্জয়কে উড়িষ্যা-জাত বলিয়াছেন, এবং অদ্যাপি অনেকে মৃত্যুঞ্জয়কে উড়িয়া বলিয়া জানেন।

তৃতীয়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-সঙ্কলিত[১২] এবং মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর অনেকদিন পরে প্রকাশিত 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' (১৮৩৩)-র সঙ্গে 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এর কিছু কিছু মিলও লক্ষ্য করা যায়।[১৩]

'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—"…ষোল স্বর চৌত্রিষ ব্যঞ্জন। তাহার মধ্যে অ-কারাদি বিসর্গান্ত স্বর, ক-কারাদি ক্ষ-কারান্ত ব্যঞ্জন" (পৃ. ১)

'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'—"অকারাদি ষোড়শ বর্ণকে স্বর শব্দে কহে। ককারাদি ক্ষকারান্ত চতুস্ত্রিংশদ্বর্ণকে হল ও ব্যঞ্জন ও হস্ শব্দে কহে" (পৃ. ২২৮)

'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—"ব্যঞ্জনের মধ্যে প্রথম যে ক-কারাদি ম-কারান্ত পঞ্চ-বিংশতি বর্ণ এহারা পাঁচ ২ হইয়া বর্গ সংজ্ঞা হন' (পৃ. ১)

'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'—"ককারাদি মকার পর্যন্ত পঞ্চবিংশতি হল বর্ণ…তাহারা পাঁচ পাঁচ হইয়া বর্গসংজ্ঞক হয়' (পৃ. ২২৯)

'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—"বর্গের মধ্যে প্রথম বর্ণ আর তৃতীয় তাহাকে অল্পপ্রাণ বলি এবং দ্বিতীয় চতুর্থ তাহাকে মহাপ্রাণ বলি, পঞ্চমকে সানুনাসিক বলি" (পৃ. ১)

'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'—"বর্গের মধ্যে প্রথম তৃতীয় পঞ্চম বর্ণ আর য ব ল এই আঠার অক্ষর অল্পপ্রাণ হয়" (পৃ. ২২৯)

'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' আর 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'-র মধ্যে লেখকের উদ্দেশ্য এবং রীতির গুরুতর পার্থক্য। 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' learned রচনা, 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ বাঙ্গালা ভাষার প্রধান প্রধান বিশেষত্বগুলি সহজ কথায় (সম্ভবত বিদেশী শিক্ষার্থীর কাছে) ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই কারণে 'ষোড়শ' হয়েছে 'ষোল', 'চতুস্ত্রিংশৎ' হয়েছে 'চৌত্রিষ' ইত্যাদি। 'প্রবোধ-

১২. ইংরেজী আখ্যাপত্রে 'Compiled by the Late Mrityunjoy Vidyulunkar'.

১৩. 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'-র উদ্ধৃতিগুলির পরে যে-পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা।

চন্দ্রিকা' ব্যাকরণের বই নয় ; সুতরাং 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এর সঙ্গে এই বই-এর অন্তরঙ্গ মিল আশা করা বৃথা। তথাপি মিল নেই, এমন নয়। এ-মিল বিষয়ের অভিন্নতার জন্যও হতে পারে, রচয়িতার অভিন্নতার জন্যও হতে পারে।

চতুর্থ, শব্দ ব্যবহারেও 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এর সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের অন্যান্য রচনার দু-একটি মিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'নামোতে'=নীচেয়। 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ আছে, 'কোন ব্যঞ্জনের নামোতে যদি রেখা থাকে'। 'বত্রিশ সিংহাসন'-এ আছে, 'বৃক্ষের নামতে ব্যাঘ্র আছে'। আধুনিক বাঙ্গালায় যেখানে আমরা 'থেকে···পর্যন্ত' অর্থাৎ 'দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত' ব্যবহার করি, 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ সে-জায়গায় 'থেকে'-র পরিবর্তে 'অবধি' ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, 'দশ অবধি উনিশ পর্যন্ত'। অনুরূপ প্রয়োগ 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'-য়ও লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, 'অকারাবধি ঔকার পর্য্যন্ত যে চতুর্দ্দশ বর্ণ সেই স্বর'।

পঞ্চম, 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এর মধ্যে এমন বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে যা বঙ্গ-ভাষাভাষীদের পক্ষে অপরিহার্য নয়। ভাষার সে-বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে জন্মসূত্রেই বাঙ্গালী শিখে নেয়। অথচ বিদেশীদের পক্ষে এগুলিই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার পক্ষে বাধা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি যে এই ব্যাকরণকারের লক্ষ্যগোচর হয়েছে এবং এগুলি যে তিনি ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এতেই অনুমান করতে পারি যে ব্যাকরণকার হয়তো বিদেশীদের বাঙ্গালা ভাষা শেখাবার কাজে অভ্যস্ত ছিলেন। যেমন, ক্রোড়স্থ স্বর (inherent vowel) কোথায় উচ্চারণ হয় এবং কোথায় হয় না— এটি বাঙ্গালা ব্যাকরণে অবশ্য আলোচিত প্রসঙ্গ নয়। রামমোহন রায় আলোচনা করেছেন। কারণ, রামমোহনের ব্যাকরণও বিদেশীর জন্য।

উপরে যে-যুক্তিগুলি দেওয়া হলো স্বতন্ত্রভাবে তার কোনো একটি যুক্তিকে নিশ্চিত প্রমাণ ব'লে হয়তো স্বীকার করা যায় না। তবে সব যুক্তিগুলি একসঙ্গে খোলা মনে বিবেচনা করলে হয়তো অস্বীকার করা শক্ত যে এই 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-খানির রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং ১৮০৭-১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো-

এক সময় এই ব্যাকরণখানি তিনি John Leyden-এর নির্দেশে রচনা করেছিলেন। এই দুটি সিদ্ধান্ত স্বীকার ক'রে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় মৃত্যুঞ্জয় কেবলমাত্র 'বত্রিশ সিংহাসন' থেকেই উদাহরণ দিয়েছেন কেন? এবং উদাহরণগুলি— যদি দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে না নেওয়া হয়— কোন্ মূল থেকে নেওয়া? এ-প্রশ্নের উত্তর আপাতত পাওয়া যাচ্ছে না।

বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ছাপা হয় ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। লিসবনে মুদ্রিত[১৪] *Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez* নামক শব্দকোষের ভূমিকায় গ্রন্থকার মানোএল দ্য আসুম্পসাওঁ বাঙ্গালা ব্যাকরণের কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করেছিলেন। এই সূত্রগুলিতেই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম বিশ্লেষণ পাওয়া গেলো, সেই কারণে মানোএল দ্য আসুম্পসাওঁ বাঙ্গালা ভাষার প্রথম বৈয়াকরণ এবং তাঁর বই প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কিন্তু আসুম্পসাওঁ বাঙ্গালা ব্যাকরণ নামে কোনো বই লেখেননি, তাঁর বই-এর নাম 'বাঙ্গালা-পর্তুগীস শব্দকোষ'। শব্দকোষের ভূমিকায়ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে মন্তব্য থাকে। ফষ্টারের অভিধানে (১৭৯৯-১৮০২) ছিলো, কেরীর অভিধানে (১৮১৫-২৪) ছিলো, হটন্-এর অভিধানেও (১৮২৫) ছিলো। বাঙ্গালা ব্যাকরণের যেটুকু কোষকারের প্রাসঙ্গিক আসুম্পসাওঁ সেইটুকুই তাঁর খসড়ায় লিখেছিলেন। তথাপি পর্তুগীস ভাষায় লিখিত আসুম্পসাওঁর এই অপরিণত খসড়াই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ।

আসুম্পসাওঁ-র খসড়া প্রকাশিত হওয়ার ৩৫ বছর পরে হ্যালহেডের ইংরেজীতে লেখা (বাঙ্গালা উদাহরণগুলি বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত) বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হলো— *A Grammar of the Bengal Language* (১৭৭৮)। আসুম্পসাওঁ-র মতো এটি কোনো শব্দকোষের ভূমিকা নয়। ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্যে তথ্য উপাদান সংগ্রহ ক'রে, বাঙ্গালা ভাষার গুরুত্ব-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ ক'রে, বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস— যেটুকু সে-যুগে বিদেশীর

১৪. *Vocabulario/Em Idioma/Bengalla/E/Portuguez/Dividido en duas partes/* Fr. Manoel Da Assumpcam/Religioso Eremita de Santo Agostinhoda Congregacao/India Oriental/Lisboa/Anno M. DCCXLIII.

পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিলো—আলোচনা ক'রে হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। কিন্তু হ্যালহেডের ব্যাকরণের পরিধি সঙ্কীর্ণ, উপাদানও অপ্রচুর। উপাদানের মধ্যে ছিলো ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, আর রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া অন্যান্য কয়েকখানি পুথি। এই উপাদানকে ভিত্তি ক'রে হ্যালহেড বাঙ্গালা কাব্যভাষার ব্যাকরণ লিখেছিলেন[১৫]—'Throughout this book I mean to confine myself to examples taken from Poetry only'। বাঙ্গালা কাব্যভাষার কতোটুকুই বা ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালীর জানা ছিলো, বিদেশী হ্যালহেড তো দূরের কথা।

হ্যালহেডের ব্যাকরণের অপূর্ণতার কথা ফষ্টার (Henry Pitts Forster, 1761-1815) প্রথম বলেছিলেন তাঁর অভিধানে[১৬]—*A Vocabulary In Two Parts English And Bongalee And Vice Versa*। বাঙ্গালা ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার অভিপ্রায়ও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। সম্ভবত ফষ্টারের অভিধানের ভূমিকা থেকে ইঙ্গিত পেয়ে, হ্যালহেডের ব্যাকরণে অনালোচিত যে-প্রসঙ্গগুলি ফষ্টার উল্লেখ করেছিলেন বিশেষ ক'রে সেইগুলির আলোচনা ক'রে উইলিয়াম কেরী ইংরেজীতে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করলেন (১৮০১)। এ-পর্যন্ত পর্তুগীস এবং ইংরেজীর মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিলো।

এতোদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিলো বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা প্রথম করলেন রামমোহন রায় তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ[১৭] (১৮৩৪)। ১৮০৭-১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনা ব'লে যে বাঙ্গালা ব্যাকরণখানি এখানে মুদ্রিত হলো সেখানি রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর তুলনায় নিকৃষ্ট রচনা। তথাপি যে-গৌরব এতোদিন 'গৌড়ীয়

১৫. *A Grammar of the Bengal Language*, Hoogly, MDCCLXXVIII, p. 36.

১৬. কলকাতায় Ferris and Co.-র মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত। প্রথম খণ্ড (ইংরেজী-বাঙ্গালা) ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় খণ্ড (বাঙ্গালা-ইংরেজী) ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

১৭. প্রথমে ইংরেজী ভাষায় রচিত (১৮২৬)। পরে ইংরেজী সংস্করণের আদর্শে বাঙ্গালা সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ব্যাকরণ'-এর প্রাপ্য ছিলো, সে-গৌরব এখন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এর প্রাপ্য। এই ব্যাকরণখানিতে সহজ স্বাভাবিক গদ্যে বাঙ্গালা ভাষার মূল কথাগুলি বলা হয়েছে, এমন-কি বাক্য গঠন প্রণালীও বাদ পড়েনি। কোনো কোনো প্রসঙ্গ ছোটো-বড়ো হতে পারতো, কোনো প্রসঙ্গ বাদ পড়লেও ক্ষতি ছিলো না। কোনো কোনো প্রকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণ-রীতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করলে বাঙ্গালা ভাষার আরো কিছু মূল্যবান সংবাদ এই বই থেকে পাওয়া যেতো। তথাপি ব্যাকরণখানি মূল্যহীন নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ-রীতির আনুগত্য স্বীকার করলেও সংস্কৃতের ছায়ায় গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত ক'রে ফেলেননি। খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার বৈশিষ্ট্য গ্রন্থকার কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। ব্যাকরণখানি ব্যক্তি বিশেষের জন্য লেখা, সুতরাং সাধারণের মধ্যে এই বই-এর প্রচার অবশ্যই ছিলো না। তবু কোনো কোনো প্রসঙ্গে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর সঙ্গে এই ব্যাকরণের সাদৃশ্য দেখে বুঝতে পারি মৃত্যুঞ্জয় এবং রামমোহন একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে দু-জনে স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি অতি সহজে ধরতে পেরেছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার এই দুইখানি ক্ষীণকায় ব্যাকরণে যতোটুকু "বাঙ্গালা ভাষা" আছে পরবর্তী-কালের অনেক বৃহদায়তন ব্যাকরণে তা নেই।

মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যাকরণের টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য ক'রে ভূমিকা শেষ করা যাবে। ব্যাকরণের ভালো-মন্দ বিচারে দুটি বিষয় লক্ষণীয়—উপস্থাপন-রীতি (technique), উপাদান (language material)। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টির গুরুত্ব বেশি ; কারণ, আগে উপাদান তারপরে তার উপস্থাপন-রীতি। বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচিত উপাদান যদি সেই ভাষার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক না হয় তাহলে যে উপস্থাপন-রীতিই অবলম্বন করি না কেন—formal, notional, descriptive—ব্যাকরণে সেই ভাষার পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হতে পারে না। উদাহরণ নেওয়া যাক। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপস্থাপন-রীতি অনুসরণ ক'রে বাঙ্গালা ব্যাকরণেও বলা হয় '-তর,' '-তম' দিয়ে বাঙ্গালায় একের তুলনায় অন্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়। মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহন উভয়েই এই সূত্র নির্দেশ করেছেন। 'হিমালয় উচ্চতম পর্বত'—এটি অবশ্যই বাঙ্গালা বাক্য।

সুতরাং '-তর', '-তম'-র সূত্রও বাঙ্গালা ব্যাকরণে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বাঙ্গলা বাক্য হওয়া সত্ত্বেও 'হিমালয় উচ্চতম পর্বত' বিশেষ এক প্রকার বাঙ্গালা। 'হিমালয় সবচেয়ে উঁচু পাহাড়'—এটিও বাঙ্গালা বাক্য, তবে আর-এক প্রকার বাঙ্গালা। বাঙ্গালা ব্যাকরণে 'উচ্চতম'-র ব্যাখ্যা আছে, না থাকলেও ক্ষতি ছিলো না; কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণে এর ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু 'সবচেয়ে'-র ব্যাখ্যা বাঙ্গালা ব্যাকরণে নেই। 'স্থৈর্য্য', 'গরিমা', 'ভূপাল', 'রূপবতী', 'কর্তব্য', 'ধর্ম্মাত্মা' প্রভৃতির কোনোটিই বাঙ্গালা ব্যাকরণের অবশ্য আলোচিত বিষয় নয়। এগুলি বাঙ্গালা ব্যাকরণে ব্যাখ্যাত না হ'লে সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যাখ্যাত। কিন্তু 'বামনাই', 'কুমীরে', 'মেঠো', 'ঢাকাই', 'হাড়কাটা', 'মুখচোরা' প্রভৃতির ব্যাখ্যা সংস্কৃত ব্যাকরণে পাওয়া যাবে না। মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহন দু-জনেই বলেছেন, ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্য হয় না। এখানেও ভাষার এমন বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁদের মনে ছিলো যে-বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত থেকে পাওয়া। কিন্তু 'আমি বাঙ্গালী', 'এটা চেয়ার', আমগুলো পাকা', 'উনি খুব রাগী লোক'—এগুলি কি বাঙ্গালা বাক্য নয়? অবশ্যই। তবে ভিন্ন রীতির বাঙ্গালা, 'উচ্চতম'-রীতির বাঙ্গালা নয়, 'সবচেয়ে'-রীতির বাঙ্গালা।

যে-ভাষা নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী সে-ভাষাও যে আলোচনার বিষয় হতে পারে, এ-ধারণা দৃঢ়মূল হতে সময় লেগেছিলো। এখনও যে হয়েছে এমন মনে করবার কারণ নেই। ব্যাকরণের বই প'ড়ে বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলতে শেখে না। ব্যাকরণ থেকে শেখে এমন বাঙ্গালা যা নিত্য কথাবার্তার মধ্য দিয়ে শেখা যায় না। তাই 'আর', 'আরো'; 'বেশি', 'অনেক'-এর ব্যাকরণ-গত বৈশিষ্ট্য আমরা শিখিনি, শিখেছি 'আবালবৃদ্ধবনিতা', 'অসূর্যম্পশ্যা' ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষার বৈয়াকরণেরাও কথ্য বাঙ্গালার বিশেষত্বগুলি খুঁটিয়ে বিচার করেননি। বিংশ শতাব্দ থেকে এ-বিষয়ে বাঙ্গালা বৈয়াকরণের দৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু উনিশ শতকেই যাঁরা বিদেশীদের জন্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, কথ্য বাঙ্গালার দিকে তাঁদের মনোযোগ দিতে হয়েছিলো। কারণ, বিদেশীরা কথ্য ভাষাও ব্যাকরণ থেকেই শেখে। মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহনের ব্যাকরণ বিদেশীর জন্য, তাই এতে খাঁটি বাঙ্গালার বিশেষত্ব—সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে যা

পাওয়া যায় না—কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় -টা, -টি, -খানা, -গুলি ব্যাখ্যা করেছেন, 'দিয়া', 'করিয়া', 'হইয়া', 'হইতে', 'থাকিয়া' প্রভৃতিকে postposition ব'লে সনাক্ত করেছেন, 'টল্‌টল্', 'টল্‌মল্', 'চক্‌মক', 'ঝল্‌ঝল্' প্রভৃতি অনুকরণ শব্দগুলিকে বাঙ্গালা বিশেষণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সর্বনামে গৌরবোক্তি, নীচোক্তি পার্থক্য এবং সেই অনুসারে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন, 'করিয়াছি', 'করিয়াছিলাম' ক্রিয়ারূপের গঠন বিশ্লেষণ করেছেন, 'না', 'নাই', 'নই'-র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন, -দিকি, -দিনি, -সিনি, -গা, -কো-র দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সর্বোপরি 'তো' ('আমি তো যাই', 'আমি তো করি নাই' ইত্যাদি) যে বাঙ্গালা ব্যাকরণের একটি আলোচ্য প্রসঙ্গ সে-কথা মেনে নিয়েছেন। সুতরাং মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে না পারলেও কোনো কোনো প্রকরণে তিনি স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই বাঙ্গালা ভাষাকে দেখেছিলেন। ব্যাকরণখানি খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে মৃত্যুঞ্জয় কথ্য বাঙ্গালাকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন। কথ্য বাঙ্গালার সঙ্গে সাহিত্যিক বাঙ্গালার পার্থক্যও দু-একটি জায়গায় উল্লেখ করেছেন। যেমন, "পাঁচালিতে অদ্যতনভূতকালে কখন ২ 'ঐ' হয়" (পৃ. ৪০), "বহুবচনের বিভক্তির -এর আর -র কেহ ২ কেহ না" (পৃ. ৮)।

মৃত্যুঞ্জয়ের তুলনায় রামমোহনের দৃষ্টি স্বচ্ছতর এবং গভীরতর, বিশ্লেষণও পরিচ্ছন্ন এবং সংহত। বাঙ্গালা ব্যাকরণে অনাবশ্যক মনে ক'রে বহু প্রসঙ্গ রামমোহন বর্জন করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় বহু অনাবশ্যক এবং অবান্তর প্রসঙ্গ এনে বাঙ্গালা ভাষার মূল্যবান প্রসঙ্গগুলিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছেন। রামমোহন নিজস্ব ভাষা-বুদ্ধি দিয়ে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষত্বকে আবিষ্কার করেছেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদেশীদের বাঙ্গালা শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতাসূত্রে বাঙ্গালা ভাষার কিছু জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন। বিদেশীদের বাঙ্গালা শেখাবার অভিজ্ঞতা না থাকলে সংস্কৃত ব্যাকরণের বাঁধা সড়কের বাইরে পা বাড়াবার ক্ষমতা মৃত্যুঞ্জয়ের হতো কিনা সন্দেহ।

মৃত্যুঞ্জয় এই ব্যাকরণখানির নামকরণ করেননি, করলে এই ব্যাকরণের নাম দিতেন 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ'। নামের দিক থেকেও ব্যাকরণখানির

গুরুত্ব আছে। সুকুমার সেন বলেছেন, "বাঙ্গালা ভাষা" শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেছেন তা বলা যায় না।[১৮] পর্তুগীস লেখক মানোএল দ্য আসুম্পসাঁও তাঁর শব্দকোষে (১৭৪৩) "Bengalla" শব্দটি ব্যবহার করেছেন বাঙ্গালা ভাষার অর্থে। হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণকে (১৭৭৮) বলেছেন "Bengal Language", ফষ্টারের শব্দকোষকে (১৭৯৯-১৮০২) বলা হয়েছে "Bongalee" শব্দকোষ, এক অজ্ঞাতনামা কোষকার তাঁর শব্দকোষে (১৭৮৮) "Bengal words" সঙ্কলিত করেছেন। আর একজন অজ্ঞাতনামা কোষকার তাঁর সঙ্কলিত বাঙ্গালা শব্দকোষের (১৭৯৩) নামকরণ করেছেন "ইংরাজি ও বাঙ্গালী বেকেবিলারি" (ইংরেজী গ্রন্থনাম *An Extensive Vocabulary Bengalese and English*)। উনিশ শতকের সূচনাতেই অবশ্য কেরীর আদর্শে বাঙ্গালা ভাষার ইংরেজী নাম 'Bengali language' প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বাঙ্গালায় 'বাঙ্গালি ভাষা', 'বাঙ্গালী ভাষা' উনিশ শতক থেকে ব্যবহৃত হতে থাকলেও পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা ভাষাকে 'গৌড়ীয় ভাষা' বলতেন। রামমোহনের ব্যাকরণের নাম 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। গৌড়ীয় ভাষা এবং অন্যান্য নব্য ভারতীয় ভাষাকে রামমোহন সাধু বা সংস্কৃত ভাষা থেকে পৃথক করবার জন্য 'অসাধু ভাষা'-ও বলেছেন।[১৯] মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি' প্রভৃতি "সংগ্রহ ভাষাতে"। 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'-র মুখবন্ধেও বাঙ্গালা ভাষাকে 'গৌড়দেশীয় ভাষা' এবং 'গৌড়ীয় ভাষা' বলা হয়েছে।[২০] নব্য ভারতীয় ভাষা বোঝাতে মৃত্যুঞ্জয় 'লৌকিক ভাষা'-ও ব্যবহার করেছেন— "সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে"।[২১] ব্যাকরণের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় সর্বত্র 'বাঙ্গালা ভাষা'-ই ব্যবহার করেছেন— "বাঙ্গালা ভাষাতে সপ্তম্যন্ত দ্রব্যবাচক পদের প্রয়োগ হয়" (পৃ. ৪৫-৬)। "সংস্কৃত ক্রিয়াপদ বাঙ্গালা ভাষাতেও কখন ২ চলিত হয়" (পৃ. ২৯)।

১৮. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ১৯৬৩, পৃ ৬। ভাষা-নাম সম্পর্কে আলোচনার জন্য এই বই-এর ৫-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৯. 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', পৃ, ৪৭।

২০. 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা', পৃ, ২২৩ ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'-র অন্তর্গত)।

২১. ঐ।

"বাঙ্গালা ভাষাতে বিশিষ্য কথিত হইলে…" (পৃ. ৪৮)। বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনায় মৃত্যুঞ্জয় 'চলিত সামান্য ভাষা'-ও বলেছেন—"সংস্কৃতানুযায়ী এবং চলিত সামান্য ভাষানুযায়ী"। সুতরাং ব্যাকরণের রচনাকাল সম্বন্ধে সংশয় না থাকলে 'বাঙ্গালা ভাষা' এই ব্যাকরণের মধ্যেই প্রথম পাওয়া গেলো।

বাঙ্গালায় লেখা বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণখানি মুদ্রিত হওয়া দূরের কথা, এর অস্তিত্বের সংবাদও অজ্ঞাত ছিলো। এ-যুগের বাঙ্গালীর কাছে ব্যাকরণ-খানির কিছু ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। সেই গুরুত্বের কথা স্মরণ ক'রে ব্যাকরণখানি এখানে মুদ্রিত হলো।

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ

বাঙ্গালা পঞ্চাশ অক্ষর॥ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ॥ এই॥

ইহার মধ্যে ষোল স্বর চৌত্রিষ ব্যঞ্জন। তাহার মধ্যে অ-কারাদি বিসর্গান্ত স্বর ;[১] ক-কারাদি ক্ষ-কারান্ত[২] ব্যঞ্জন।

ব্যঞ্জনের মধ্যে প্রথম যে ক-কারাদি ম-কারান্ত পঞ্চবিংশতি[৩] বর্ণ এহারা পাঁচ ২ হইয়া বর্গ সংজ্ঞা হন। প্রথম ক-বর্গ, দ্বিতীয় চ-বর্গ, তৃতীয় ট-বর্গ, চতুর্থ ত-বর্গ, পঞ্চম প-বর্গ। অবশিষ্ট যে নয় বর্ণ তাহাকে অ-বর্গীয় বলি।

বর্গের মধ্যে প্রথম বর্ণ আর তৃতীয় তাহাকে অল্পপ্রাণ বলি এবং দ্বিতীয় চতুর্থ তাহাকে মহাপ্রাণ বলি, পঞ্চমকে সানুনাসিক বলি।

স্বরের মধ্যে হ্রস্ব ও দীর্ঘ ; তাহার মধ্যে হ্রস্ব এই। অ ই উ ঋ ঌ। দীর্ঘ এই। আ ঈ ঊ ৠ ৡ॥

[স্বর] সমান[৪] ও অসমান হন। অ আ। ই ঈ। উ ঊ। ঋ ৠ। ঌ ৡ। [সমান]॥ তদ্ভিন্ন। অ ই। ঈ উ। উ ও। ইত্যাদি অসমান। প্রত্যেক স্বর আপনার ও আপন হ্রস্বের ও আপন দীর্ঘের সমান হন।

য র ল ব হ ইহাকে হল বলি।[৫]

পাঁচ বর্গের মধ্যে ক-বর্গ কণ্ঠ্য। চ-বর্গ তালব্য। ট-বর্গ

মূর্দ্ধণ্য। ত-বর্গ দন্ত্য। প-বর্গ ওষ্ঠ্য। অবশিষ্ট ব্যঞ্জন এবং স্বর বর্ণের সঙ্গে করিয়া এই হয়—অ আ এই ক-কারাদি পঞ্চ বর্ণ কণ্ঠ্য।[৬] ই ঈ চ-কারাদি পঞ্চ বর্ণ শ এ ঐ য তালব্য। ঋ ৠ ট-কারাদি পঞ্চ বর্ণ র ষ মূর্দ্ধণ্য। ঌ ৡ ত-কারাদি পঞ্চ বর্ণ ল স ব দন্ত্য। উ ঊ প-কারাদি পঞ্চ বর্ণ ব ও ঔ ওষ্ঠ্য।

অক্ষরের সংযোগ করা প্রতি ব্যঞ্জনেতে অ-কার[৭] থাকে এবং অ-কার ব্যতিরিক্ত অন্য স্বর চিহ্ন-বিশেষে প্রতি ব্যঞ্জনে থাকে। কোন ব্যঞ্জনের নামোতে[৮] যদি রেখা থাকে তবে সে ব্যঞ্জনেতে অ-কার থাকে না।

ব্যঞ্জনের স্বরের সহিত ও ব্যঞ্জনের সহিত যোগ হয়, তাহার মধ্যে স্বরের সংযোগে বানান[৯] হয়। ব্যঞ্জন সংযোগে যুক্ত[১০] অক্ষর বলা যায়। বানান এই। অ-কার আপন স্বভাবে প্রতি ব্যঞ্জনে থাকে অতএব তাহার বিশেষ চিহ্ন নাই। অ-কার ইত্যাদি[১১] অবশিষ্ট স্বরের বিশেষ ২ চিহ্ন এই॥ আ া বা, ই ি বি, ঈ ী বী, উ ু বু, ঊ ূ বূ, এ ে বে, ঐ ৈ বৈ, ও ো বো, ঔ ৌ বৌ সকল ব্যঞ্জনের স্বরের সহিত যোগে এই ২ রূপ হয়। স্বরের সহিত যে ব্যঞ্জন সে এক বর্ণ হয়; এই কিম্বা দুয়ের অধিক ব্যঞ্জনের এমন সংযোগ হয় যে তাহার মধ্যে স্বর থাকে না।

ব্যঞ্জনের সংযোগের এগার প্রকার।

য-কার কোন ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাকে ‘ক্য’-ফলা বলি। তাহার বিশেষ চিহ্ন এই [‘্য’]। উদাহরণ, ক্য, খ্য, গ্য, ঘ্য ইত্যাদি। ‘রেফ’ কোন ব্যঞ্জনের সহিত অধঃ সংযোগ হইলে তাহাকে ‘ক্র’-ফলা বলি। তাহার বিশেষ চিহ্ন [এই ‘ ্র ’]। উদাহরণ, ক্র, খ্র, গ্র, ঘ্র ইত্যাদি। ন-কার কোন ব্যঞ্জনের সহিত

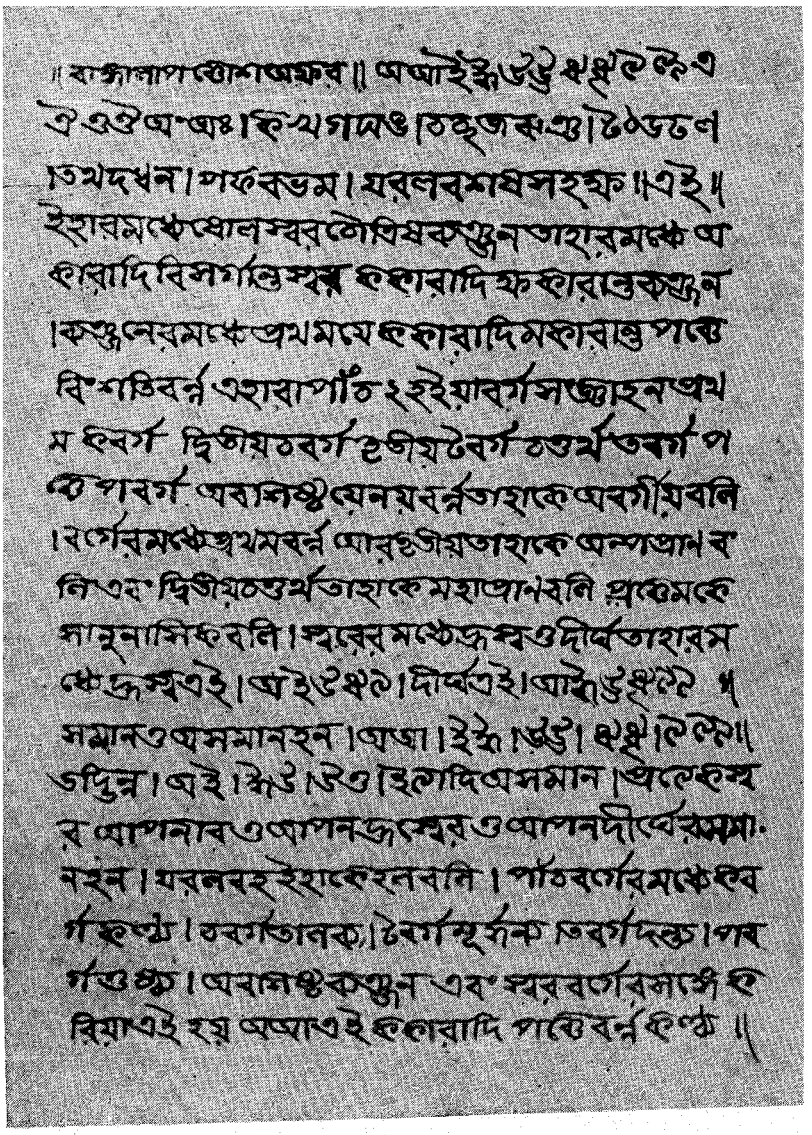

পাণ্ডুলিপির প্রথম পত্র

২২
সংখ্যাবাচক দুই প্রকার হয় সংস্কৃতানুযায়ী এবং চলিত সামান্য ভাষা
নুযায়ী। উদাহরণ এই। এগার একাদশ। বার দ্বাদশ। ইত্যাদি॥ বিং
শতি অবধি নব্বই পর্য্যন্ত দশের এক কম বুঝিতে ঊন প্রয়োগ হয়।
উদাহরণ এই। ঊনবিংশতি ঊনিশ। ঊনত্রিংশৎ ঊনত্রিশ ইত্যাদি ॥
দশ অবধি উনিশ পর্য্যন্ত সামান্য চলিত ভাষাতে সংখ্যাবাচক শ
ব্দের উত্তর পূরণার্থে ই হয় আর সংস্কৃতানুযায়ী দশ অবধি
ঊনবিংশতি পর্য্যন্ত পূরণার্থে সংখ্যাবাচক শব্দের ন্যায় হয়। বিং
শতি অবধি ষষ্ঠী পর্য্যন্ত পূরণার্থে তম হয়। ॥ এবং অন্ত
বর্ণের লোপ হয়। আর ষষ্টি অবধি এক শত পর্য্যন্ত পূরণার্থে তম
হয়। উদাহরণ এই। এগারতি একাদশ। বিশ বিংশতিতম। সপ্ততি
তম ইত্যাদি। ইহার মধ্যবর্ত্তী যত সংখ্যাবাচক শব্দ সে সকল পূ
রণার্থে সংখ্যাবাচক শব্দের ন্যায় হয়। এক গুণ বর্দ্ধিত অর্থে সং
খ্যাবাচকের উত্তর গুণ হয়। উদাহরণ এই তিনগুণ চারিগুণ ইত্যা
দি। কোন২ অর্থে সংখ্যাবাচকের উত্তরে বার প্রয়োগ হয় উদা
হরণ এই। আমি নয় বার কহিয়াছি ইত্যাদি। নানা প্রকার এই অর্থ
বুঝিতে সংখ্যাবাচকের উত্তরে ধা প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই। চ
তুর্দ্ধা সপ্তধা ইত্যাদি। আধার অধিক এই অর্থ বুঝিতে সংখ্যাবা
চকের উত্তর সওয়া হয় আর অধিকের অধিক অর্থ বুঝিতে সংখ্যা
বাচকের উত্তর সাড়ে হয় আর পোয়া কমি বুঝিতে সংখ্যাবা
চকের পূর্ব্বে পউনে হয়। উদাহরণ। সওয়া তিন সাড়ে তিন প
উনে চারি ইত্যাদি ॥ আর সংখ্যাবাচকের ভাগী বুঝিতে আনা
হয় উদাহরণ। সাত আনা দশ আনা ইত্যাদি। অনিশ্চিত অর্থ
বুঝিতে শব্দের উত্তর এক শব্দের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই।
জন দশেক ক্রোশ ছই ইত্যাদি ॥ সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ ॥ ॥০॥

পাণ্ডুলিপির শেষ পত্র

যুক্ত হইলে তাহাকে 'ক্ন'-ফলা বলি। তাহার বিশেষ চিহ্ন য়ই [=এই '্ন']। ক্ন খ্ন গ্ন ঘ্ন ইত্যাদি।

ল-কার কোন ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলে তাহাকে 'ক্ল'-ফলা বলি। তাহার বিশেষ চিহ্ন এই ['্ল']। ক্ল খ্ল গ্ল ঘ্ল। ব-কার কোন ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলে তাহাকে 'ক্ব'-ফলা বলি। তাহার বিশেষ চিহ্ন এই '্ব'। উদাহরণ, ক্ব খ্ব গ্ব ঘ্ব ইত্যাদি। ম-কার ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলে তাহাকে 'ক্ম'-ফলা বলি। তাহার বিশেষ চিহ্ন এই '্ম'। উদাহরণ, ক্ম খ্ম গ্ম ঘ্ম ইত্যাদি।

ঋ-কার ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাকে 'কৃ'-ফলা বলি। তাহার বিশেষ চিহ্ন এই ['ৃ']। উদাহরণ, কৃ খৃ গৃ ঘৃ ইত্যাদি। ঌ-কার ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাকে 'কৢ'-ফলা বলি। তাহার বিশেষ চিহ্ন এই ঌ। কৢ খৢ গৢ ঘৢ ইত্যাদি।

এই সকল ফলার উচ্চারণ শেষে হয়। এখন যে ফলা লিখিব তাহার উচ্চারণ প্রথম হয়। 'রেফ' কোনো ব্যঞ্জনের সহিত উর্দ্ধ সংযোগ হইলে তাহাকে 'আর্ক'-ফলা বলি। তাহার বিশেষ চিহ্ন এই 'র্'। উদাহরণ, র্ক র্খ র্গ র্ঘ ইতি॥

যে বর্গের যে সানুনাসিক সে আপন বর্গের সহিত সংযুক্ত হয় কিন্তু ঙ অ-বর্গের[১৩] সহিতও সংযুক্ত হয়। ঙ্ক ঞ্খ ঞ্চ ণ্ট ন্ত ম্প ঞ্ঘ শ ষ স ইত্যাদি। কথক [=কতক] ব্যঞ্জন অন্য ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাকে 'স্ক' ইত্যাদি[১৪] তেত্রিশ ফলা করিয়া বলি।

হ ব্যতিরিক্ত সকল ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয় কিন্তু মহাপ্রাণ দ্বিত্ব হইলে তাহার পূর্ব বর্ণ অল্পপ্রাণ হয়।

কতক বর্ণের বিশেষ রূপ করিয়া লেখা যায়। ক্র ক্ত কু স্ত মু ত্ত গু শু হু ত্র শ্র হৃ ভ্র রু রূ হ্ন ষ্ট স্তু স্ত্র ঙ্ক ৎ শ্রী ৺॥

৩

সানুনাসিক যদি স্বরের উপরে থাকে তবে সেই সানুনাসিকের পর যে বর্গ থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ স্থানীয় সেই সানুনাসিক হয়। তাহার উদাহরণ এই। দন্ত দাঁত বন্ধ বাঁধ ইত্যাদি ॥[১৫]

ইহার পর সন্ধি লেখা যায়॥ দুই বর্ণের মধ্যে পূর্ব্ব বর্ণ কিম্বা পর বর্ণ অথবা উভয় বর্ণ যদি অন্য প্রকার হয় তবে সেই সন্ধি হয়। সন্ধির সুগম হওয়ার কারণ যে সকল লিখি তাহার নাম সমাহার কিম্বা প্রত্যাহার। অ ই উ ঋ ঌ ক এ ও ঙ ঐ ঔ চ হ য ব র ল ঞ ণ ন ভ ম ঝ ঢ ধ ঘ ভ জ ত দ গ ব খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ক প শ ষ স এই প্রত্যাহারের মধ্যে স্বর প্রত্যাহারে যে ব্যঞ্জন সে সমাহারের নিমিত্ত হয়। মধ্যে আর যে যে ব্যঞ্জন সে নিরর্থক হয়। স্বর প্রত্যাহারে ব্যঞ্জনের গ্রহণ নাই। অন্য প্রত্যাহারে আদি বর্ণ ও অন্ত বর্ণ মধ্যবর্তি বর্ণ সকল গ্রাহ্য হয়। ই স্থানে এ। উ স্থানে ও। ঋ স্থানে অর। ঌ স্থানে অল। ইহাকে গুণ বলি। অ ই উ ঋ ঌ এ ঐ ঔ এই সকল বর্ণ স্থানে যথাক্রমে আ ঐ ঔ আর আল ঐ ঔ এই সকল হইবে তাহাকে বৃদ্ধি করিয়া বলি।

সন্ধি দুই প্রকার হয়। তাহার মধ্যে এক স্বর সন্ধি আর ব্যঞ্জন সন্ধি। তাহার [মধ্যে] স্বর সন্ধি এই—সমান 'অচ' মিলিয়া দীর্ঘ হয়। তাহার উদাহরণ এই, 'মসারি' ইত্যাদি। অ-কারের আ-কারের যদি 'ইক' হয় তবে গুণ হয় এবং অ-কারের ও-কারের পর যদি 'এচ' হয় তবে তাহার বৃদ্ধি হয়। তাহার উদাহরণ এই, 'পরমেশ্বর', 'একৈক' ইত্যাদি। অ-কার আ-কারের পর যদি 'ঋত' শব্দ হয় তাহার এবং আর কথক শব্দের পর যদি 'ঋণ' শব্দ হয় তবে সেখানে গুণ না হইয়া বৃদ্ধি

'স' সে যদি অন্ত্যস্থিত না হয় তবে তাহার ষত্ব হয়। অনুস্বার ব্যবধানেতে নিষেধ হয় না॥

এখন শব্দের প্রকরণ লেখা যায়। শব্দ তিন প্রকার হয়। নাম, ক্রিয়া, অব্যহয় হয়। তাহার মধ্যে নামের বিশেষ এই, নাম প্রথমত তিন প্রকার হয়। দ্রব্যবাচক অর্থাৎ সকল দ্রব্যের নাম। গুণবাচক অর্থাৎ গুণের নাম। ও অনুকরণ অর্থাৎ 'ঝনৎ', 'খটৎ' ইত্যাদি। তার মধ্যে দ্রব্যবাচক তিন প্রকার হয়। প্রথমত, নামবাচক অর্থাৎ 'মনুষ্য', 'দেবতা', 'নদী', 'পর্বত', 'নগর', 'দেশ', 'পশু' ইত্যাদির বিশেষ বিশেষ নাম। ইহার উদাহরণ এই, 'রাম', 'ইন্দ্র', 'গঙ্গা', 'চিত্রকূট', 'কলিকাতা', 'বাঙ্গালা', 'উচ্চৈঃশ্রবা' ইত্যাদি। দ্বিতীয় জাতিবাচক, 'মনুষ্য', 'পশু', 'পক্ষি' ইত্যাদি। তৃতীয় ভাববাচক। এই ভাববাচক দুই প্রকার। ভাববাচক ও ক্রিয়াবাচক। উদাহরণ এই, 'কর্ত্তৃত্ব', 'ভদ্রতা', 'শুক্লিমা', 'গৌরব' ইত্যাদি। ক্রিয়াবাচক 'গমন', 'গতি' ইত্যাদি। সামান্যতো প্রাণি ও অপ্রাণি ভেদে দুই প্রকার হয়।[১৯]

অদ্রব্যবাচক[২০] প্রকরণ॥ দ্রব্যবাচক শব্দ দুই প্রকার— স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত। দ্রব্যবাচক শব্দের পর সাত বিভক্তি হয়। তাহার মধ্যে প্রথম বিভক্তির যোগে কর্ত্তা, দ্বিতীয়াতে কর্ম্ম, তৃতীয়াতে করণ, চতুর্থীতে সম্প্রদান, পঞ্চমীতে অপাদান, ষষ্ঠীতে সম্বন্ধ, সপ্তমীতে অধিকরণ হয়। এই সকল বিভক্তি প্রত্যেকে একবচন ও বহুবচন হয়। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের এই ২ বিভক্তি হয়। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বিশেষ পশ্চাৎ লিখিব॥

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	০	-এরা কিম্বা -এরান্
দ্বিতীয়া	-কে	-এরদিগকে

	[একবচন]	[বহুবচন]	
তৃতীয়া	-এতে	-এরদিগেতে	
চতুর্থী	-এরে	-এরদিগেরে	
পঞ্চমী	-এতে	-এরদিগেতে, -এরদের	
	এবং হইতে	হইতে, -এরদিগ হইতে	১৭৫
ষষ্ঠী	-এর	-এরদের, -এরদিগের	
সপ্তমী	-এ এবং -এতে	-এরদিগেতে	

অ-কারান্ত যত শব্দ তাহাদের অন্ত্য অ-কারের লোপ হয় অতএব ব্যঞ্জনান্তের মধ্যে গৃহীত হয়। স্বরান্ত শব্দের এই ২ বিভক্তি ॥ ১৮০

	একবচন	বহুবচন	
প্রথমা	০	-রা, -রান্	
দ্বিতীয়া	-কে	-রদিগকে	
তৃতীয়া	-তে	-রদিগেতে	
চতুর্থী	-রে	-রদিগেরে	১৮৫
পঞ্চমী	-তে,	-রদিগেতে, -রদিগ হইতে,	
	হইতে	-রদের হইতে	
ষষ্ঠী	-র	-রদের, -রদিগের	
সপ্তমী	-তে	-রদিগেতে	

বহুবচনের বিভক্তির -এর আর -র কেহ ২ কহে না।[২১] ১৯০

অথ ক্লীবলিঙ্গ ভেদঃ॥ ক্লীবলিঙ্গ শব্দ যদি প্রাণিবাচকের স্থানিবর্ত্তী না হয় তবে তাহার বহুবচনের প্রয়োগ হয় না, প্রাণিবাচকের স্থানিবর্ত্তী হইলে আপন ক্লীবত্ব ত্যাগ করিয়া পুংলিঙ্গ কিম্বা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হয়। ক্লীববচনের এই ২ উদাহরণ ॥

	ব্যঞ্জনান্ত এই	স্বরান্ত এই
প্রথম	০	০
দ্বিতীয়	০	০
তৃতীয়	-এ/-এতে	-তে
চতুর্থ	-এ/-এতে	-তে
পঞ্চম	-এ/-এতো হইতে	-তে হইতে
ষষ্ঠ	-এর	
সপ্তম	-এ/-এতে	

আ-কারান্ত শব্দ সপ্তমীতে -য়, -তে ; উদাহরণ এই, 'পিতায়', 'পিতাতে'। অন্ত্যস্থ দীর্ঘ স্বরের পরে যদি বিভক্তি থাকে তবে সে দীর্ঘ কখন ২ হ্রস্ব হয়। উদাহরণ এই, 'স্বামী', 'স্বামিতে'। জাতিবাচক শব্দের প্রয়োগ পুংলিঙ্গ কিম্বা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ন্যায়। উদাহরণ এই, 'ঘোড়া', 'ঘোড়াকে', ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বহুবচন জ্ঞাত কারণ '-গুলা' কিম্বা '-গুলী' হয়। কোন ২ সময় মনুষ্য ব্যতিরেক প্রাণিবাচক শব্দের পর '-গুলা', '-গুলী' হয়, তাহার পর বিভক্তি বলা যায়। উদাহরণ এই, 'কুকুরগুলাদিগকে'। কখন ২ প্রতিজ্ঞাপনার্থ শিশুবাচক শব্দের পর হয়। উদাহরণ এই, 'বালকগুলিন' ইত্যাদি। ব্যঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উদাহরণ এই ॥[২২]

কুকুর	কুকুরেরা, কুকুরেরান্
কুকুরকে	কুকুরেরদিগকে
কুকুরেতে	কুকুরেরদিগেতে
কুকুরেরে	কুকুরেরদিগেরে
কুকুরেতে	কুকুরেরদিগেতে
কুকুর হইতে	কুকুরেরদিগ হইতে

'তোমা হইতে গুরুর ও পুত্রের প্রাণ রক্ষা হইল' ইত্যাদি॥ ২৭০
তৃতীয়ার স্থলে যে ২ শব্দ লেখা গেল সেই ২ শব্দ প্রকৃত
শব্দের পর কিম্বা আদিষ্ট শব্দের পর হয় এবং কখন ২ ষষ্ঠির
যোগেও হয়। উদাহরণ এই, 'মানুষ কর্ত্তৃক' ও 'মানুষের
কর্ত্তৃক' ও 'তোমার কর্ত্তৃক' ইত্যাদি॥ পুংলিঙ্গের ও স্ত্রীলিঙ্গের
চতুর্থীর ঠাঁই '-কে' হয়। উদাহরণ এই, 'আমি ঘোড়াকে দানা ২৭৫
দিয়াছি' ইত্যাদি। স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের পঞ্চমীর স্থলে 'ঠাঁই'
ও 'স্থানে' ও 'কাছেতে' ও 'কাছে হইতে' ও 'থাকিয়া' ইত্যাদি
হয়। উদাহরণ এই, 'তাহার ঠাঁই পাইয়াছি', 'ঘর থাকিয়া
আসিয়াছি' ইত্যাদি। কখন ২ ষষ্ঠীর ঠাঁই 'রূপ' হয়। তাহার
উদাহরণ এই, 'শোকরূপ অন্ধকারে ও দুর্গতিরূপ জলে মগ্ন ২৮০
হইয়াছি' ইত্যাদি। সপ্তমীর স্থানে কখন ২ 'মধ্যে' ও 'মাঝে'
হয়। উদাহরণ এই, 'ঘরের মধ্যে' ও 'মাঝে বসিয়াছি' ইত্যাদি॥

সম্বোধনবাচক এই শব্দ হয়। 'গো', 'ভো', 'হে', 'রে', 'লো',
'কে', 'টি', 'গে', 'হারে', 'হেরে' ইত্যাদি। এই সকল শব্দ প্রথমার
যোগে হয়। পিতা, মাতা, গুরু, দাদা ইত্যাদি। মান্য লোকের ২৮৫
সম্বোধনে 'গো' শব্দ হয়, 'ভো' শব্দ বড় প্রসিদ্ধ নহে কিন্তু তিন
লিঙ্গের সম্বোধনে হয়। সমান লোকের সম্বোধনে 'হে' শব্দ হয়।
আত্মীয় লোকের কিম্বা নীচ লোকের সম্বোধনে 'রে' শব্দ হয়।
আর বালকের সম্বোধনে 'টি' শব্দ হয়। স্নেহ সম্বোধনে 'ওরে'
শব্দ হয়। নীচ স্ত্রীর সম্বোধনে 'লো' শব্দ হয়। যুবতির ২৯০
সম্বোধনে 'টে' শব্দ হয়। 'গো' সম্বোধন স্থলে কোন দেশে
স্ত্রী সম্বোধনেতে 'গে' শব্দ বলিয়া থাকে॥ ইতর লোকের
সম্বোধনেতে 'হারে', 'হেরে' শব্দ হয়। লোক যখন কিছু দূরে
থাকে কিন্তু চক্ষে দেখা যায় তখন 'হারে', 'হেরে' এই দুই শব্দ

ব্যতিরেকে আর ২ সম্বোধনবাচক শব্দের পূর্ব্বে 'ও', 'আ', ২৯৫
'এ'—এই তিন শব্দ হয়। উদাহরণ এই, 'ওগো', 'আরে', 'এগে'
ইত্যাদি। যাহাকে সম্বোধন করি সে যদি নিকটে থাকে তবে
সম্বোধনবাচক শব্দ নামের পর হয়। উদাহরণ এই, 'বাবা
গো', 'মা গো', 'পদ্মা রে' ইত্যাদি॥ যাহাকে সম্বোধন করি সে
যদি দূরে থাকে তবে সম্বোধনবাচক শব্দ নামের পূর্ব্ব হয় এবং ৩০০
'ও' শব্দ হয়। এই উদাহরণ, 'ওগো মা', 'ওগো পিতা', 'ওহে
রাম', 'আরে, এরে, ওরে ছোকরা', 'ওলো মাগি', 'ওগো
মাতা', 'ওটে দাসি', 'ওটি ছুঁড়ি' ইত্যাদি॥ যাহারে সম্বোধন
করি সে লোক যদি অতি দূরে থাকে তবে সম্বোধনবাচক শব্দের
পূর্ব্বে যে 'ও', 'এ', 'আ' এই তিন শব্দ বড় দীর্ঘ স্বরে উচ্চারিত ৩০৫
হয়। সম্বোধনবাচক যে শব্দ সে কখন ২ প্রশ্ন বাক্যের যোগে
হয়। উদাহরণ এই, 'তুমি কেন বল না গো', 'তুই কেনে বলিস
না রে', 'কেন গো বল না', 'কেন রে বলিস না'॥ সম্বোধনবাচক
যে শব্দ সে কখন ২ অনুমতি বাক্যের যোগে হয়। উদাহরণ
এই, 'খাও গো', 'কর হে', 'বল রে', ইত্যাদি॥ ই-কারান্ত আর ৩১০
উ-কারান্ত শব্দ সম্বোধনবাচক হইলে ই-কারের স্থানে এ-কার
হয়। উ-কারের স্থানে ও-কার হয়। উদাহরণ এই, 'হরে',
'গুরো' ইত্যাদি॥

অথ লিঙ্গ॥ শব্দের তিন লিঙ্গ হয়—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ও
ক্লীবলিঙ্গ কিম্বা নপুংসক লিঙ্গ। প্রাণিবাচক শব্দের মধ্যে ৩১৫
পুরুসের যত নাম সে সকল শব্দ পুংলিঙ্গ। ও স্ত্রীর যত নাম
সে সকল স্ত্রীলিঙ্গ হয়। প্রাণিবাচক ভিন্ন যত বস্তু ও যত ভাব
সকলি ক্লীবলিঙ্গ হয়। উদাহরণ এই, 'বিড়াল', 'বিড়ালী'
ইত্যাদি। ঊ-কারান্ত উ-কারান্ত শব্দের পূর্ব্বে পুংলিঙ্গ জ্ঞান

কারণ পুরুষ শব্দ হয় ও স্ত্রীলিঙ্গ জ্ঞান কারণ স্ত্রী শব্দ হয়। ৩২০
পুলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উদাহরণ এই ॥

বাঘ	বাঘী / বাঘিনী	ভাই	বহিন / বুন
বিড়াল	বিড়ালী	হোলা	মেড়ী
কাক	কাকী	শুক	শারী
বুলবুল	বুলবুলী	মদনা	কাজলা ৩২৫
হরিণ	হরিণী	আঁড়িয়া	গাই
মৃগ	মৃগী	রাজা	রাণী
পুরুষ	স্ত্রী	গাধা	গাধী
পুরুষ	প্রকৃতী	ভেড়া	ভেড়ী
পিতা	মাতা	অজা	অজী ৩৩০
ভ্রাতা	ভগ্নী	হস্তি	হস্তিনী
		হাতী	হাত্নী

শব্দের যোগে '-টা', '-গোটা', '-খান', '-টুকি', '-গুলা', '-গুলিন', '-গুলু' হয়। দ্রব্য সংখ্যা নিশ্চয় না করিয়া যখন কেহো কথকগুলা দ্রব্য কাহার কাছে চাহে তবে সে বাক্যের আগে ৩৩৫ 'গোটা' শব্দ শোভা পায়। উদাহরণ এই, 'গোটা তিনেক বার্ত্তাকু দেহ' ইত্যাদি ॥ দ্রব্যের নিশ্চয় করিয়া যদি দ্রব্য চাহে তবে সে দ্রব্যের নাম প্রায় সর্ব্বদা বাক্যের আগে হয়। উদাহরণ এই, 'দশটা দেহ' ইত্যাদি ॥ 'ফল[টা]' 'বৃক্ষ[টা]' ইত্যাদি ॥ অমিশ্রিত দ্রব্য এবং প্রাণিবাচক ও ঘটাকৃতি যত পাত্রের নাম ৩৪০ এবং নানা অবয়বেতে কৃত যত বস্তু এবং শরীরের প্রায় সকল অবয়বের নাম এবং সংখ্যাবাচক যত শব্দ এবং 'আমি', 'মুই', 'তুমি', 'তুই'—এই চারি শব্দ ভিন্ন সর্ব্বনাম সকল শব্দ এই সকলের উত্তর '-টা' হয়। সমান আকৃতি এবং প্রায় সমান

আকৃতি যত পাত্রের নাম এবং পাটিকল ও খাবরা এবং বর্শী, ৩৪৫
বন্দুক, তীর ইত্যাদি কত[ক] শব্দ ভিন্ন অস্ত্র এবং হাতিয়ারের
নাম এবং অবয়বেতে কৃত দ্রব্যের অবয়বের নাম এবং হাত পা
মুখ এই তিন শব্দ এই সকলের উত্তর '-খান' হয়। উদাহরণ এই,
'পেয়ালাটা', 'বিরীজখান', 'পেয়ারাটা', 'কুকুরটা' বা '-টী',
'ঘরখান', 'সিন্ধুকটা', 'তালাখান', 'অঙ্গুলিটা', 'হাতখান' ইত্যাদি॥ ৩৫০
সর্ব্বনাম যে সকল শব্দ এবং প্রাণিবাচক ইহার উত্তরে -টা-র
স্থলে '-ডা' হয়। উদাহরণ এই, 'পুত্রডা' ইত্যাদি। মনুষ্যবাচক
শব্দের পূর্বে 'জন' শব্দ হয়, আর মনুষ্যবাচক শব্দের উত্তরে
অবজ্ঞার্থে '-টা' হয়। উদাহরণ এই, 'সদজন', 'মজুর[টা]কে ডাক',
'ছেলেটা বড় দুষ্ট হইয়াছে' ইত্যাদি॥ বালকবাচক শব্দ ও ৩৫৫
মনুষ্য ব্যতিরেক প্রাণিবাচক শব্দের উত্তরে প্রীত্যর্থে '-ডি' ও '-টি'
হয়। উদাহরণ এই, 'ছেলেটি সুবুদ্ধি বটে'। 'আমার পুত্রটির
বিবাহ দিব' ইত্যাদি। বহুবচনে শব্দের যোগে '-গুলা', '-গুলি',
'-গুলু', '-গুলিন'— এই সকল প্রীতি বুঝিতে হয়। উদাহরণ এই,
'তাহার অনেকগুলিন সন্তান' ইত্যাদি। প্রাণিবাচক শব্দের ৩৬০
যোগে 'গণ', 'জাতি', 'বর্গ', 'দল' বহুবচন বুঝিতে হয়। উদাহরণ
এই, 'রাজাগণ উঠিয়া গেলেন', 'বানর পশুজাতি সে কি জানে',
'ভৃত্যবর্গেরা আজ্ঞা পাইয়া ক্রিয়া করিল', 'কুরুদল' ইত্যাদি।
মনুষ্যবাচক শব্দের যোগে 'লোক' শব্দ হয়। উদাহরণ এই,
'সাহেব লোক' ইত্যাদি॥ দেববাচক, মনুষ্যবাচক এবং নাগবাচক ৩৬৫
শব্দের উত্তরে যখন 'লোক' শব্দ হয় তখন তাহাদের স্থান
বুঝায়। উদাহরণ এই, 'দেবলোক', 'নরলোক', 'নাগলোক'। দ্রব্য,
দ্রব্যবাচক শব্দ ও চূর্ণবাচক শব্দের যোগে '-টুকি' ও '-খানিক'
শব্দ হয়। উদাহরণ এই, 'জলটুকি দেহ', 'খানিক দুগ্ধ ছিল'

ইত্যাদি। বীজবাচক ও ক্ষুদ্র খণ্ডবাচক ও ছিন্ন তৃণবাচক শব্দের ৩৭০
উত্তরে '-গুচ্চার' হয়। উদাহরণ এই, 'চালুগুচ্চার', 'খড়গুচ্চার',
'ঘাসগুচ্চার' ইত্যাদি। অপত্যার্থে নামবাচক ও দ্রব্যবাচক
শব্দের পরে অপত্যার্থে '-য়', '-ই' হয় এবং সেই শব্দের প্রথম
স্বরের বৃদ্ধি হয়। কখন ২ প্রত্যয় ব্যতিরে[কে]ও প্রথম স্বরের
বৃদ্ধি হয়। উদাহরণ এই, 'রৌদ্র', 'সৌতি' ইত্যাদি। জনার্থ শব্দ ৩৭৫
অ-কারান্তে ও ব্য[ঞ্জ]নান্ত দেশবাচক শব্দের পর যে তদ্দেশীয়
লোক বুঝিতে '-ঈ' '-ঈয়' [হয়] আর আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়, ও
কখন ২ প্রত্যয় ব্যতিরেকেও বৃদ্ধি হয়। উদাহরণ এই, 'বাঙ্গালী'
ও 'দ্রাবিড়' ও 'মৈথিলীয়' ইত্যাদি। '-ঈয়' প্রত্যয় পরেতে কখন
২ বৃদ্ধি হয় না, 'ইঙ্গলেণ্ডীয়' ইত্যাদি। -ই বর্ণান্ত শব্দের অন্ত্য ৩৮০
বর্ণের স্থানে '-ঈয়' হয়। উদাহরণ এই, 'কাশীয়' ইত্যাদি। -উ
বর্ণান্ত শব্দের পরে '-ই' হয়। উদাহরণ এই, 'বাজুই' ইত্যাদি।
ভাবার্থ সকল শব্দের উত্তরে ভাব বুঝিতে '-ত্ব', '-তা' হয়। উদাহরণ
এই, 'ঈশ্বরত্ব', 'সত্যতা', 'ভদ্রতা', 'মিথ্যতা' ইত্যাদি। -রান্ত,
-তান্ত, -ণান্ত, -টান্ত, -নান্ত শব্দের উত্তরে 'য়' হয় [এবং] পূর্ব্ব ৩৮৫
স্বরের বৃদ্ধি হয়। উদাহরণ এই, 'স্থৈর্য্য', 'ধৈর্য্য', 'সৌন্দর্য্য,'
'গাম্ভীর্য্য', 'পাণ্ডিত্য', 'কাপট্য' ইত্যাদি॥ 'স্থৈর্য্যতা', ধৈর্য্যতা',
'সৌন্দর্য্যতা', গাম্ভীর্যতা' ইত্যাদি শব্দ কেহ ২ বলে, সে অতি
অশুদ্ধ। প্রত্যয় ব্যতিরেকে উ-কারান্ত শব্দের অন্ত্যবর্ণের স্থানে
'অব' হয়, পূর্ব্বের '-া', বৃদ্ধি হয়। উদাহরণ এই, 'গৌরব', 'লাঘব', ৩৯০
'মার্দ্দব' ইত্যাদি। শুক্লাদি বর্ণবাচক শব্দের পর ও আর ২ কতক
শব্দের পর '-ইমা' হয়। উদাহরণ এই, 'রক্তিমা', 'শুক্লিমা'
ইত্যাদি। '-ইমা' প্রত্যয় পরেতে কোন ২ শব্দের স্থানে আদেশ
হয়। উদাহরণ এই, 'গরিমা', 'মহিমা' ইত্যাদি।[২৪] ধাত্বর্থ ভাব

ত্তরে ভাব বুঝিতে '-অন' আর '-আ' হয়। উদাহরণ ৩৯৫
ণ', 'করা' ইত্যাদি।

র্ত্তৃবাচক শব্দ॥ কর্ত্তা বুঝিতে শব্দের উত্তরে '-পতি' ও
াল' হয়। উদাহরণ এই, 'ভূপতি', 'সেনাপতি', 'ভূপাল', 'মহীপাল', ইত্যাদি। কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে ভাববাচক অনন্ত শব্দের অন্ত্যবর্ণ স্থানে 'ক' হয় [এবং] কখন কখন আদি বর্ণের বৃদ্ধি ৪০০ হয়। উদাহরণ এই, 'কারক', 'পালক', 'লেখক' ইত্যাদি। [কর্ত্তা] কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে ঐ ভাববাচক শব্দের পর '-কর্ত্তা' হয়। উদাহরণ এই, 'ত্রাণকর্ত্তা' ইত্যাদি। কোন দ্রব্যের নির্ম্মাণ কর্ত্তা বুঝিতে তৎদ্রব্যবাচক শব্দের পর '-কার' হয় ও আদিষ্ট সেই শব্দের পর '-আর' হয়। উদাহরণ এই, 'কুম্ভকার', 'কুমার', 'চর্ম্মকার', ৪০৫ 'চামার', 'কর্ম্মকার' 'কামার', 'স্বর্ন্নকার' 'সোনার' ইত্যাদি। কোন বিদ্যা ও কোন গুণের ধারক কর্ত্তা সেই বিষয়বাচক শব্দের পর '-ধর' হয়। উদাহরণ এই, 'ধনুর্দ্ধর', 'বিষধর', 'নামধর' ইত্যাদি।

এক ক্রিয়ার পরস্পর করণ অর্থ বুঝিতে শব্দেরা দ্বিরুক্ত হয় ৪১০ আর অন্ত্যবর্ণের স্থানে ই-কার হয়। উদাহরণ এই, 'হানাহানি', 'গালাগালি' ইত্যাদি।

অথ গুণবাচক॥ গুণবাচক শব্দের উত্তর চৌদ্দ বিভক্তি হয় না কিন্তু সেই ২ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে যখন বুঝায় তখন বিভক্তি হয়। উদাহরণ এই, 'সে ক্ষুদ্রের ধন নাই' ইত্যাদি। বান্‌বান্ত ৪১৫ শব্দেরা স্ত্রীলিঙ্গে '-বতী' হয়। উদাহরণ এই, 'রূপবতী', 'বুদ্ধিমতী' ইত্যাদি। গুণবাচক অ-কারান্ত শব্দ সকল স্ত্রীলিঙ্গেতে প্রায় আ-কারান্ত হয়। ব্যঞ্জনান্তের প্রায় সকল শব্দ এবং অ-কারান্ত ও ই-কারান্ত কতক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কারান্ত হয়। উদাহরণ

এই, 'বিভিন্না সুন্দরী' ইত্যাদি। 'নর্ত্তক', 'খনক', 'রজক' *
ব্যতিরিক্ত '-অক'-ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে '-অক'-ভাগ স্থা
'-ইকা' হয়। উদাহরণ এই, 'কারিকা', 'পাচিকা' ইত্যাদি।
পুংলিঙ্গে দীর্ঘ-ঈ-কারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে '-ইনী' হয়। উদাহরণ
এই, 'দয়াকারী' / 'দয়াকারিণী' ইত্যাদি। বিশেষণ শব্দের পর
দুই হইতে বড় বুঝিতে '-তর' হয় আর অনেক হইতে বড় বুঝিতে ৪২৫
'-তম' হয়। উদাহরণ এই, 'প্রিয়তর', 'প্রিয়তম' ইত্যাদি। দুই
হইতে বড় বুঝিতে শব্দের পূর্ব্বে 'আর' হয় এবং অনেক হইতে
বড় বুঝিতে শব্দের পূর্ব্বে 'অতি', 'অত্যন্ত' ইত্যাদি কথক [শব্দ]
হয়। উদাহরণ এই, 'আ[র] বড়', 'অতি বড়', 'অতিশয় বড়'
ইত্যাদি। দ্রব্যবাচক ও ভাববাচক শব্দের পর বিশেষণ শব্দ ৪৩০
করিতে '-ঈক', আর '-ঈ' হয়। -ঈক পরে পূর্ব্বের '-া' বৃদ্ধি
হয়। উদাহরণ এই, 'ধাম্মিক', 'আহ্নিক', 'ঐহিক', 'ধর্ম্মী',
'কর্ম্মী' ইত্যাদি।

কতগুলা দ্রব্যবাচক শব্দের পর বিশেষণ বুঝিতে '-আলু'
'-আল', '-ল' হয়। উদাহরণ এই, 'দয়ালু', 'দয়াল', 'রসাল', ৪৩৫
'শ্রীল' ইত্যাদি। কতগুলা শব্দের পরে বিশেষণ বুঝিতে '-বান্',
'-বন্ত', '-মান্', '-মন্ত' হয়। উদাহরণ এই, 'পুণ্যবান্', 'পুণ্যবন্ত',
'বুদ্ধিমান্', 'বুদ্ধিমন্ত' ইত্যাদি ॥

বিশেষণ বুঝিতে শব্দের পূর্ব্বে 'স-' হয়। উদাহরণ এই,
'সজীব', 'সকল', 'সাদর'। গুণের অভাব বুঝিতে শব্দের পূর্ব্বে ৪৪০
'নির-' হয় এবং ব্যঞ্জনাদি শব্দের পূর্ব্বে 'অ-' আর স্বরাদি শব্দের
পূর্ব্বে 'অন্-' হয়। উদাহরণ এই, 'নির্ভয়', 'নিরর্থক', 'অকারণ',
'অকস্মাৎ', 'অনর্থক', 'অনন্ত' ইত্যাদি। গুণের অভাব বুঝিতে
শব্দের যোগে '-হীন', '-বিহীন', '-রহিত', '-বর্জ্জিত', '-শূন্য'

ইত্যাদি হয়। উদাহরণ এই 'ধর্ম্মহীন', 'ধর্ম্মবিহীন', 'উত্তররহিত', ৪৪৫
'উত্তরবর্জ্জিত', 'নরশূন্য' ইত্যাদি॥

অনেক বুঝিতে কিম্বা তাহাতে নির্ম্মিত বুঝিতে শব্দের পর '-ময়' হয়। উদাহরণ এই, 'তেজোময়', 'কাষ্ঠময়', ইত্যাদি। কালবাচক শব্দের পর সেইকালে পাওয়া যায় ইত্যাদি অর্থ বুঝিতে '-ইক' হয় এবং পূর্ব্বের '-া' বৃদ্ধি হয়। উদাহরণ এই, ৪৫০
'মাসিক', 'বার্ষিক' ইত্যাদি॥ করা যাইতে উপযুক্ত এই অর্থ বুঝিতে সংস্কৃত ধাতুর পর '-তব্য', '-অনীয়', '-য়' হয়। উদাহরণ এই, 'কর্ত্তব্য', 'করণীয়', 'পোষ্য' ইত্যাদি। '-য়' পরেতে পূর্ব্বের 'া' কখন বৃদ্ধি হয় এবং না হয়; আর চান্ত ধাতুর অন্ত্য বর্ণ স্থানে 'ক' জান্ত ধাতুর অন্ত্যবর্ণের স্থানে 'গ' কখন ২ হয়। উদাহরণ ৪৫৫
এই, 'বাক্য', 'বাচ্য', 'ভোগ্য', 'ভোজ্য', 'জপ্য', 'জাপ্য' ইত্যাদি॥ কোন ধাতুর পরে '-ঈ' হয়, পূর্ব্বের '-া' কখন ২ বৃদ্ধি হয়। 'কারী', 'জয়ী', 'বাদী' ইত্যাদি। শব্দের পর বিশেষণ বুঝিতে '-অন্বিত' হয়। উদাহরণ এই, 'ভয়ান্বিত', 'রোষান্বিত' ইত্যাদি। তৎশী[ল] বিশিষ্ট বুঝিতে শব্দের পর '-শীল', '-শালি' ও '-আত্মা' ৪৬০
হয়। উদাহরণ এই, 'ক্ষমাশীল', 'ক্ষমাশালি' ইত্যাদি, 'ধর্ম্মাত্মা', 'পুণ্যাত্মা' ইত্যাদি। ইচ্ছা বুঝিতে শব্দের পর '-ইচ্ছুক', '-ইষ্ঠ', '-আবিষ্ট', '-অভীষ্ট' হয়। উদাহরণ এই, 'পাপেচ্ছুক', 'পাপিষ্ঠ', 'পাপাবিষ্ট', 'পাপাভীষ্ট' ইত্যাদি॥ তদ্বিবিশিষ্ট বুঝিতে শব্দের পর '-যুক্ত', '-যুত', '-যুক' হয়। উদাহরণ এই, 'শ্রীযুক্ত', 'শ্রীযুত', ৪৬৫
'শ্রীযুৎ', 'শ্রীযুক্' ইত্যাদি। তৎকরণক যোগ্যতা বুঝিতে শব্দের উত্তর '-কর', '-কারী', '-ঙ্কর', '-দায়ক', '-দায়ীদ' হয়। উদাহরণ এই, 'তেজস্কর', 'শব্দকারী', 'ভয়ঙ্কর', 'আনন্দদায়ক', 'আনন্দদায়ী', 'আনন্দদ' ইত্যাদি।

তৎকর্ম্মেতে নিপুণ বুঝিতে শব্দের পর '-যোগ্য', '-অই', '-শূর' ৪৭০
হয়। উদাহরণ এই, 'কর্ম্মযোগ্য', 'কর্ম্মই', 'কর্ম্মঠ', 'কর্ম্মশূর'
ইত্যাদি। গমন বিশিষ্ট বুঝিতে শব্দের পর '-গ', '-গামী' হয়।
উদাহরণ এই, 'অগ্রগামী' ইত্যাদি॥ তৎজ্ঞান বিশিষ্ট বুঝিতে
শব্দের পর '-জ্ঞ', '-জ্ঞতা' হয়। উদাহরণ এই, 'সর্ব্বজ্ঞ', 'সর্ব্ব-
জ্ঞতা' ইত্যাদি। তাহাতে গমন করে অর্থ বুঝিতে শব্দের পর ৪৭৫
'-চর' হয়। উদাহরণ এই, 'জলচর', 'ভূচর' ইত্যাদি॥ তাহাতে
থাকে এমন অর্থ বুঝিতে শব্দের পর '-স্থ', '-স্থিত' হয়। উদাহরণ
এই, 'সভাস্থ', 'হস্তস্থ', 'মধ্যস্থিত' ইত্যাদি। তাহাতে জন্মিয়াছে
কিম্বা তাহা হইতে জন্মিয়াছে এমন অর্থে শব্দের পর '-জ',
'-জাত' হয়। উদাহরণ এই, 'ক্রোধজ', 'প্রথমজাত' ইত্যাদি। ৪৮০
নষ্ট করিতে ক্ষমতা এমন অর্থ বুঝিতে শব্দের পর '-ঘ্ন' '-নাশী',
'-নাশক' হয়। উদাহরণ এই, 'পাপঘ্ন', 'সর্ব্বনাশী', 'সর্ব্বনাশক'
ইত্যাদি॥ উৎপন্ন করিতে ক্ষমতা হয় এমন অর্থ বুঝিতে শব্দের
পর '-জনক', '-আত্মক' হয়। উদাহরণ এই, 'আনন্দজনক',
'ভ্রমাত্মক' ইত্যাদি॥ কাহার কর্ত্তৃক দেয়া গিয়াছে এমন অর্থ ৪৮৫
বুঝিতে শব্দের পর '-দত্ত' হয়। উদাহরণ এই, 'দেবীদত্ত ফল'
ইত্যাদি॥ কহা গিয়াছে এমন অর্থ বুঝিতে শব্দের পর '-উক্ত'
হয়। উদাহরণ এই, 'পূর্ব্বোক্ত', 'বেদোক্ত' ইত্যাদি। কোন
দশাতে হওয়া এমন অর্থে শব্দের পর '-গ্রস্ত' হয়। উদাহরণ
এই, 'পাপগ্রস্ত', 'দুর্দশাগ্রস্ত' ইত্যাদি॥ তুল্য অর্থে শব্দের পর ৪৯০
'তুল্য', 'অনুযায়ী', 'অনুসারে', '-বৎ', '-রূপ' হয় এবং সেই
অর্থে শব্দের পূর্ব্বে '-সম' হয়। উদাহরণ এই, 'ঈশ্বর তুল্য'
'ঈশ্বরানুযায়ী', 'ঈশ্বরানুসারে', 'অগ্নিবৎ', 'জ্ঞানরূপ', 'সমজ্ঞান'
ইত্যাদি॥

অনেক অনুকরণ শব্দ বিশেষণ শব্দের মধ্যে গ্রাহ্য হয়। ৪৯৫
উদাহরণ এই, 'খড় ২', 'টল ২', 'টলমল', 'চকমক', 'ঝলমল',
'হাঁকাবাঁকা', 'এলোমেলো' ইত্যাদি।

যে ২ শব্দ প্রকরণে লেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে অনেক
শব্দ সমাসসাধ্য হয়, কিন্তু অতিশয় চলিত হওয়াতে ইহার মধ্যে
লেখা গিয়াছে ॥[২৫] ৫০০

অথ সর্ব্বনাম ॥ সর্ব্বনাম শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ
হয় এবং দ্রব্যবাচকের মত বিভক্ত্যন্ত হয়। ব্যক্তিবাচ[ক] যে
সর্ব্বনাম তাহার মধ্যে গৌরবোক্তি ও নীচোক্তি হয়। গৌরবোক্তি
এই, 'আমি', 'তুমি' এবং ব্যক্তির অসমক্ষার্থে 'তিনি', 'তিঁহ',
'সিনি'; সমক্ষার্থে 'ইনি', 'ঞিনি', 'ইহেঁ', 'ইহা'; সমক্ষ অথচ ৫০৫
কিয়দ্দূরস্থ এমন অর্থে 'উনি', 'উহেঁ', 'উহ', 'আপুনি'। নীচোক্তি
এই ২—'মুই', 'তুই', 'সে', 'এ', 'ঐ', 'ও'। 'তিনি'-র প্রতি-
বাক্য 'য়িনি' ও 'সে'-র প্রতিবাক্য 'য়ে'। 'আপুনি' আর কোন
শব্দ যোগে হয়। উদাহরণ এই, 'আমি আপুনি', 'তিনি আপুনি'
ইত্যাদি। প্রথম ব্যতিরেক 'আমি'-র আদেশে 'আমা-', 'তুমি'-র ৫১০
আদেশে 'তোমা-', 'তুই'-র আদেশে 'তো-', 'তিনি'-র আদেশে
'তেনা-', 'সিনি'-র আদেশে 'সেনা-', 'তিহ'-র আদেশে 'তাহা-',
'তিঁহ-র আদেশে 'তাঁহা-', 'ইনি'-র আদেশে 'ইনা-', ও 'ইহা-',
'উনি'-র আদেশে 'উনা-' ও 'উহা-', 'ইহা'-র আদেশে 'ইহা-'।
'ইহা'-র আদেশে 'ইহাঁ-', 'উহাঁ'-র আদেশে 'উহাঁ-' আর 'উহ'-র ৫১৫
আদেশে 'উহা-'। 'য়িনি'-র আদেশে' 'য়েনা-', আর 'যাহা-'
'আপনি'-র আদেশে 'আপনা-'। ইহার উদাহরণ এই,

আমি, আমাকে, আমরা, আমারদিগকে ॥ মুই, মোকে,
মোরা, মোরদিগকে ॥ তুই, তোকে, তোরা, তোরদিগকে ॥

তিনি, তেনাকে, তেনারা, তাহারা, তেনারদিগকে, তাহার- ৫২০
দিগকে ॥ তিহ, তাহাকে, তাহারা, তাহারদিগকে ॥ সিনি,
সেনাকে, সেনারা, সেনারদিগকে ॥ তিঁহ, তাহাকে, তাঁহারা,
তাঁহারদিগকে ॥ ইনি, ইনাকে, ইহাকে, ইনারা, ইহারা, ইনার-
দিগকে, ইহারদিগকে ॥ উনি, উনাকে, উনারা, উহারা, উনার-
দিগকে, উহারদিগকে ॥ ইহ, ইহাকে, ইহারা, ইহারদিগকে ॥ ইহঁ, ৫২৫
ইহাঁরা, ইহাঁরদিগকে ॥ উহঁ, উহাঁকে, উহাঁরা, উহাঁরদিগকে ॥
উহ, উহাকে, উহারা, উহারদিগকে ॥ য়িনি, য়িনাকে, য়েনারা ॥
যাহারা, যেনারদিগকে, যাহারদিগকে ॥ আপনি, আপনাকে,
আপ[না]রা, আপনারদিগকে ॥ ইত্যাদি ॥

যে সকল উদাহরণ দেওয়া গেল এই সকল উদাহরণ পুংলিঙ্গ ৫৩০
স্ত্রীলিঙ্গ ব্যতিরেকে হয় না। এখন যাহা লিখি সে তিন
লিঙ্গ হয় ॥

'এ'-র আদেশে 'ইহা-', 'ও'-র আদেশে 'উহা-', 'সে'-র
আদেশে 'তা-' এবং 'তাহা-', 'যে'-র আদেশে 'যা-' এবং 'যাহা-',
'কে'-র আদেশে 'কা-' এবং 'কাহা-', 'কেহ'-র আদেশে ৫৩৫
'কাহা-'।

এই সকল আদেশ প্রথমার একবচন ব্যতিরেক হয়।
ক্লীবলিঙ্গে প্রথমাতে 'কি', দ্বিতীয়াতে 'কাহাকো', তৃতীয়াতে
'কাহাকা', [ষষ্ঠীতে] 'কিস্'। পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের উদাহরণ এই।

	একবচন	বহুবচন	৫৪০
প্রথমা	সে	তাহারা	
দ্বিতীয়া	তাহাকে	তাহারদিগকে	
তৃতীয়া	তাহাতে	তাহারদিগেতে	
চতুর্থী	তাহারে	তাহারদিগেরে	

	[একবচন]	[বহুবচন]	৫৪৫
পঞ্চমী	তাহাতে/	তাহারদিগেতে/	
	তাহা হইতে	তাহারদিগ হইতে	
ষষ্ঠী	তাহার	তাহারদের/ [তাহার]দিগের	
সপ্তমী	তাহায়	তাহারদিগেতে	

এই সকল উদাহরণ '-হা-' ব্যতিরেকেও হয়। উদাহরণ এই, ৫৫০
'তাকে', 'তাতে', 'তারা'॥

ক্লীবলিঙ্গের উদাহরণ এই,

প্রথমা	সে	
দ্বিতীয়া	তাহাতা	
তৃতীয়া	তাহাতে/তাতে	৫৫৫
চতুর্থী	তাহাতে/তাতে	
পঞ্চমী	তাহাতে/তাহা হইতে/তাতে/তা হইতে	
ষষ্ঠী	তাহার/তার	
সপ্তমী	তাহায়/তাহাতে/তায়/তাতে	

এইরূপ 'এ', 'ও', 'যে', 'কে', 'কেহ'— এই সকলেরও ৫৬০
হবেক। ক্লীবলিঙ্গের 'কে'-র উদাহরণ।

প্রথমা 'কি'; দ্বিতীয়া 'কাহাকে'; তৃতীয়া 'কাহাতে', 'কাতে', 'কিসে', 'কিসেতে'; চতুর্থী 'কাহাতে', 'কাতে', 'কিসে', 'কিসেতে'; পঞ্চমী 'কাহাতে', 'কাতে', 'কাহা হইতে', 'কা হইতে', 'কিসে', 'কিসেতে'; ষষ্ঠী 'কাহার' 'কার', 'কিসের'; ৫৬৫
সপ্তমী 'কাহায়', 'কায়', 'কাহাতে', 'কাতে', 'কিসে'।

সর্ব্বনামের মধ্যে স্বাভাবিক বিশেষণ শব্দ এই, 'কোন কোন', 'কিঞ্চিৎ', 'কিছু', 'অন্য'— ইহার মধ্যে 'কোন কোন'

ইহার বিভক্তি হয় না; 'যে যে', 'যে কেহ', 'কোন কেহ'—
এই তিন শব্দের পর পদে বিভক্তি হয়॥ ৫৭০

অথ ক্রিয়ার বিবরণ॥ ভাববাচী যত অনন্ত শব্দ তাহারা ক্রিয়ার মূল হয় কিন্তু মূলের '-অন' ভাগের লোপ হয়।[২৬] ক্রিয়ার বিভক্তি পরেতে প্রেরণার্থ ক্রিয়ার মূলের স্বরের পরে ও অন্ত্য 'ন'-র পূর্ব্বে 'যা' হয়; ব্যঞ্জনের পরে অন্ত্য 'ন'-র পূর্ব্বে 'আ' হয়। ক্রিয়া-বিভক্তি পরেতে কেবল অন্ত্য 'ন'-র লোপ ৬৭৫
হয়। নীচোক্তি ও গৌরবোক্তি সর্ব্বনামের যোগে ক্রিয়ার বিশেষ হয়, কিন্তু একবচন ও বহুবচনের বিশেষ হয় না। উদাহরণ এই, 'তুমি কর', 'তুই করিস', 'তোমরা কর', 'তোরা করিস' ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদের কর্ত্তাবাচ্য ও কর্ম্মবাচ্য হয়। যখন কর্ত্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে তখন কর্ত্তৃবাচ্য। উদাহরণ এই, 'আমি করি'॥ ৫৮০
যেখানে কর্ত্তা কর্ত্তৃক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তখন কর্ম্মবাচ্য। উদাহরণ এই, 'সে দেখা যায়'।[২৭]

ক্রিয়াপদের এইরূপ আট প্রকার অর্থ।[২৮] স্বার্থ, আরম্ভার্থ, আশংসার্থ, অনুমত্যর্থ, নিমিত্তার্থ, ইচ্ছার্থ, শক্ত্যর্থ, অতিশয়ার্থ। যথাক্রমে উদাহরণ এই, 'আমি করি', 'আমি করিতে লাগি', ৫৮৫
'যদি আমি করি' এবং 'যদি আমি করিয়া থাকি', 'করুন', 'করিতে', 'আমি চাহি', 'আমি করিতে পারি', 'আমি করিয়া ফেলি'॥

ক্রিয়াতে আট প্রকার কাল।[২৯] তাহার মধ্যে বর্ত্তমান দুই প্রকার— নিত্যপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান ও শুদ্ধ বর্ত্তমান। অতীত কিম্বা ৫৯০
ভূত— ইহার পাঁচ প্রকার। অপরোক্ষভূত, অদ্যতনভূত, শুদ্ধভূত, অদ্যতনানদ্যতনভূত, অনদ্যতনভূত। ভবিষ্যত এক প্রকার।

নিত্যপ্রবৃত্তি বর্ত্তমানে গৌরবোক্তিতে প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার

অন্তে '-ই' হয়। দ্বিতীয় পুরুষের '-অ' এবং '-ও' হয়, তৃতীয় পুরুষে '-এন' হয়। নীচোক্তিতে প্রথম পুরুষে '-ই', দ্বিতীয় ৫৯৫ পুরুষে '-ইস', তৃতীয় পুরুষে '-এ' হয়। 'আমি করি', 'তুমি কর', 'তিনি করেন'। 'মুই করি', 'তুই করিস', 'সে করে'॥

অপরোক্ষভূতে গৌরবোক্তিতে '-ইতাম', '-ইতা', '-ইতেন' হয়; এবং নীচোক্তিতে '-ইতাম', '-ইতিস', 'ইতো' হয়। উদাহরণ এই, ৬০০

'আমি করিতাম', 'তুমি করিতা', 'তিনি করিতেন'। 'মুই করিতাম', 'তুই করিতিস', 'সে করিতো'।

অদ্যতনভূতকালে গৌরবোক্তিতে ক্রিয়ার অন্তে '-ইলাম', '-ইলা', '-ইলেন' হয়। এবং নীচোক্তিতে '-ইলাম', '-ইলু', '-ইলি', '-ইল' কিম্বা '-ইলেক' হয়। উদাহরণ এই, 'আমি ৬০৫ করিলাম', 'তুমি করিলা', 'তিনি করিলেন'। 'মুই করিলাম' কিম্বা 'করিলু', 'তুই করিলি', 'সে করিল' কিম্বা 'করিলেক'।

ভবিষ্যৎকালে গৌরবোক্তিতে ক্রিয়ার অন্তে '-ইব' কিম্বা '-ইলু', '-ইবা', '-ইবেন' হয়। নীচোক্তিতে ক্রিয়ার অন্তে '-ইব' কিম্বা '-ইলু', '-ইবি', '-ইবে' কিম্বা '-ইবেক' হয়। উদাহরণ এই, ৬১০ 'আমি করিব' কিম্বা 'করিলু', 'তুমি করিবা', 'তিনি করিবেন'। 'মুই করিব' কিম্বা 'করিলু', 'তুই করিবি', 'সে করিবে' কিম্বা 'করিবেক'॥[৩০]

নিমিত্তার্থে ক্রিয়ার অন্তে '-ইতে' হয়। উদাহরণ এই, 'করিতে'॥ অবাক্যসমাপক ক্রিয়াতে বর্ত্তমানকালেতে ক্রিয়ার ৬১৫ অন্তে '-ইতে', '-অত' হয়। উদাহরণ এই, 'করিতে', 'করত'॥ অব্যয়স্বরূপ অবাক্যসমাপক ক্রিয়ার অন্তে '-ইয়া', '-ইলে' হয়। উদাহরণ এই, 'করিয়া', 'করিলে'॥

অবর্ত্তমানকালীন অবাক্যসমাপক ক্রিয়ার অন্তে 'আছে' ইত্যাদি হয়। ইহাতে শুদ্ধ বর্ত্তমান ও শুদ্ধভূত কালবাচী ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়। উদাহরণ এই, 'আমি করিতেছি', 'আমি করিতেছিলাম'॥

অব্যয়স্বরূপ অবাক্যসমাপক '-ইয়া' ভাগান্ত ক্রিয়াপদের অন্তে 'আছি' ইত্যাদি হয়, তাহাতে অদ্যতনানদ্যতন কালবাচী ও অনদ্যতনভূত কালবাচী ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়। উদাহরণ এই, 'আমি করিয়াছি' ও 'আমি করিয়াছিলাম' ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত এই বিধি সকলেতে এই ২ প্রত্যয় হয়॥

স্বার্থ

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান্[৩১]

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
প্রথম	-ই	-ই
দ্বিতীয়	-অ/-ও	-ইস
তৃতীয়	-এন, -ন	-এ/-য়

শুদ্ধ বর্ত্তমান

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
প্রথম	-ইতেছি	-ইতেছি
দ্বিতীয়	-ইতেছ	-ইতেছিস
তৃতীয়	-ইতেছেন	-ইতেছে

অপরোক্ষভূত

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
প্রথম	-ইতাম	-ইতাম
দ্বিতীয়	-ইতা	-ইতিস
তৃতীয়	-ইতেন	-ইত

অদ্যতনভূত

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি	৬৪৫
প্রথম	-ইলাম/-ইলু	-ইলাম/-ইলু	
দ্বিতীয়	-ইলা	-ইলি	
তৃতীয়	-ইলেন	-ইল/-ইলেক	

শুদ্ধভূত

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি	৬৫০
প্রথম	-ইতেছিলাম/	-ইতেছিলাম/	
	-ইতেছিলু	-ইতেছিলু	
দ্বিতীয়	-ইতেছিলা	-ইতেছিলি	
তৃতীয়	-ইতেছিলেন	-ইতেছিল/	
		-ইতেছিলেক	৬৫৫

অদ্যতনানদ্যতনভূত

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি	
প্রথম	-ইয়াছি	-ইয়াছি	
দ্বিতীয়	-ইয়াছ	-ইয়াছিস	
তৃতীয়	-ইয়াছেন	-ইয়াছে	৬৬০

অনদ্যতনভূ[ত]

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি	
প্রথম	-ইয়াছিলাম/-ইয়াছিলুঁ	-ইয়াছিলাম/-ইয়াছিলু	
দ্বিতীয়	-ইয়াছিলা	-ইয়াছিলি	
তৃতীয়	-ইয়াছিলেন	-ইয়াছিল/-ইয়াছিলেক	৬৬৫

ভবিষ্যৎ

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি	
প্রথম	-ইব	-ইলুঁ/-লু	
দ্বিতীয়	-ইবা	-ইবি	
তৃতীয়	-ইবেন	-ইবে/-ইবেক	৬৭০

অনুমত্যর্থ

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি	
প্রথম	—	—	
দ্বিতীয়	-অহ/-অ, -হ, -ও	-ইস	
তৃতীয়	-উন	-উক	৬৭৫

অনুমত্যর্থ প্রথম পুরুষের প্রয়োগ নাই।

আশংসার্থ বর্ত্তমান[৩২]

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি	
প্রথম	-ই	-ই	
দ্বিতীয়	-অ/-ও	-ইস	৬৮০
তৃতীয়	-এন/-ন	-এ/-য়	

ভূত

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি	
প্রথম	-ইতাম	-ইতাম	
দ্বিতীয়	-ইতা	-ইতিস/-ইতি	৬৮৫
তৃতীয়	-ইতেন	-ইত	

নিমিত্তার্থে '-ইতে'।

অবাক্যসমাপক বর্ত্তমানকালে '-ত', '-ইতে' অব্যয়স্বরূপ '-ইয়া', '-য়া', '-ই', '-এ', '-ইলে'। কর্ম্মবাচ্যে '-ত', '-ইত', '-ন', ভাবে '-ইবা'— এই সকল বিভক্তির পূর্ব্বে যে 'ই' তাহার কখন ২ স্বর পরে থাকিলে লোপ হয়। আর, শুদ্ধ বর্ত্তমান প্রত্যয় স্থানে কখন ২ '-ইচ্ছি', '-ইচ্ছ', '-ইচ্ছেন', '-ইচ্ছি', '-ইচ্ছিস', '-ইচ্ছে' হয়। অবাক্যসমাপক বর্ত্তমানকালীন সংস্কৃত ক্রিয়াপদ বাঙ্গালা ভাষাতেও কখন ২ চলিত হয়। পদের নিষ্ঠান্ত এই ২ রূপ কোন ২ ধাতুর পরে '-য' হয়; কোন ২ ধাতুর উ[ত্ত]র '-অ' হয়। কোন ধাতুর পরে কখন ২ '-ত' হয়। আর কখন ২ '-মান' হয়। উদাহরণ এই, 'জীবৎ', 'ম্রিয়মান'। অবাক্যসমাপক ক্রিয়াপদের কর্ম্মবাচ্যে কোন ২ ধাতুর উত্তরে '-ত', '-ইত', '-ন' হয়। উদাহরণ এই, 'হিত' 'নিয়মিত', 'ক্ষীণ', 'দীন' ইত্যাদি। ৬৯০ ৬৯৫

স্বার্থ [নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান] ৭০০

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
প্রথম	আমি আছি	মুই আছি
দ্বিতীয়	তুমি আছ	তুই আছিস
তৃতীয়	তিনি আছেন	সে আছে

অনদ্যতনভূত ৭০৫

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
প্রথম	আমি আছিলাম/ ছিলাম/ছিলুঁ	মুই আছিলাম/ ছিলাম/ছিলুঁ
দ্বিতীয়	তুমি আছিলা/ছিলা	তুই আছিলি/ছিলি
তৃতীয়	তিনি আছিলেন/ছিলেন	সে আছিল/ছিল ৭১০

স্বার্থ

'করণ' [ক্রিয়া]

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি	
প্রথম	আমি করি	[মুই করি]	৭১৫
দ্বিতীয়	তুমি কর	[তুই করিস]	
তৃতীয়	তিনি করেন	[সে করে]	

শুদ্ধ বর্ত্তমান

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি	
প্রথম	আমি করিতেছি	মুই করিতেছি	৭২০
দ্বিতীয়	তুমি করিতেছ	তুই করিতেছিস	
তৃতীয়	তিনি করিতেছেন	সে করিতেছে	

অপরোক্ষভূত

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি	
প্রথম	আমি করিতাম	মুই করিতাম	৭২৫
দ্বিতীয়	তুমি করিতা	তুই করিতিস	
তৃতীয়	তিনি করিতেন	সে করিত	

অদ্যতনভূত[৩৩]

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি	
প্রথম	আমি করিতাম/করিলুঁ	মুই করিলাম/করিলুঁ	৭৩০
দ্বিতীয়	তুমি করিতা	তুই করিলি	
তৃতীয়	তিনি কিরতেন	সে করিল/করিলেক	

শুদ্ধভূত

প্রথম	আমি করিতেছিলাম	মুই করিতেছিলাম	
দ্বিতীয়	তুমি করিতেছিলা	তুই করিতেছিলি	৭৩৫
তৃতীয়	তিনি করিতেছিলেন	সে করিতেছিল	

অদ্যতনানদ্যতনভূত

প্রথম	আমি করিয়াছি	মুই করিয়াছি	
দ্বিতীয়	তুমি করিয়াছ	তুই করিয়াছিস	
তৃতীয়	তিনি করিয়াছেন	সে করিয়াছে	৭৪০

[অনদ্যনভূত]

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি	
প্রথম	আমি ক[রি]য়াছিলাম	মুই করিয়াছিলাম/ ছিলুঁ	
দ্বিতীয়	তুমি করিয়াছিলা	তুই করিয়াছিলি	৭৪৫
তৃতীয়	তিনি করিয়াছিলেন	সে করিয়াছিল	

ভবিষ্যত

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি	
প্রথম	আমি করিব/করিমুঁ	মুই করিব/করিমুঁ	
দ্বিতীয়	তুমি করিবা	তুই করিবি	৭৫০
তৃতীয়	তিনি করিবেন	সে করিবে/করিবেক	

[অনুমত্যর্থ]

প্রথম	—	—	
দ্বিতীয়	করহ/কর/করিও	কর/করিস	
তৃতীয়	করুন	করুক	৭৫৫

অনুমত্যর্থ প্রথম পুরুষের প্রয়োগ নাই।

আশংসার্থে বর্ত্তমান

	[গৌরবোক্তি]	[নীচোক্তি]	
[প্রথম]	যদি আমি করি	যদি মুই করি	
[দ্বিতীয়]	যদি তুমি কর	যদি তুই করিস	৭৬০
[তৃতীয়]	যদি তিনি করেন	যদি সে করে	

ভূত

প্রথম	আমি যদি করিতাম	যদি মুই করিতাম	
দ্বিতীয়	যদি তুমি করিতা	যদি তুই করিতিস/ করিতি	৭৬৫
তৃতীয়	যদি তিনি করিতেন	যদি সে করিত	

ভবিষ্যত

প্রথম	যদি আমি করিব	যদি মুই করিব	
দ্বিতীয়	যদি তুমি করিবা	যদি তুই করিবি	
তৃতীয়	যদি তিনি করিবেন	যদি সে করিবে	৭৭০

আশংসার্থে অবাক্যসমাপক '-ইয়া' ভাগান্ত অব্যয়স্বরূপ ক্রিয়াপদের উত্তর 'থাকন' হয়। উদাহরণ [এই], 'যদি আমি করিয়া থাকি', 'যদি তুমি করিয়া থাক', 'যদি তিনি করিয়া থাকেন' ইত্যাদি সকল কালেতে হয়। অতিশয়ার্থে অবাক্য-সমাপক '-ইয়া' ভাগান্ত অব্যয়স্বরূপ ক্রিয়াপদের উত্তরে ৭৭৫
'ফেলন'-এর প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'আমি করিয়া ফেলি', 'তুমি করিয়া ফেল', 'তিনি করিয়া ফেলেন' ইত্যাদি সকল কালেতে হয়। অকর্ম্মক ক্রিয়াপদের ও সকর্ম্মক কোনো কোনো

ক্রিয়াপদের উত্তরে 'ফেলন'-এর প্রয়োগ হয় না। আরম্ভার্থে, নিমিত্তার্থে ক্রিয়াপদের উত্তরে 'লাগন'-এর প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'আমি করিতে লাগি', 'তুমি করিতে লাগ', 'তিনি করিতে লাগেন' ইত্যাদি সর্ব্বকালে হয়। শক্ত্যর্থে, নিমিত্তার্থে ক্রিয়াপদের উত্তর 'পারন'-এর প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'আমি করিতে পারি', 'তুমি করিতে পার', 'তিনি করিতে পারেন' ইত্যাদি সর্ব্বকালে হয়। ইচ্ছার্থে, নিমিত্তার্থে ক্রিয়াপদের উত্তরে 'চাহন'-এর প্রয়োগ হয়। [উদাহরণ এই,] 'আমি করিতে চাহি', 'তুমি করিতে চাহ', 'তিনি করিতে চাহেন' ইত্যাদি সর্ব্বকালে হয়। নিমিত্তার্থে 'করিতে' হয়। অবাক্য-সমাপক বর্ত্তমানকালীন 'করিতে', 'করত', 'করিতে করিতে' [হয়]॥ অব্যয়স্বরূপ অবাক্যসমাপক 'করিয়া', 'করি', 'কর্য্যা', 'করে', 'করিলে'। কর্ম্মবাচ্য কৃত ভাবার্থ 'করিবা'॥

'হওন'

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
প্রথম	আমি হই	মুই হই
দ্বিতীয়	তুমি হও	তুই হইস
তৃতীয়	তিনি হন্	সে হয়

শুদ্ধ বর্ত্তমান

প্রথম	আমি হইতেছি	মুই হইতেছি
দ্বিতীয়	তুমি হইতেছ	তুই হইতেছিস
তৃতীয়	তিনি হইতেছেন	সে হইতেছে

অপরোক্ষভূত

প্রথম	আমি হইতাম	মুই হইতাম
দ্বিতীয়	তুমি হইতা	তুই হইতিস
তৃতীয়	তিনি হইতেন	সে হইত

৮০৫

অদ্যতনভূত

প্রথম	আমি হইলাম	মুই হইলাম/হইলুঁ
দ্বিতীয়	তুমি হইলা	তুই হইলি
তৃতীয়	তিনি হইলেন	সে হইল/হইলেক

শুদ্ধভূত

৮১০

প্রথম	আমি হইতেছিলাম/ হইতেছিলুঁ	মুই হইতেছিলাম/ হইতেছিলুঁ
দ্বিতীয়	তুমি হইতেছিলা	তুই হইতেছিলি
তৃতীয়	তিনি হইতেছিলেন	সে হইতেছিল/ হইতেছিলেক

৮১৫

অদ্যতনানদ্যতনভূত

প্রথম	আমি হইয়াছি	মুই হইয়াছি
দ্বিতীয়	তুমি হইয়াছ	তুই হইয়াছিস
তৃতীয়	তিনি হইয়াছেন	সে হইয়াছে

অদ্যতনভূত

৮২০

প্রথম	আমি হইয়াছিলাম/ ছিলুঁ	মুই হইয়াছিলাম/ ছিলুঁ
দ্বিতীয়	তুমি হইয়াছিলা	তুই হইয়াছিলি
তৃতীয়	তিনি হইয়াছিলেন	সে হইয়াছিল/ছিলেক

ভবিষ্যত ৮২৫

প্রথম	আমি হইব/হব	মুই হব/হলু/হইলুঁ
দ্বিতীয়	তুমি হইবা	তুই হইবি
তৃতীয়	তিনি হইবেন	সে হইবে/হবেক

অনুমত্যর্থ

প্রথম	—	—	৮৩০
দ্বিতীয়	হও/হইও	হও/হইস	
তৃতীয়	হউন/হোন	হউক্/হউক	

আশংসার্থে বর্ত্তমান

প্রথম	যদি আমি হই	যদি মুই হই	
দ্বিতীয়	যদি তুমি হও	যদি তুই হইস	৮৩৫
তৃতীয়	যদি তিনি হন	যদি সে হয়	

আশংসার্থে ভূত

প্রথম	যদি আমি হইতাম	যদি মুই হইতাম	
দ্বিতীয়	যদি তুমি হইতা	যদি তুই হইতিস	৮৪০
ততীয়	যদি তিনি হইতেন	যদি সে হইত	

আশংসার্থে ভবিষ্যত

প্রথম	যদি আমি হইব	যদি মুই হইব	
দ্বিতীয়	যদি তুমি হইবা	যদি তুই হইবি	
তৃতীয়	যদি তিনি হইবেন	যদি সে হইবে	৮৪৫

আশংসার্থে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানে 'থাকন'-এর প্রয়োগ

প্রথম	যদি আমি হইয়া থাকি
দ্বিতীয়	যদি তুমি হইয়া থাক
তৃতীয়	যদি তিনি হইয়া থাকেন

আরম্ভার্থে, শক্ত্যর্থে 'করণ'-এর মত প্রয়োগ হয়, নিমিত্তার্থে ৮৫০ 'হইতে'। অবাক্যসমাপক ক্রিয়া বর্ত্তমানকালীন 'হইতে', 'হওত', 'হইতে হইতে'। অব্যয়স্বরূপ 'হইয়া', 'হই', 'হইলে' কর্ম্মবাচ্য-ভূতভাবার্থ 'হইবা'॥

অথ প্রেরণার্থ[৩৪] ॥ 'করান'

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান ৮৫৫

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
প্রথম	আমি করাই	মুই করাই
দ্বিতীয়	তুমি করাও	তুই করাইস
তৃতীয়	তিনি করান্/করাএন	সে করায়

শুদ্ধ বর্ত্তমান ৮৬০

প্রথম	আমি করাইতেছি	মুই করাইতেছি
দ্বিতীয়	তুমি করাইতেছ	তুই করাইতেছিস
তৃতীয়	তিনি করাইতেছেন	সে করাইতেছে

অপরোক্ষভূত

প্রথম	আমি করাইতাম	মুই করাইতাম	৮৬৫
দ্বিতীয়	তুমি করাইতা	তুই করাইতিস	
তৃতীয়	তিনি করাইতেন	সে করাইত	

অদ্যতনভূত

প্রথম	আমি করাইলাম/ করাইলুঁ	মুই করাইলাম/ করাইলুঁ	৮৭০
দ্বিতীয়	তুমি করাইলা	তুই করাইলি	
তৃতীয়	তিনি করাইলেন	সে করাইল/করাইলেক	

শুদ্ধভূত

প্রথম	আমি করাইতেছিলাম/ ছিলুঁ	মুই করাইতেছিলাম/ ছিলুঁ	৮৭৫
দ্বিতীয়	তুমি করাইতেছিলা	তুই করাইতেছিলি	
তৃতীয়	তিনি করাইতেছিলেন	সে করাইতেছিল/ছিলেক	

অদ্যতনানদ্যতনভূত

প্রথম	আমি করাইয়াছি	মুই করাইয়াছি	
দ্বিতীয়	তুমি করাইয়াছ	তুই করাইয়াছিস	৮৮০
তৃতীয়	তিনি করাইয়াছেন	সে করাইয়াছে	

অনদ্যতনভূত

প্রথম	আমি করাইয়াছিলাম/ ছিলুঁ	মুই করাইয়াছিলাম/ ছিলুঁ	
দ্বিতীয়	তুমি করাইয়াছিলা	তুই করাইয়াছিলি	৮৮৫
তৃতীয়	তিনি করাইয়াছিলেন	সে করাইয়াছিল/ছিলেক	

ভবিষ্যত

প্রথম	আমি করাইব/করাব/ করামু	মুই করাইব/করাব/ করামুঁ	৮৯০
দ্বিতীয়	তুমি করাইবা/করাবা	তুই করাইবি/করাবি	
তৃতীয়	তিনি করাইবেন/করাবেন	সে করাইবে/করাবে	

অনুমত্যর্থ

প্রথম	—	—	
দ্বিতীয়	করাও	করাও	৮৯৫
তৃতীয়	করাউন	করাউক	

আশংসার্থ বর্ত্তমান

প্রথম	যদি আমি করাই	যদি মুই করাই	
দ্বিতীয়	যদি তুমি করাও	যদি তুই করাইস	
তৃতীয়	যদি তিনি করান্/ করাএন	যদি সে করাএ/করায়	৯০০

আশংসার্থ ভূত

প্রথম	যদি আমি করাইতাম	যদি মুই করাইতাম	
দ্বিতীয়	যদি তুমি করাইতা	যদি তুই করাইতিস	
তৃতীয়	যদি তিনি করাইতেন	যদি সে করাইত	৯০৫

আশংসার্থ ভবিষ্যৎ

প্রথম	যদি আমি করাইব	যদি মুই করাইব	
দ্বিতীয়	যদি তুমি করাইবা	যদি তুই করাইবি	
তৃতীয়	যদি তিনি করাইবেন	যদি সে করাইবে/ করাইবেক	৯১০

আশংসার্থ ভূত 'থাকন'-এর প্রয়োগ হয়॥

প্রথম	যদি আমি করাইয়া থাকি	যদি মুই করাইয়া থাকি	
দ্বিতীয়	যদি তুমি করাইয়া থাক	যদি তুই করাইয়া থাকিস	
তৃতীয়	যদি তিনি করাইয়া থাকেন	যদি সে করাইয়া থাকে	৯১৫

এই মত আরম্ভার্থ, শক্ত্যর্থ, ইচ্ছার্থাদির হয়। নিমিত্তার্থ 'করাইতে'। অবাক্যসমাপক বর্ত্তমানকালে 'করাইতে' অব্যয়স্বরূপ 'করাই', 'করাইয়া', 'করাইলে'। প্রেরণার্থ অবাক্যসমাপক কর্ম্মবাচ্যে '-ন' ; উদাহরণ, 'করান্', ভাবার্থ 'করাইবা'।

অকর্ম্মক ক্রিয়া যখন সকর্ম্মক হয় তখন প্রেরণার্থ ; উদাহরণ ৯২০
এই, 'শস্য শুকে', 'সূর্য শস্য শুকায়'। 'সে পুড়ে', 'অগ্নি তাহাকে পোড়ায়'। স্বার্থ ক্রিয়া-পদের 'অন'-ভাগের পূর্ব্বে যে স্বর সে যদি 'ই' হয় তবে প্রেরণে কখন ২ 'এ' হয়। 'পিষণ', 'পেষাণ', 'ধুয়ন', 'ধোয়ান'।

আবশ্যকার্থে নিমিত্তার্থ ক্রিয়াপদের পর 'হওন'-এর প্রয়োগ ৯২৫
হয় তাহার দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত যোগ হয়। ভূতকাল। 'আমাকে যাইতে হইল', 'তোমাকে যাইতে হইল', 'তাহাকে যাইতে হইল'। ভবিষ্যত। 'আমাকে যাইতে হইবে', 'তোমাকে যাইতে হইবে', 'তাহাকে যাইতে হইবে' ইত্যাদি। কখন ২ অনদ্যতনভূতেরও প্রয়োগ হয়। উদাহরণ, 'আমাকে যাইতে ৯৩০
হইয়াছিল' ইত্যাদি।

অথ নঞ্পূর্ব্বক ক্রিয়ার প্রয়োগ। নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান ও শুদ্ধ বর্ত্তমান ও পরোক্ষভূত ও ভবিষ্যত— এই সকল কালের ক্রিয়াপদের উত্তরে 'না' হয়। উদাহরণ এই, 'আমি করি না', 'আমি করিতেছি না', 'আমি করিতাম না', 'আমি করিব না' ৯৩৫
ইত্যাদি। ভূতকালে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানকালের ক্রিয়াপদের পরে 'নাই' হয়। উদাহরণ এই, 'আমি করি নাই', 'তুমি কর নাই', 'তিনি করেন নাই', 'মুই করি নাই', 'তুই করিস নাই', 'সে করে নাই' ইত্যাদি॥ কখন ২ অদ্যতনভূত ও অনদ্যতনভূত-কালের ক্রিয়াপদের 'না' হয়। উদাহরণ এই, 'আমি করিলাম ৯৪০

না', 'আমি করিয়াছিলাম না' ইত্যাদি। নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান-কালে 'হওন' ও 'নঞ' একপদ হয়। উদাহরণ এই, 'আমি নয়ি', 'আমি নহি', 'তুমি নও/নহ' 'তিনি নন/নহেন', 'মুই নয়ি/নহি', 'তুই নয়িস/নহিস', 'সে নয়/নহে'। এবং অবাক্যসমাপক বর্ত্তমানকালীন হইলে যে ক্রিয়াপদ তাহার পূর্ব্বে যদি নঞ হয় তবে 'নইলে' পদ হয়। উদাহরণ এই, 'সে নইলে হয়' ইত্যাদি॥

ক্রিয়াপদের 'অন'-ভাগের পূর্ব্বে যদি 'উ' হয় তবে সে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানের দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষে 'ও' হয়। উদাহরণ এই, 'তুমি থোও', 'সে থোয়' ইত্যাদি। নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানের তৃতীয় পুরুষ ব্যতিরেকে 'দেওন'-এর এ-কার স্থানে ই-কার হয়। উদাহরণ এই, 'আমি দি', 'তিনি দেন' ইত্যাদি॥

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান ব্যতিরেকে 'আইসন'-এর ই-কারের লোপ[৩৫] হয় আর অদ্যতনভূতকালে[৩৬] অ-কারের লোপ বিকল্পে হয়। উদাহরণ এই, 'আমি আসিয়াছি', 'আমি আইলাম, 'আমি আসিলাম' ইত্যাদি।

'অন'-ভাগের পূর্ব্বে ক্রিয়াপদের 'রওন' তাহাদের 'অর' ও 'অন'-ভাগ স্থানে পাঁচালিতে অদ্যতনভূতকালে কখন ২ 'ঐ' হয়। উদাহরণ এই, 'কৈলাস', 'বৈলাম', 'মৈলাম'। আর না 'পারন'-এর স্থলে কখন 'নারন'-এর প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'আমি নারি', 'তুমি নার', 'তিনি নারেন' ইত্যাদি।

অদ্যতনভূতকালে 'যাওন' যে ক্রিয়াপদ তাহার 'যা'-ভাগ স্থানে 'গে' হয়; আর অদ্যতনানদ্যতন এবং অনদ্যতনভূতকালে 'গি' হয়। উদাহরণ এই, 'গেলা', 'গিয়াছি', 'গিয়াছিলাম' ইত্যাদি। আর অনুমত্যর্থে নীচোক্তিতে দ্বিতীয় পুরুষে 'যা' হয়।

উদাহরণ এই, 'তুই যা'। অবাক্যসমাপক অব্যয়স্বরূপ পদের ৯৬৫
'যাইয়া' এবং 'গিয়া' হয়।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান ক্রিয়াপদের ন্যায় 'বট' শব্দের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'আমি বটি', 'তুমি বট', 'তিনি বটেন', 'মুই বটি', 'তুই বটিস', 'সে বটে'।

অথ কর্ম্মবাচ্য। কর্ম্মবাচ্যে দুই প্রকার প্রয়োগ হয়। প্রথম, ৯৭০
এই ধাত্বর্থ ভাবেতে যে আ-কারান্ত ক্রিয়াপদ তাহার উত্তরে 'যাওন'-এর প্রয়োগ হয়; দ্বিতীয়, অবাক্যসমাপক কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়াপদের উত্তরে 'হওন'-এর প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'আমি করা যাই', কিম্বা 'কৃত হই', 'তুমি করা যাও' কিম্বা 'কৃত হও', 'তিনি করা যান' কিম্বা 'কৃত হন' ইত্যাদি সকল কালে ও ৯৭৫
সকল অর্থে হয়।[৩৭]

ভাববাচ্যের ক্রিয়া কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়ার কেবল তৃতীয় পুরুষের ন্যায়। উদাহরণ এই, 'করা যাইবে'।

কর্ত্তার স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিশেষ কাল নিরূপণ না করিয়া যখন কহা যায় তখন নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান হয়। উদাহরণ এই, ৯৮০
'পক্ষিরা উড়ে', 'পণ্ডিতেরা বিচার করে' ইত্যাদি। স্বমনস্থের পর গোচরীকরণ বাক্যস্থলে এবং স্বীকার বাক্যস্থলে ভবিষ্যতকালে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানকালীন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'তুমি আইস' এমন এমন প্রশ্নের উত্তর 'আমি যাই', 'তুমি বাড়ি যাইবা', 'আমরা বাড়িতে যাই' ইত্যাদি। ৯৮৫

কর্ত্তা যখন কোন ২ ক্রিয়াতে তৎকালে প্রবৃত্ত কিম্বা সে কার্যে প্রস্তুত থাকেন তখন সেই স্থানে শুদ্ধ বর্ত্তমানের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'আমি বিচার করিতেছি' ইত্যাদি।

কর্ত্তা পূর্ব্বকালে যে ক্রিয়া করিত তাহার বিশেষ কাল

নিরূপণ না করিয়া যদি সে ক্রিয়ার বিষয় বলে তবে অপরোক্ষ- ৯৯০
ভূতকালের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'আমি পাঠশালায়
বিদ্যা অভ্যাস করিতাম' এবং 'একাসনে নবরাত্রি বসিত বহু
প্রকারে সাধন ভজন করিত' ইত্যাদি।

যে স্থানে বক্তার ক্রিয়া সিদ্ধির অংশে তাৎপর্য্য না থাকে
কিন্তু কেবল বিশেষ কালাবধারণ মাত্রাংশেই তাৎপর্য্য থাকে সেই ৯৯৫
স্থলে অদ্যতনভূতকালীন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ
এই, 'আমি কল্য বাটী আইলাম' ইত্যাদি।

যে স্থলে বক্তার বিশেষ কালাবধারণে তাৎপর্য্য না থাকে
কিন্তু ক্রিয়াসিদ্ধি মাত্রাংশেই তাৎপর্য্য থাকে সেই স্থলে
অদ্যতনানদ্যতনভূতকালীন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ ১০০০
এই, 'আমি তাহাকে সে বিষয় কহিয়াছি' ইত্যাদি।

মনেতে নিরূপিত কিম্বা বাক্যেতে কথিত কোন বিষয়ের
পূর্ব্বকালীন কোন ২ ক্রিয়ার বিশয় যদি কহা যায় তবে
অনদ্যতনভূতকালীন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'তিনি
তাহাদের বড় দুঃখ দিয়াছেন আমি দেখিয়াছিলাম' ইত্যাদি। ১০০৫

যে বিষয় হইবে এমত অর্থ যেখানে জানা যায় সেখানে
ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই,
'ভাদ্রমাসে বৃষ্টি হইবে' ইত্যাদি। সম্ভ্রমস্থলে অনুমত্যর্থ পদস্থলে
ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই,
'মহাশয় সহসা এমত করিবেন না আপনি এই মূর্খ চাকরের ১০১০
কথায় আস্থা করিবেন না' ইত্যাদি। কখন ২ অনুমতি স্থলে
নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানকালীন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ
এই, 'মহাশয় তাহাকে এক লিখন আমার তরে লেখেন' ইত্যাদি।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান ও অপরোক্ষভূত ও ভবিষ্যতকালীন

ক্রিয়াপদ-যুক্ত বাক্যের 'যদি-বাচক' কিম্বা 'তবে-বাচক' শব্দের সহিত যদি যোগ থাকে তবে তাহাতে আশংসার্থ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয়। আর ভূতকালে বাক্য প্রতিবাক্য এককালীন ক্রিয়াপদেতে যুক্ত হয়, আর বর্ত্তমানকালীন যদি বাক্য হয় তবে ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়াপদযুক্ত প্রতিবাক্য হয়, আর যদি ভবিষ্যতকালীন বাক্য হয় তবে প্রতিবাক্যও ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়াপদযুক্ত হয়। কখন ২ বাক্য-প্রতিবাক্য দুই বর্ত্তমান-কালীন ক্রিয়াপদযুক্ত হয়। উদাহরণ এই, 'যদি তুমি আমাকে সে বিষয় কহিতা 'তবে' আমি তাহা 'সিদ্ধ' করিতাম।' 'যদি সে জন অকৃতজ্ঞ হয় তবে আমি তাহার উপকার করিব না।' 'তুমি যদি যাইবা তবে পাবা।' 'আমি যদি মূক হই তবে তুমি আমার নিকট কেন থাক।' তবে 'থাকন'-যুক্ত আশংসার্থ যে ক্রিয়াপদ সে যদি 'তবে' শব্দ ব্যতিরিক্ত 'যদি' প্রযুক্ত হয় তবে সে ভবিষ্যত-কালীন হইয়া সম্ভাবনার্থ বাক্য হয়। উদাহরণ এই, 'সে যাইয়া থাকিবে', 'সে আসিয়া থাকিবে' ইত্যাদি।

যেখানে নিঃশেষরূপে ক্রিয়া বলা যায় সেখানে অতিশয়ার্থ হয়। উদাহরণ এই, 'আমি খাইয়া ফেলি', 'আমি মারিয়া ফেলি' ইত্যাদি। নিমিত্তার্থ ক্রিয়াপদের উত্তর 'পাওন'-এর প্রয়োগ হইলে প্রাপ্নর্থ হয়। উদাহরণ এই, 'আমি শুনিতে পাইয়াছি' ইত্যাদি। ভোগার্থ শব্দের যোগে 'খায়ন' ও 'পায়ন'-এর প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'সে জন মার খাইয়াছে', 'সে জন দুঃখ পাইয়াছে' ইত্যাদি। 'অচ্'-ভাগান্ত অবাক্যসমাপক ক্রিয়াপদ কর্ত্তার বিশেষণ হয় এবং '-ইতে'-ভাগান্ত অবাক্য-সমাপক ক্রিয়াপদ কর্ম্মের বিশেষণ হয়। উদাহরণ এই, 'পণ্ডিত মনে মনে বিচার করত কথা কহিলেন'। 'ইহাকে শুইতে দেখ',

'ইহাকে খাইতে দেখ' ইত্যাদি। দীর্ঘ ঈ-কারান্ত বিশেষণ শব্দ ১০৪০
বর্ত্তমানকালীন অবাক্যসমাপক ক্রিয়াপদের ন্যায় কখন ২ হয়।
উদাহরণ এই, 'আমি তোমার পশ্চাৎগামিকে পরামর্শ দিলাম'
ইত্যাদি।

ক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত কিম্বা অন্য বিষয় উপস্থিত না
হওয়া পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া করা যায় সে ক্রিয়া অবাক্যসমাপক ১০৪৫
বর্ত্তমানকালীন বীপ্সার্থ ক্রিয়াপদ হয়। উদাহরণ, 'খাইতে
খাইতে তৃপ্ত হইলাম', 'কথা কহিতে কহিতে নিদ্রা গেলাম'
ইত্যাদি। অনেক ক্রিয়ার কর্ত্তা এক যেখানে হয় সেখানে পূর্ব্ব
ক্রিয়া অবাক্যসমাপক অব্যয়রূপ '-ইয়া'-ভাগান্ত হয়। উদাহরণ,
'রাজা পণ্ডিতের পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া মন্ত্রীদের বাক্য ১০৫০
আদর না করিয়া পণ্ডিতকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন'
ইত্যাদি। যে স্থানে কর্ত্তার ভেদ হয় সে স্থানে অবাক্যসমাপক
অব্যয়স্বরূপ ক্রিয়া '-ইলে'-ভাগান্ত হয়। উদাহরণ, 'সে লোক
আমার নিকট আইলে আমি তাহার সহিত আলাপ করিলাম'
ইত্যাদি। ১০৫৫

আশংসার্থ বাক্য যদি-গর্ভ যে পূর্ব্ববাক্য সেও '-ইলে'-ভাগান্ত
হয়। উদাহরণ এই, 'বৃষ্টি হইলে ধান্য হইবেক' ইত্যাদি।
অকা[রা]ন্ত ভাববাচ্য শব্দ কখন ২ কর্ম্মবাচ্যের অবাক্যসমাপক
ক্রিয়ার ন্যায় হয়। উদাহরণ এই, 'পুস্তকে লেখা আছে'
ইত্যাদি। অবাক্যসমাপক ভাববাচক ক্রিয়াপদ যখন, 'কারণ', ১০৬০
'জন্য', 'তরে', 'নিমিত্ত', 'হেতুক'— এই সকল শব্দের যোগে
হয় তখন অব-ভাগান্ত ও আ-কারান্ত ভাববাচক শব্দের ন্যায়
[হয়]। উদাহরণ এই, 'করিবার কারণ', 'করণের কারণ',
'করার কারণ' ইত্যাদি। অবাক্যসমাপক ভাববাচক যে ক্রিয়াপদ

সে ষষ্ঠ্যন্ত হইলে বিশেষণ হয়। উদাহরণ এই, 'ধান্য রুপিবার ১০৬৫
কাল', 'দেখিবার চক্ষু' ইত্যাদি।

কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়াপদ কখন ২ কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়াপদের ন্যায় হয়; কর্ম্মবাচ্য ক্রিয়ার যোগে কর্ত্তা তৃতীয়ান্ত হয় কর্ম্ম প্রথমান্ত হয়। উদাহরণ এই, 'বাঘেতে মানুষ খাইয়াছে', 'তাহাদের নাম মাত্র শুনা যায়', 'তাহারা আনুপূর্ব্বক না জানাতে ক্ষুব্ধ হয়' ১০৭০
ইত্যাদি। অনুমত্যর্থ ক্রিয়াপদের উত্তর '-দিকি', '-দিনি', '-সিনি', '-সিয়া', '-গা' হয়। উদাহরণ এই, 'দেখ দিকি' ইত্যাদি। 'নঞ'-পূর্ব্বক বর্ত্তমানকালীন ক্রিয়াপদের উত্তরে '-কো' হয়, ঐ '-কো' পরেতে 'নাই'-র ঠাঁই 'নি' হয়। বিকল্পে আর ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়াপদের উত্তরে যে 'নঞ' তার পর ঐ ভবিষ্যতকালে 'কো' ১০৭৫
হয়। উদাহরণ এই— 'আমি কখন করি নাই কো' এবং 'করিনি কো', 'আমি কখন করিবো না কো' ইত্যাদি। যে স্থানে ভাবি যৎকিঞ্চিৎ ফলানুসন্ধানে কর্ত্তার বাক্য প্রয়োগ হয় সে স্থলে কারকের ও ক্রিয়ার পরে 'তো' হয়। উদাহরণ এই, 'আমি তো যাই', 'ভাত তো খাই', 'ঘরে যাই তো' ইত্যাদি। যে স্থানে ফলের ১০৮০
নিয়ম নাই কিন্তু ক্রিয়ার নিয়ম আছে এমন স্থলেও 'তো' হয়। উদাহরণ এই, 'আমি তো করিব ফল হউক বা না হউক', 'তুমি ভাত খাও তো ব্যামোহ হয় বুঝা যাইবেক' ইত্যাদি। যে স্থলে স্ব-বিষয়ে নিয়ম থাকে কিন্তু অন্য বিষয়ে সন্দেহ থাকে সে স্থলেও 'তো' হয়। উদাহরণ, 'আমি তো করি নাই বুঝি আপনাকে ১০৮৫
করিতে হইবেক' ইত্যাদি॥

অথ অব্যয়॥ অব্যয় চারি প্রকার— ক্রিয়াবিশেষণ, উপসর্গ, দ্যোতক, বাচক। স্বাভাবিক ক্রিয়াবিশেষণ যে শব্দ সে সকল অব্যয় কিন্তু অন্য ২ ভাষাতে ক্রিয়াবিশেষণ সে বাঙ্গালা

ভাষাতে সপ্তম্যন্ত দ্রব্যবাচক পদের প্রয়োগ হয়। সেই শব্দের ১০৯০
সহিত আর যে শব্দের যোগ থাকে সে ষষ্ঠ্যন্ত হয়। উদাহরণ
এই, 'অমুকের সাক্ষাতে আইলাম', 'তিনি রাজার নিকট
আইলেন' ইত্যাদি। দ্রব্যবাচক ও গুণবাচক শব্দের পরে 'করিয়া',
'হইয়া', 'রূপে', 'মতে', 'পূর্ব্বক'— এই সকল শব্দ হইলে ক্রিয়া-
বিশেষণ হয়। উদাহরণ এই, 'তিনি যত্ন করিয়া করিলেন', ১০৯৫
'তিনি ভাল হইয়া শুইয়াছেন', 'তিনি যত্নপূর্ব্বক করিয়াছেন',
'তুমি বিলক্ষণরূপে করিয়াছ' ইত্যাদি। ক্রিয়ার বিশেষণ কাল-,
স্থান-, বিষয়-বোধক হয়। কালবোধকের উদাহরণ এই, যখন,
যাবৎ, পশ্চাৎ, পাছে, তৎকালে, তখন, তাবৎ, কদাচ, তথাচ,
কখন, কল্য, কালি, কবু, এখন, অদ্য, আজি, কোন কালে, ১১০০
যবে, নিত্য, উত্তর, পরে, তৎপরে, তারপর, তবে, সদাসর্ব্বক্ষণ,
ভোরে, প্রত্যূষে, এবে, সদা, সদাসর্ব্বদা, পুনর্ব্বার, পুনরায়,
পুনরপি, আরবার, কবে, পূর্ব্বে, আগে, পরশু, তরশু, প্রভাতে,
সকালে, বৈকালে, সায়ংকালে।

স্থানবোধকের উদাহরণ এই, এখানে, ওখানে, সেখানে, ১১০৫
যেখানে, কোথা, কোথায়, যথায়, তথায়, এথায়, ওথায়, সেথায়,
মধ্যে, মাঝে, নিকটে, দূরে, সম্মুখে, সাক্ষাতে, আশপাশ।

বিষয়বোধকের উদাহরণ এই, যেন, কিছু, মন্দ, কেমন,
যেমন, প্রায়, তেমন, অনুসারে, এমন, ক্রমে ক্রমে, ভাল, যত,
তত, কত, বিস্তর, এত, অতি, কেন, অনুক্রমে, হেন, দৈবে, তেন, ১১১০
বটে, বৃথা, ব্যর্থ, পরস্পর, পরম্পরা, নিরর্থ।

'এ', 'ও', 'পুন', 'যে কোন'— এই ২ শব্দের উত্তরে থান্,
স্থান, স্থল, ঠাঁই, ক্ষণ, মত— এই শব্দের প্রয়োগ হইলে ক্রিয়ার
বিশেষণ হয়। উদাহরণ এই, 'এক্ষণে হইল' ইত্যাদি।

দ্রব্যবাচক ও সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদ ও আর ২ কথক ১১১৫
অব্যয় শব্দের পর অবধারণ অর্থে '-ই' হয়। উদাহরণ এই,
'জলেই আছে', 'আমিই করিয়াছি', 'করিলেই হয়' ইত্যাদি॥
সন্দেহ অর্থে শব্দের যোগে 'বা' হয়। উদাহরণ এই, 'সে বা
করে' ইত্যাদি।

সন্নিপত্যোপকারক অব্যয় শব্দ কখন ২ সপ্তম্যন্ত দ্রব্য- ১১২০
বাচক হয়, কখন ২ প্রথমান্ত হয় তাতে যুক্ত শব্দ ষষ্ঠ্যন্ত হয়।
উদাহরণ এই, 'মেজের নীচে', 'মেজের উপর' ইত্যাদি। কোন
কোন শব্দ গুণবাচক হয়। উদাহরণ এই, 'তোমার কর্ত্তৃক',
'তোমার করণক', 'তোমার আইসন পর্যন্ত' ইত্যাদি।

প্র, পরা, অপ, সং, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, অধি, সু, ১১২৫
উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আং বিংশতি উপসর্গ
দ্রব্যবাচকের কিম্বা ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে প্রয়োগ হয়। ইহার
যোগেতে কোন ২ স্থলে অর্থেরও ভেদ হয়। উদাহরণ এই,
প্রকাশ, প্রদক্ষিণ, পরাক্রম, পরাজয়, অপজশ, অপমান, সম্বাদ,
সম্পূর্ণ, নিতান্ত, নিবাস, অবকাশ, অবহেলা, অনুকারী, অনুসন্ধান, ১১৩০
নিরাকার, নিস্তার, দুরাচার, দুর্ম্মতি, বিমোচন, বিলম্ব, অধিকরণ,
অধিকারী, সুমতি, সুবাণী, সুকর, উৎযোগ, উত্তপ্ত, পরিপূর্ণ,
পরিসর, প্রত্যুত্তর, প্রতিকার, অভিমুখ, অভিনিবিষ্ট, অত্যন্ত,
অতিক্রান্ত, অপিধান্, উপকথা, উপকার, আসমুদ্র, আকৃতি,
আবাস ইত্যাদি। দ্যোতক অব্যয়ের উদাহরণ এই, এবং, বরং, ১১৩৫
ও, কিন্তু, কেননা, কি, কিম্বা, কিবা, তবে, বা, অতএব, এতদর্থ,
তবু, তমু, যদি, যদ্যপি, যদ্যপিস্যাৎ, তত্রাপি, কদাচিৎ, নতুবা,
নতু, তথাপি, অথচ, অপি, অনন্তর ইত্যাদি। বাচক অব্যয়ের
উদাহরণ এই, দুঃখার্থে। উদাহরণ এই, 'বাপরে বাপরে', 'ত্রাহি

ত্রাহি', 'হায় হায়'। ব্যথার্থে। 'ইঃ', 'উঃ' । আশ্চর্য্যার্থে। ১১৪০
'বাহবাঃ', 'আঃ'। দয়ার্থ। 'আহা আহা'।

সমাস ছয় প্রকার। প্রথম দ্বন্দ্ব সমাস। অনেক পদের একত্র করণে সকল শব্দের প্রাধান্য যেখানে থাকে সে স্থানে দ্বন্দ্ব। সমাস হইলে প্রত্যেক পদের প্রাধান্য জানাবার জন্যে 'ও', 'এবং' ইত্যাদি শব্দ কখন ২ থাকে কখন ২ না থাকে। উদাহরণ ১১৪৫
এই, 'বনরাজী নবীন পল্লব ফল পুষ্প স্তবক মঞ্জরী ভারেতে পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে'। 'রাম ও লক্ষ্মণ ও বিভীষণকে কহিলাম' ইত্যাদি। দ্বিতীয়, বহুব্রীহি, যে স্থানে যে ২ পদেতে সমাস হয় সেই ২ পদের অর্থকে ছাড়িয়া অন্য অর্থের উপস্থিতি যেখানে হয় সেইস্থানে বহুব্রীহি সমাস হয়। উদাহরণ এই, ১১৫০
'পীতাম্বর', 'গৌরাঙ্গ', 'মৃগাক্ষী', 'শশিমুখী', 'দিগম্বর', 'বাঘাম্বর', 'দুরাত্মা' ইত্যাদি। তৃতীয়, কর্ম্মধারয়, বিশিষ্যের আপন বিশেষণের সহিত সমান হইলে কর্ম্মধারয় হয়। উদাহরণ এই, 'সুন্দর পুরুষ', 'কুৎসিত স্ত্রী' ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষাতে বিশিষ্য কথিত হইলে তৃতীয় সমাস নিত্য হয়। এ নিমিত্ত বিশেষণ শব্দ ১১৫৫
কখন বিভক্ত্য[ন্ত] হয় না। উদাহরণ এই, 'সকল লোককে দেখ', ইত্যাদি। কখন ২ বিশিষ্য শব্দ বিশেষণের ন্যায় হইয়া অন্য বিশিষ্যের সহিত সমাস হয়। উদাহরণ এই, 'সাহেব লোক' ইত্যাদি। 'মহৎ' শব্দের পরে যখন বিশিষ্য শব্দ থাকে তখন 'মহৎ' শব্দের স্থানে 'মহা-' হয়। উদাহরণ এই, 'মহারাজ', 'মহাবন' ১১৬০
ইত্যাদি। চতুর্থ সমাস, তৎপুরুষ। কারকান্ত পদের সহিত অন্য শব্দের সমাস হইলে তৎপুরুষ হয়। প্রথমান্ত ও ষষ্ঠ্যন্ত ব্যতিরেকে সকল বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত ক্রিয়াপদ কিম্বা অব্যয় শব্দের সমাস হয়। উদাহরণ এই, 'ধনপ্রাপ্ত', 'বনরাজী', 'জলপূর্ণ',

'সোনামোড়া', 'দেবদায়ী', 'বৃক্ষপতিত', 'বঙ্গবাসী', 'জলচর' ১১৬৫
ইত্যাদি। প্রথমান্তের উদাহরণ, 'অর্দ্ধরাত্র', 'অর্দ্ধকায়' ইত্যাদি।
ষষ্ঠ্যন্ত পদ যখন অন্য পদের সহিত সমাস হয় তখন সংস্কৃত ভাষাতে
অবিভক্ত্যন্ত শব্দের ন্যায় হয়। উদাহরণ এই, 'পিতৃধর্ম্ম', 'মাতৃ-
স্নেহ', 'তৎপরে' ইত্যাদি। পঞ্চম সমাস, দিগু। দ্রব্যবাচকের
সহিত সংখ্যাবাচক শব্দের সমাস হয়। আর যে সংখ্যাবাচকের ১১৭০
দ্বারা অনেক দ্রব্যের একত্তর হওয়া বুঝা যায় তাহাকে দিগু বলা
যায়, সেই সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিবেক। উদাহরণ এই,
'ত্রিভুবন', 'চারিযুগ', 'চতুর্দিগ' ইত্যাদি। ষষ্ঠ সমাস, অব্যয়ীভাব।
অব্যয় শব্দ পূর্ব্বে থাকিয়া অন্য শব্দের সহিত সমাস হইলে
অব্যয়ীভাব সমাস হয়। এই সমাসে নিষ্পন্নপদ ক্রিয়ার বিশেষণ ১১৭৫
হয়। উদাহরণ এই, 'জলটল কিছু আছে', 'বাসনকুসন সব
লইয়া গিয়াছে' ইত্যাদি॥

অথ অন্ত্য অ-কারের উচ্চারণের প্রকরণ। যুক্ত বর্ণান্ত ভিন্ন
যত অ-কারান্ত বিশিষ্য শব্দ তাহার অন্ত্য অ-কারের উচ্চারণ হয়
না। উদাহরণ এই 'মন্', 'জন্', 'যপ্', 'বাঁশ' ইত্যাদি। সংখ্যা- ১১৮০
বাচক অ-কারান্ত দুই ব্যতিরেক দশ পর্য্যন্ত যে শব্দ তাহার এবং
জিজ্ঞাসার্থ 'কোন্' এই শব্দের অন্ত্য অ-কারের উচ্চারণ হয় না।
উদাহরণ এই, 'একজন' ইত্যাদি। 'তুমি কোন্ জাতি' ইত্যাদি।
পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন 'কোন' শব্দ অ-কারান্ত উচ্চারণ হয়। উদাহরণ
এই, 'কোন দেশে গিয়াছে' ইত্যাদি। ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের যে অন্ত ১১৮৫
রেফ তাহার হসন্ত উচ্চারণ হয়। উদাহরণ এই, 'আমার',
'তোমার' ইত্যাদি। অপরোক্ষভূতকালে ও অদ্যতনভূতকালে
ও অনদ্যতনভূতকালে প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদের অন্ত্য
ম-কারের পর অ-কার নাই। উদাহরণ এই, 'আমি করিলাম'

ইত্যাদি। গৌরবোক্তিতে ক্রিয়াপদের তৃতীয় পুরুষের অন্ত্য ১১৯০
ন-কারের পর অ-কার নাই। উদাহরণ এই, 'তিনি করেন্', 'তিনি করিলেন্' ইত্যাদি॥ অনুমত্যর্থ নীচোক্তিতে দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষের অন্ত্য অ-কারের পর অ-কার নাই। উদাহরণ এই, 'তুই কর্', 'সে করুক্' ইত্যাদি। যুক্ত অক্ষরের পর অ-কারের উচ্চারণ নিত্য হয়। উদাহরণ এই, 'অল্প', 'যত্ন' ১১৯৫
ইত্যাদি। রেফান্ত শব্দ ব্যতিরেক প্রায় সকল বিশেষণ শব্দের উত্তর অ-কারের উচ্চারণ হয়। উদাহরণ এই, 'অভিমত', 'আশ্রিত'। দুই অক্ষরেতে নিষ্পন্ন যে '-নান্ত', '-টান্ত' অব্যয় ও বিশেষণ তার উত্তর অ-কারের উচ্চারণ হয়। উদাহরণ এই, 'মত', 'তত', 'পূর্ণ', 'হীন' ইত্যাদি। ১২০০

অথ বাক্য রচন প্রকরণ॥ যে কথার কিম্বা যে বাক্যের দ্বারা আর কোন কথা কিম্বা বাক্যের গুণ প্রকাশ করা যায় তাহাকে 'বিশিষ্য' বলি। বিশিষ্য যদি দ্রব্যবাচক কিম্বা সর্ব্বনাম শব্দ হয় তবে তাহা[র] বিশেষণের নাম শব্দ বিশেষণ। আর যদি বিশিষ্য ক্রিয়াপদ হয় তবে তাহার বিশেষণের নাম ক্রিয়া ১২০৫
বিশেষণ। উদাহরণ এই, 'উচ্চ ঘর', 'উত্তম তিনি', 'প্রায় আসিয়াছেন', 'সে শীঘ্র যাইবেক' ইত্যাদি। কখন ২ বিশেষণের মধ্যে আর ২ বিশিষ্য বিশেষণে নিষ্পন্ন সমুদায় এক বাক্য কিম্বা অনেক বাক্য হয়। উদাহরণ এই, 'অভিষেকার্থ সিংহাসন সমীপোপস্থিত শ্রীভোজরাজাকে দেখিয়া পঞ্চদশী ১২১০
পুত্তলিকা কহিলেন' ইত্যাদি॥ 'অভিষেকার্থ সিংহাসন সমীপোপস্থিত' এই বিশেষণ, এবং 'শ্রীভোজরাজাকে' এই বিশিষ্য। বিশিষ্য এবং বিশেষণ এঁহারা সমান লিঙ্গ হন। উদাহরণ এই, 'যুবা পুরুষ', 'যুবতী স্ত্রী' ইত্যাদি। বিশিষ্যের পূর্ব্বে প্রায়

সর্ব্বদা বিশেষণ থাকে। উদাহরণ এই, 'দগ্ধ শরীর', 'অকস্মাৎ ১২১৫
করিয়াছে' ইত্যাদি।

বাক্যের মধ্যে প্রায় সর্ব্বদা কর্ত্তৃপদ প্রথম থাকে, তাহার পর কর্ম্ম, শেষে ক্রিয়াপদ। উদাহরণ এই, 'মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন' ইত্যাদি। বিশেষণ যুক্ত যে কর্ম্ম সে যদি দীর্ঘ বাক্য হয় কিম্বা অনেক বাক্যেতে নিষ্পন্ন হয় তবে কখন ২ সেই ১২২০
কর্ম্ম প্রথম থাকে, তাহার পর কর্ত্তা, শেষে ক্রিয়াপদ। উদাহরণ এই, 'অতিশয় দুরাচার এবং কাহারু কথা শুনে না এবং সর্ব্বদা এমন কোন কাহাকে তুমি কহিও না' ইত্যাদি। পুরুষেতে, বচনেতে ও উক্তিতে কর্ত্তার ক্রিয়াপদের সহিত 'মিলন' হয়। উদাহরণ এই, 'আমি করিয়াছি', 'আমরা বলিয়াছি', 'তুই ১২২৫
গিয়াছিস', 'তিনি হইবেন' ইত্যাদি। কখন ২ কর্ত্তা অনুক্ত থাকিলে উজ্‌ঝ [=উহ্য] করিতে হইবেক। উদাহরণ এই, 'বাটী যাইব' ইত্যাদি।

গমনার্থ ও দানার্থ ও কহনার্থ ব্যতিরেকে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদের যোগে দ্বিতীয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, ১২৩০
'আমি তাঁহাকে মারিলাম' ইত্যাদি। দ্রব্যবাচক, গুণবাচক এবং কর্ম্মবাচ্য 'সে' বাক্য সমাপক ক্রিয়াপদের যোগে 'করণ' ও 'হওন' এবং আর ২ কথক ২ ক্রিয়াপদ হয়। উদাহরণ এই, 'সে নাশ করে', 'সে ভাল করে', 'সে নষ্ট হইয়াছে' ইত্যাদি। দ্রব্যবাচক শব্দ 'করণ' যোগে যখন হয় তখন কেবল ষষ্ঠ্যন্ত ১২৩৫
আর এক শব্দ তাহার যোগে হয়। যখন 'হওন' যোগে হয় তখন কেবল ষষ্ঠ্যন্ত আর এক শব্দ তাহার যোগে হয়। যখন গুণবাচক কিম্বা কর্ম্মবাচ্য অবাক্যসমাপক ক্রিয়াপদ 'করণ'-এর যোগে হয় তখন তাহার যোগে আর এক শব্দ নিত্য প্রথমান্ত

হয়। উদাহরণ এই, 'সে তাহাকে সম্ভ্রম করিল' কিম্বা 'সে তাহার সম্ভ্রম করিল', 'তাহার সম্ভ্রম হইল', 'আমি তাহাকে নষ্ট করিব', 'তিনি নষ্ট হইয়াছেন' ইত্যাদি।

কখন ২ নিমিত্তার্থ ক্রিয়াপদ আর কোন ক্রিয়াপদের কর্ত্তা হয়। উদাহরণ এই, 'বড় আনন্দ করিতে হইবে' ইত্যাদি। যাহাতে ক্রিয়া সাধিত হয় সে শব্দ তৃতীয়ান্ত হয়। উদাহরণ এই, 'তিনি আপন বলেতে জয় করিলেন' ইত্যাদি। 'দেওন' ও 'নমস্কার' ও 'কহন' ও 'পরামর্শ দেওন' এতদ্বাচক ক্রিয়াপদের যোগে দ্বিতীয়া কিম্বা চতুর্থী হয়। উদাহরণ এই, 'আমি বন্ধুকে দেই' কিম্বা 'বন্ধুরে দেই', 'আমি রাজাকে নমস্কার করি' কিম্বা 'রাজাকে নমস্কার করি', 'আমি তাহাকে কহি' কিম্বা 'তাহারে কহি', 'মন্ত্রী রাজাকে পরামর্শ দেয়' কিম্বা 'রাজাকে পরামর্শ দেয়' কিম্বা 'রাজারে পরামর্শ দেয়' ইত্যাদি। 'লওন' ও 'পাওন' এবং তাহা হইতে 'যাওন' এবং তাহা হইতে 'পড়ন' ও তাহা হইতে 'পাওন' এতদর্থে যত ক্রিয়াপদ সে সকল পঞ্চমীর যোগে হয়। উদাহরণ এই, 'তিনি আপন পিতার নিকট হইতে গেলেন', 'বালক বৃক্ষ হইতে পড়িল', 'রাজার হইতে লইয়াছি', 'গুরু হইতে বিদ্যা পাইয়াছি' ইত্যাদি। দুই বাক্যের মধ্যে এক বাক্যের গৌরব অর্থ বুঝিতে তাহার এক বাক্যের অন্তে 'হইতে' শব্দের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'এজন সেজন হইতে নির্ম্মল আছে', 'নরকে সদা কাল দুঃখ ভোগ করা হইতে একালে ধর্ম্ম পালন করা ভাল' ইত্যাদি। স্থানের দিগে গমন ও স্থানে প্রবেশন স্থানে 'হওয়া' কিম্বা ও স্থান প্রভৃতিতে কালক্ষেপণ ও স্থানে ক্রিয়া করণ ও স্থানে থাকা এই ২ অর্থে যে ক্রিয়াপদ সে সপ্তম্যন্ত শব্দের যোগে হয়। উদাহরণ এই, 'গ্রামে যাই', 'ঘরে প্রবেশ করি',

'পিতৃঘরেতে কালক্ষেপণ করিতেছি', 'ঘরে থোয়', 'সিন্দুকে ১১৬৫
আছে' ইত্যাদি। 'হওন' শব্দের প্রয়োগেতে যখন ক্রিয়া সম্পন্ন
হওয়ার অর্থ বুঝা যায় তখন নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানকালের
স্থানে অদ্যতনানদ্যতনভূতকালের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই,
'এমন কথা হইয়াছে' ইত্যাদি। 'যদ্' শব্দ নিষ্পন্ন যে বাক্য
সে 'তৎ' শব্দ নিষ্পন্ন বাক্যের পূর্ব্বে থাকে। উদাহরণ এই, ১১৭০
'যে মানুষের বিদ্যা না হইল সে পশু কেন নয়', 'তোমায় যদি
এ সকল গুণ থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও'
ইত্যাদি।

উত্তরস্বরূপ বাক্য স্থলে দ্রব্যের অভাব বুঝিতে 'নাই' শব্দের
প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'আমার গরু নাই' ইত্যাদি। ১১৭৫
বাক্যের মধ্যে আজ্ঞা কিম্বা প্রার্থনারূপ কথা যদি না থাকে
তবু যখন নীচ লোক বড় মানুষকে কথা কহে তখন সে নিবেদন
বাক্যের প্রয়োগ করে। বড় মানুষ যখন নীচ লোককে বাক্য
কহে তখন আজ্ঞা শব্দের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'ভৃত্যেরা
এই সকল শাস্ত্রোক্ত রাজাভিষেক সামগ্রী আয়োজন করিয়া ১১৮০
রাজার নিকট নিবেদন করিল', 'আপনি যে আজ্ঞা করিয়াছেন
সে প্রমাণ বটে' ইত্যাদি। নীচ লোক যখন বড় মানুষের বিষয়
কথা কহে তখন প্রথম পুরুষ ব্যতিরেকে গৌরবোক্তি শব্দের
প্রয়োগ করে। তুচ্ছার্থ কিম্বা বন্ধুত্ব অর্থ বুঝিতে 'তুই' শব্দের
প্রয়োগ হয়, বিনয়ার্থে 'মুই' শব্দের প্রয়োগ হয়। গৌরবার্থ ১১৮৫
যখন না বুঝায় ও তুচ্ছার্থ যখন না বুঝায় তখন 'এ', 'ও', 'সে',
'যে'—এই চারি শব্দের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'তিনি
আমার কাছে আইলেন', 'তুমি আমার রাজার বউ', 'তুই আমার
বন্ধু', 'মাওই মহাশয় মুই নিবেদন করিতেছি', 'এ আমার

পিতা', 'ও পণ্ডিতকে কহ', 'যে রাজা তোমাকে কথা কহিয়াছেন', 'সে কি গিয়াছে' ইত্যাদি। জিজ্ঞাসার দ্বারা দৃঢ় বাক্য নিশ্চয় হয়। উদাহরণ এই, 'এত ঔষধ কি খাইতে পারি', 'আমি কি তাহা করিব না' ইত্যাদি। আবশ্যক শব্দ কিম্বা প্রয়োজন শব্দ 'আছে' যে ক্রিয়াপদ তাহার যোগে হয়। উদাহরণ এই 'তোমার নদী পার করার আবশ্যক আছে', 'সে কার্য্য করিতে কি প্রয়োজন আছে' ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা বুঝিতে বাক্যের মধ্যে 'কি' শব্দ প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'তুমি কি জান না', 'তুমি কি সে কথা শুন না' ইত্যাদি॥

অথ সংখ্যাবাচকের প্রয়োগ॥ এক ১ প্রথম, দুই ২ দ্বিতীয়, তিন ৩ তৃতীয়, চারি ৪ চতুর্থ, পাঁচ ৫ পঞ্চম, ছয় ৬ ষষ্ঠ, সাত ৭ সপ্তম, আট ৮ অষ্টম, নয় ৯ নবম, দশ ১০ দশম। সংখ্যাবাচক দুই প্রকার হয়। সংস্কৃতানুযায়ী এবং চলিত সামান্য ভাষানুযায়ী। উদাহরণ এই, এগার/একাদশ, বার/দ্বাদশ ইত্যাদি। বিংশতি অবধি নব্বই পর্যন্ত দশের এক কম বুঝিতে 'উন-' প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, উনবিংশতি, উনিশ, উনত্রিংশৎ, উনত্রিশ ইত্যাদি। দশ অবধি উনিশ পর্য্যন্ত সামান্য চলিত ভাষাতে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর পুরণা অর্থে হয়। আর সংস্কৃতানুযায়ী দশ অবধি উনবিংশতি পর্য্যন্ত পূরণ অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের ন্যায় হয়। বিংশতি অবধি ষষ্ঠী পর্য্যন্ত পূরণ অর্থে '-তম' হয়। এবং অন্ত্য বর্ণের লোপ হয়। আরষ্টি অবধি এক শত পর্য্যন্ত পূরণ অর্থে '-তম' হয়। উদাহরণ এই, 'এগারঞি', 'একাদশ', 'বিংশ', 'বিংশতিতম', 'সপ্ততিতম' ইত্যাদি। ইহার মধ্যবর্ত্তী যত সংখ্যাবাচক শব্দ সে সকল পূরণ অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের ন্যায় হয়। 'এত গুণ' বর্দ্ধিত অর্থে সংখ্যাবাচকের উত্তর '-গুণ' হয়।

উদাহরণ এই, 'তিনগুণ', 'চারিগুণ' ইত্যাদি। কোন ২ অর্থে ১৩১৫
সংখ্যাবাচকের অর্থে '-বার' প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'আমি
নয়বার কহিয়াছি' ইত্যাদি। নানা প্রকার এই অর্থ বুঝিতে
সংখ্যাবাচকের উত্তরে '-ধা' প্রয়োগ হয়। উদাহরণ এই, 'চতুর্ধা',
'সপ্তধা' ইত্যাদি। পোয়ার অধিক এই অর্থ বুঝিতে সংখ্যা-
বাচকের উত্তর 'সওয়া' হয় আর অধিক অর্থ বুঝিতে সংখ্যাবাচকের ১৩২০
উত্তর 'সাড়ে' হয়, আর পোয়া কম বুঝিতে সংখ্যাবাচকের পূর্ব্বে
'পউনে' হয়। উদাহরণ, 'সওয়া তিন', 'সাড়ে তিন', 'পউনে
চারি' ইত্যাদি। আর সংখ্যাবাচকের ভাঙ্গা বুঝিতে 'আনা'
হয়। উদাহরণ, 'সাত আনা', 'দশ আনা' ইত্যাদি। অনিশ্চিত
অর্থ বুঝিতে শব্দের উত্তর '-এক' শব্দের প্রয়োগ হয়। উদাহরণ ১৩২৫
এই, 'জন দশেক লোক' ইত্যাদি। সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ॥

———

সংশোধন

পৃ. ১১। লাইন ২৩ : 'এক বছর পরে (১৯১১)'-র জায়গায় 'এক বছর পরে (১৮১১)' হবে।

পৃ. ১৩। লাইন ১৮ : 'Hornle'-র জায়গায় 'Hoernle' হবে।

পৃ. ১৬। লাইন ৯ : 'দ্বিতীয় সংস্করণ-এর জায়গায় 'প্রথম সংস্করণ' হবে।

পৃ. ১৬। লাইন ১১ : 'পরে'-র জায়গায় 'আগে' হবে।

পৃ. ২৬। লাইন ১৫-১৬ : '"বহুবচনের বিভক্তির -এর আর -র কেহ ২ কেহ না"'-এর জায়গায় "বহুবচনের বিভক্তির -এর আর- র কেহ ২ কহে না" হবে।

পাদটীকা

১. লক্ষণীয়, বিশুদ্ধ স্বরধ্বনির মধ্যে অনুস্বার এবং বিসর্গকেও ধরা হয়েছে। রামমোহনের ব্যাকরণেও এই রীতি। (দ্র 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', পৃ ৭, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী'র অন্তর্গত)।

২. রূপ এবং উচ্চারণের ভিন্নতার জন্য 'ক্ষ' আলাদা ব্যঞ্জন।

৩. 'অক্ষর' এবং 'বর্ণ'-র পার্থক্যকে রামমোহন স্পষ্ট ক'রে বলেছেন, মৃত্যুঞ্জয়ের বিবরণ অস্পষ্ট।

৪. দুই স্বরের মধ্যে কেবলমাত্র মাত্রার ও উচ্চারণ-কালের ভিন্নতা থাকলে তারা সমান, অন্যথায় অসমান।

৫. হ য ব র ল—এই পাঁচটির প্রথম 'হ' এবং শেষ 'ল' নিয়ে 'হল'। এখানে 'হল'-এর ক্রম যথার্থ হয়নি।

৬. এই সূত্রটিতে একসঙ্গে স্বর-ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ-স্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

৭. অর্থাৎ ব্যঞ্জনে 'অ' স্বরধ্বনির কোনো চিহ্ন নেই। তু, 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', পৃ ৯।

৮. 'নামোতে'-র পরিবর্তে রামমোহন 'নীচে' ব্যবহার করেছেন। দ্র 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', পৃ ১০।

৯. অর্থাৎ ব্যঞ্জন স্বরের সহিতও যুক্ত হয়, ব্যঞ্জনের সহিতও যুক্ত হয়। ব্যঞ্জন স্বরের সহিত যুক্ত হ'লে হয় 'বানান'। অর্থাৎ 'বানান'=CV।

১০. ব্যঞ্জন অপর ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হ'লে হয় 'যুক্ত অক্ষর'। অর্থাৎ যুক্তাক্ষর=CC।

১১. 'ঋ' / 'ঌ'-র চিহ্ন এই তালিকায় নেই। হ্যালহেডের তালিকায়ও নেই (দ্র *Beng. Lang.*, পৃ ৯)। হ্যালহেড এবং মৃত্যুঞ্জয় 'কৃ'-কে 'ফলা'-র মধ্যে ধরেছেন (দ্র *Beng. Lang.*, পৃ ১৮)।

১২. 'ব্যঞ্জনের সংযোগ' বলতে 'ফলা' বোঝানো হয়েছে। হ্যালহেডও এগার প্রকার 'ফলা'-র উল্লেখ করেছেন। হ্যালহেড এবং মৃত্যুঞ্জয় একই ক্রমানুসারে 'ফলা' বিন্যস্ত করেছেন— ক্য, ক্র, কৃ, ক্ল, ক্ব, ক্ম, ক্ন, ক৯, র্ক, ঙ্ক, স্ক।

১৩. অর্থাৎ অ-বর্গীয় ব্যঞ্জনের সহিত।

১৪. 'তেত্রিশ ফলা' অর্থে সম্ভাব্য প্রতিটি যুক্তাক্ষরকে বোঝানো হয়েছে। ব্যঞ্জনের মোট সংখ্যা চৌত্রিশ, সুতরাং 'ঘ' বা 'ল' আর তেত্রিশটি ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এই তেত্রিশ প্রকার সংযোগকে 'তেত্রিশ ফলা' বলা হয়েছে।

১৫. এই সূত্র এবং উদাহরণের যাথার্থ্য বোঝা গেলো না। উদাহরণ দেখে মনে হয় লেখক বলতে চান যে সংস্কৃতের এবং প্রাকৃতের সানুনাসিক বাঙ্গালায় চন্দ্রবিন্দু হয়। যেমন, অঙ্ক>আঁক, সঞ্ঝা>সাঁঝ, চণ্ডাল>চাঁড়াল, দন্ত>দাঁত, কম্প>কাঁপ ইত্যাদি।

১৬. পাঠ সন্দেহাতীত নয়।

১৭. বাঙ্গালা উচ্চারণে ং=ঙ।

১৮. এখানে তিনটি সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে ব'লে মনে হয়। প্রথম, হ্রস্ব স্বরের পর যদি 'ঙ', 'ণ', 'ন'— এই তিনটি সানুনাসিক এবং 'ল' থাকে এবং তার পর যদি স্বর থাকে তাহলে সানুনাসিকের দ্বিত্ব হয়। দ্বিতীয়, হ্রস্ব স্বরের পর যদি তিনটি সানুনাসিক থাকে এবং তারপর যদি 'ল' থাকে তাহলে 'ল'-র দ্বিত্ব হয় [এবং সানুনাসিক চন্দ্রবিন্দু হয়; উদাহরণ, 'সন্+লাভ'='সঁল্লাভ']। তৃতীয়, এই সূত্রটি মূলে উহ্য আছে, কিন্তু উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে। হ্রস্ব স্বরের পর যদি 'ছ' থাকে তাহলে 'ছ' দ্বিত্ব হয়, যথা 'বৃক্ষচ্ছায়া'।

১৯.

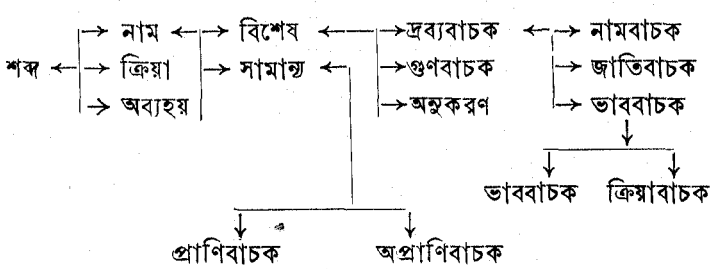

২০. দ্রব্যবাচক ?

২১. মৃত্যুঞ্জয় কথ্য বাঙ্গালার ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন।

২২. রামমোহনের ব্যাকরণের paradigm এই—

একবচন

কর্তৃপদ	কর্মপদ	অধিকরণপদ	সম্বন্ধপদ
গরু	গরুকে	গরুতে	গরুর

বহুবচন

কর্তৃপদ	কর্মপদ	অধিকরণপদ	সম্বন্ধপদ
গরুসকল	গরুসকলকে	গরুসকলে/গরুসকলেতে	গরুসকলের

২৩. অনুসর্গগুলি 'দিয়ে, 'করে', 'হয়ে' ইত্যাদির পরিবর্তে 'দিয়া', 'করিয়া', 'হইয়া' ইত্যাদি।

২৪. এই অংশে মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ব্যাকরণকেই অনুসরণ করেছেন, বাঙ্গালা ভাষার তদ্ধিত ধরতে পারেননি। রামমোহন বাঙ্গালা তদ্ধিত ধরেছেন। যেমন, গাছ / গেছো, বন / বুনো, পাহাড় / পাহাড়ে, মাটি / মেটে ইত্যাদি।

২৬. যদিও 'অতিশয় চলিত হওয়াতে' মৃত্যুঞ্জয় এই সমাসসাধ্য শব্দগুলি আলোচনা করেছেন, বাঙ্গালা ব্যাকরণে এ-শব্দগুলির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। প্রধানত কথ্য ভাষার ব্যাকরণ লিখলেও লিখিত ভাষাকেও মৃত্যুঞ্জয় উপেক্ষা করতে পারেননি। 'ক্রোধজ', 'তেজোময়', 'আনন্দদ', 'তেজস্কর' অবশ্যই সাহিত্যিক শব্দ।

২৬. ক্রিয়ার মূল 'করন'-এর 'অন' ভাগের লোপ ; সুতরাং 'কর-'।

২৭. এখানে কর্মবাচ্যের সূত্র এবং উদাহরণ ঠিক হয়নি। মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ব্যাকরণকে অনুসরণ করতে গিয়ে অধিকাংশ বাঙ্গালা বৈয়াকরণিকের মতো বাঙ্গালা ভাষাকে বিকৃত করেছেন। 'সে দেখা যায়' বাঙ্গালা বাক্য নয় ; এবং 'কর্ত্তা কর্তৃক ক্রিয়া সম্পন্ন' হওয়াও গোলমেলে ব্যাপার। 'কর্তৃক' শব্দের ফাঁদে পা দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বিভ্রান্ত হয়েছেন। রামমোহন এ-সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি করেছেন। 'গৌড়ীয় ভাষাতে অন্য ২ অসাধু ভাষার ন্যায় কর্ম্ম প্রয়োগে পৃথক্ আখ্যাতিক পদ নাই'। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', পৃ ৪৭।

২৮. অর্থ=ভাব (mood)।

২৯,

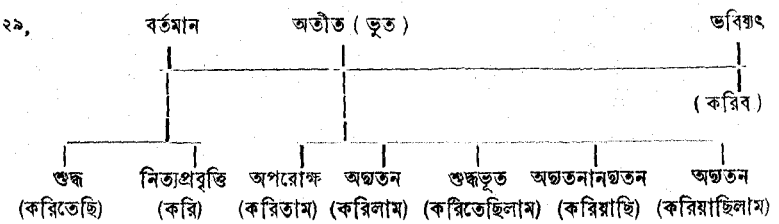

৩০. এই বিবরণ থেকে শুদ্ধ বর্তমান, শুদ্ধ ভূত, অদ্যতনানদ্যতনভূত— এই তিনটি কালের বিবরণ বাদ পড়েছে।

৩১. সংস্কৃত-রীতি উত্তম পুরুষ (First Person), মধ্যম পুরুষ (Second Person), প্রথম পুরুষ (Third Person) পরিত্যাগ ক'রে মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন ইংরেজী-রীতি অবলম্বন করেছেন।

৩২ আশংসার্থ বর্তমান এবং ভূতকালের জন্য আলাদা paradigm সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ছিলো। স্বার্থ নিত্তপ্রবৃত্ত বর্তমান এবং স্বার্থ অপরোক্ষভূত, আর আশংসার্থ অভিন্ন, পার্থক্য শুধু 'যদি' শব্দটির।

৩৩. গৌরবোক্তিতে 'অদ্যতন'-এর পরিবর্তে অসাবধানতাবশত 'অপরোক্ষ' কালের রূপ লেখা হয়েছে।

৩৪. প্রেরণার্থ (Causative)।

৩৫. 'আইসন'-এর ই-কারের লোপ অর্থে 'আস-' + '-ইয়াছি'=আসিয়াছ।

৩৬. বিকল্পে 'স'-কার লোপ লিখবার পরিবর্তে বোধহয় অসাবধানে 'অ'-কার লেখা হয়েছে। আসিলাম >আইলাম।

৩৭. কর্মবাচ্য সম্বন্ধে লেখকের ধারণা স্পষ্ট ছিলো না। তিনি সংস্কৃত 'কৃত', 'কর্ত্তৃক' প্রভৃতি শব্দগুলি দিয়ে কর্মবাচ্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। লেখক বিভ্রান্ত না হ'লে 'আমি করা যাই'-র মতো উদ্ভট বাক্য রচনা করতে পারতেন না।

নির্ঘণ্ট

'অ-'১৮
'অই-'২০
অকর্ম্মক ৩৯
'অক্'-ভাগান্ত ১৮
'অচ্'-ভাগান্ত ৪৩
'অতি' ১৮
অতিশয়ার্থ ৪৩
অতীত ২৪
'অত্যন্ত' ১৮
অদ্যতনভূত ২৪
অদ্যতনানদ্যতনভূত ২৪
অদ্রব্যবাচক ৭
অধিকরণ ৭
'অন্-' ১৮
'-অন' ভাগ ২৪
'-অনীয়' ১৯
অনুকরণ ৭
অনুমত্যর্থ ৪২
অনেক বাক্য ৫০
'অন্য' ২৩
'-অন্বিত' ১৯
অন্ত্য অ-কারের
উচ্চারণ ৪৯
অপত্যার্থে ১৬
অপরোক্ষভূত ২৪
অপাদান ৭
'অব' ১৬
অ-বর্গীয় ১
অবর্ত্তমানকালীন ২৬
অবধারণ অর্থে '-ই' ৪৭
অব-ভাগান্ত ৪৪
অবাক্যসমাপক ২৫
অব্যয় ৪৫
অব্যয়ীভাব ৪৯
অব্যয়স্বরূপ ২৫
অব্যহয় ৭
অল্পপ্রাণ ১
অসমক্ষার্থে ২১
অসমান ১
অক্ষর ১

'আ' ১৩
'আইসন' ৪০
আ-কারান্ত শব্দ ১০
আ-কারান্ত ৪৪
'আর্ক'-ফলা ৩
'-আত্মক' ২০
'-আত্মা' ১৯
'আপনা-' ২১
'আপুনি' ২১
আবশ্যকার্থে ৩৯
'আমা-' ২১
'আমি' ১৪
'-আর' ১৭
'আর' ১৮
আরম্ভার্থ ২৪
'-আল' ১৮
'-আলু' ১৮
আশংসার্থ ২৪

'ইক' ৪
'-ইক' ১৯
'-ইকা' ১৮
ইচ্ছার্থ ২৪
'-ইচ্ছুক' ১৯
'-ইতে'-ভাগান্ত ৪৩
'ইনা-' ২১
'ইনি' ২১
'-ইমা' ১৬
'ইল' ৬
'ইহা-' ২২
'ইহাঁ-' ২১
'-ইষ্ঠ' ১৯

'-ঈ' ১৮

'-ঈক' ১৮

'-উক্ত' ২০
উত্তরস্বরূপ বাক্য ৫৩
'উন-' ৫৪
'উনা-' ২১
'উনি-' ২১
উপসর্গ ৪৫
'উহ্-' ২১
'উহঁ-' ২১
'উহা-' ২১
'উহাঁ-' ২১

'ঋণ' ৪
'ঋত' ৪

'এ' ১৩
'-এক' ৫৫
একবচন ৭
এক বাক্য ৫০
'এচ' ৪

'ঐ' ২১

'ও' ১৩
'ওরে' ১২

'-কর' ১৯
'করণ' ৩৬
'করত' ৩৩
'করন্যা' ৩৩
'করি' ৩৩
'করিতে' ৩৩
'করিতে করিতে' ৩৩
'করিবা' ৩৩
'করিলে' ৩৩
'করিয়া' ১১
'করে' ৩৩
কর্ত্তাবাচ্য ২৪
'কর্ত্তৃক' ১১
'কর্ত্তৃপদ' ৫১
কর্ত্তৃবাচ্য ২৪
'কর্ম্ম' ৭
কর্ম্মধারয় ৪৮
কর্ম্মবাচ্য ২৪
কর্ম্মবাচ্য ভূতভাবার্থ ৩৬
'কহনার্থ' ৫১
'ক্ক'-ফলা ৩
'ক্ক'-ফলা ৩
'ক্ষ'-ফলা ৩
'ক্য'-ফলা ৩
'ক্ল'-ফলা ৩
'কা-' ২২
'কাছেতে' ১২
'কাছে হইতে' ১২
'-কার' ১৭
'কারণ' ৪৪
'-কারী' ১৯
কাল ২৪
কালাবধারণ ৪২
কালবোধক ৪৬
'কাহা-' ২২
'কাহাকো' ২২
'কাহাকা' ২২
'কি' ২২
'কিঞ্চিৎ' ২৩
'কিছু' ২৩
'কিস্' ২২
ক্রিয়া ৭
ক্রিয়া বিশেষণ ৫০
ক্রিয়া-বিভক্তি ২৪
ক্রিয়া সাধিত ৫২
ক্রিয়ার অর্থ ২৪
ক্রিয়ার বিবরণ ২৪
ক্লীবলিঙ্গ ৭
'-কে' ১২
'কে' ২২
'-কো' ৪৫
'কোন কেহ' ২৪
'কোন কোন' ২৩

'-খান' ১৪
'-খানিক' ১৫

,খায়ন' ৪৩

'গণ' ১৫
গমনার্থ ৫১
'-গা' ৪৫
'-গুচ্চার' ১৬
'-গুণ' ৫৪
গুণ ৪
গুণবাচক ৭
'-গুলা' ১৪
'-গুলিন' ১৪
'-গুলু ১৪'
গে ১২
গো ১২
-গোটা ১৪
গৌরবোক্তি ২১
-গ্রস্ত ২০

'-ঙ্কর' ১৯

'-চর' ২০
'চাহন' ৩৩
চৌত্রিষ ব্যঞ্জন ১

'-জ' ২০
'-জনক' ২০
'-জ্ঞ' ২০
'-জ্ঞতা' ২০
'জন্য' ৪৪
'-জাত' ২০
'জাতি' ১৫
জাতিবাচক ৭

'ঞিনি' ২১

টি ১২
'-টুকি' ১৪
টে ১২

ঠাঁই ১২

ণত্ব ৬
-ণান্ত ১৬

তৎপুরুষ ৪৮
'-তব্য' ১৯
'তবে-বাচক' ৪৩
'-তম' ৫৪
'-তর' ১৮
'তরে' ৪৪
তৃতীয়ান্ত ৪৫
'-ত্ব' ১৬
'তা-' ২২
'তাক' ২৩
'তাতে' ২৩
'তান্ত' ১৬
'তারা' ২৩
'তিনি' ২১
'তাহা-' ২১
'তাঁহা-' ২১
'তিহ' ২১
'তিঁহ' ২১
'তুই' ২১
'তুমি' ২৪
তুচ্ছার্থ ৫৩
'তুল্য' ২০
তেত্রিশ ফলা ৩
'তেনা-' ২১
'তো-' ২১
'তোমা-' ২১

'থাকন' ৩২
'থাকিয়া' ১২

'-দত্ত' ২০
'দল' ১৫
দ্বন্দ্ব ৪৮
দ্রব্যবাচক ৭
'-দায়ক' ১৯
'-দায়ীদ' ১৯
দানার্থ ৫১

'দ্বারা' ১১
'-দিকি' ৪৫
দিগু ৪৯
'-দিনি' ৪৫
'দিয়া' ১১
দ্বিতীয়ান্ত ৩৯
দ্যোতক ৪৫

'-ধর' ১৭
'-ধা' ৫৫
ধাত্বর্থ ৪১

নঞ ৪০
নঞপূর্বক ক্রিয়া ৩৯
নপুংসক লিঙ্গ ১৩
নাম ৭
নামবাচক ৭
-নান্ত ১৬
'নারন' ৪০
'-নাশক' ২০
'-নাশী' ২০
নিত্য ৪৮
নিত্যপ্রবৃত্তি বর্তমান ২৪
নিত্য প্রথমান্ত ৫১
'নিমিত্ত' ৪৪
নিমিত্তার্থ ২৪
'নির-' ১৮
নীচোক্তি ২১

'-পতি' ১৭
প্রত্যাহার ৪
প্রতিবাক্য ২১
প্রথমান্ত ৪৫
'পাওন' ৪৩
পাঁচালি ৪০
'পারন' ৪০
'-পাল' ১৭
প্রার্থনারূপ কথা ৫৩
প্রাণিবাচক ৮
পুংলিঙ্গ ৭
'পূর্বক' ৪৬
প্রেরণার্থ ক্রিয়া ২৪

'ফেলন' ৩২

বর্গ ১
'বর্গ' ১৫
বট ৪১
বর্তমান ২৪
বাক্য-প্রতিবাক্য ৪৩
বাক্য-সমাপক ৫১
বাক্য রচন ৫০
বাচক ৪৫
বানান ২
ব্যঞ্জনের সংযোগ ২
ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ৩
ব্যঞ্জন সন্ধি ৪
'-বর্জ্জিত' ১৮
বর্ণ ১
'-বতী' ১৭
'-বন্ত' ১৮
বহুবচন ৭
বহুব্রীহি ৪৮
বৃদ্ধি ৪
'-বান্' ১৮
বান্‌বান্ত ১৭
'-বার' ৫৫
বিভক্ত্যন্ত ২১
বিনয়ার্থ ৫৩
বিশেষণ ৪৩
বিশিষ্য ৫০
'-বিহীন' ১৮
বিষয়বোধক ৪৬
বীপ্সার্থ ৪৪

ভবিষ্যত ২৪
ভাববাচক ৭
ভূত ২৪
'ভো' ১২

'মতে' ৪৬

মহাপ্রাণ ১
'-মন্ত' ১৮
'-ময়' ১৯
'মধ্যে' ১২
'মাঝে' ১২
'-মান্' ১৮
মিলন ৫১
মুই ১৪
যদি-গর্ভ ৪৪
'যদি-বাচক' ৪৩
'যা-' ২২
যাওন ৪০
'-যুক' ১৯
'-যুত' ১৯
'-যুক্ত' ১৯
যুক্ত অক্ষর ৫০
যুক্ত বর্ণান্ত ৪৯
'যে-' ২২
'যে কেহ' ২৪
'যে যে' ২৪
'-যোগ্য' ২০

'রওন' ৪০
-রান্ত ১৬
'রূপ' ১২
'রূপে' ৪৬
'রে' ১২
'রেফ' ২
রেফান্ত শব্দ ৫০
'-ল' ১৮
'লাগন' ৩৩
লিঙ্গ ১৩
'লো' ১২
'লোক' ১৫
'-য়' ১৯
'য়িনি' ২১
'য়ে' ২১

শক্ত্যর্থ ২৪
শব্দ ৭
শব্দ বিশেষণ ৪৩
'-শালি' ১৯
'-শীল' ১৯
শুদ্ধভূত ২৪
শুদ্ধভূত কালবাচী ২৬
শুদ্ধ বর্ত্তমান ২৪
'-শূন্য' ১৮
'-শূর' ২০

ষত্ব ৬
ষষ্ঠ্যন্ত ৪৫
ষোল স্বর ১

'স-' ১৮
সকর্ম্মক ৩৯
সন্ধি ৪
সন্নিপত্যোপকারক ৪৭
সর্বনাম ২১
'-সম' ২০
সমক্ষার্থে ২১
সম্বন্ধ ৭
সম্প্রদান ৭
সমান ১
সমান 'অচ' ৪
সমান লিঙ্গ ৫০
সমাস ৪৮
সমাহার ৪
সম্বোধন ১২
সম্ভাবনার্থ ৪৩
সংখ্যাবাচক ৪৯
সংস্কৃতানুযায়ী ৫৪
'স্ক' ইত্যাদি ৩
'-স্থ' ২০
স্বর সন্ধি ৪
স্বরান্ত ক্লীবলিঙ্গ ১০
সাত বিভক্তি ৭
সানুনাসিক ১
স্থানবোধক ৪৬
স্থানে ১২
স্বার্থ ২৪
'-সিনি' ৪৫

'-সিয়া' ৪৫
স্ত্রীলিঙ্গ ৭
'সে' ২১
'সেনা-' ২১
হইয়া ১১
হইতে ১১
হওন ৩৯
হল ১
'-হা-' ২৩

—